SCHOOL SERIES.

THE

HISTORY OF INDIA

THE ENGLISH PERIOD.

BY

RAJANIKANTA GUPTA

ভারতের ইতিহাস।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

ইঙ্গরেজ-রাজত্ব।

CALCUTTA:
Published by the Medical Library,
97, College Street.

1883.

CALCUTTA:
PRINTED BY SARACHCHANDRA DEVA,
AT THE VINA PRESS,
37 Machuabazar Street,—Calcutta.

LIST OF WORKS CONSULTED.

Dr. Hunter, Indian Empire and History of the Indian people.

Torrens, Empire in Asia.

W. M. James, The British in India.

Wheeler, Tales from Indian History.

Macaulay, Lives of Lord Clive & Warren. Hastings.

Mill, History of British India.

Sewell, Analytical History of India.

Cunningham, and M'gregor, History of the Sikhs,

Kaye, Life of Lord Metcalfe.

Evans Bell, Retrospects and Prospects of Indian Policy.

Article on Maharja Nandakumar Roy from the Bangadarsana of 1289 B. E.

Bholanath Chunder, Travels of a Hindu.

Krishna Chandra Roy, History of British India.

Rajkrishna Mukherjea, History of Bengal.

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

চঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ভারতের ইতিহাস।

ইঙ্গরেজ-রাজত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ইউরোপীয় বণিকদিগের ভারতবর্ষে আগমন।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে* ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। এই যুদ্ধের পর—

(১) দিগ্‌বিজয়ী মহারাট্টারা হতবীর্য্য হইয়া পড়ে। প্রতাপ-শালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সংবরণ করেন।

(২) গৌরবান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়। তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

(৩) স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতনা ক্রমে গৌরব-শূন্য হয়। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্য-দোষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

(৪) হয়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

(৫) অযোধ্যার সুবাদার স্বাধীন হন। ইঁহার বংশধরগণ

* ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদিগের রাজত্বের শেষ অংশে এই যুদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

বহুসংখ্য সৈন্য ও বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিস্বামী হইয়া অযোধ্যার নবাব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

(৬) রোহিলখণ্ডে আফ্‌গানেরা ক্রমে সাহস ও বল সংগ্রহ করিয়া রোহিলা নামে খ্যাত হয়। জাঠেরা ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

(৭) ইঙ্গরেজেরা আপনাদের ক্ষমতায় স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন। এই ইঙ্গরেজেরা প্রথমে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের ন্যায় এ দেশে বণিগবেশে সমাগত হন, এবং ক্রমে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া উঠেন। ইহাঁদের রাজত্বের বিবরণই বর্ত্তমান ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয়।

কি সূত্রে পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের কথা জানিতে পারিল, কি সূত্রে ভারতবর্ষে ইহাদের বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের কথা নানা স্থানে প্রকাশ হয়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতভূমি ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া নানা স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দর শাহ যখন পঞ্জাবে উপস্থিত হন, তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের সাহস ও পরাক্রম, ইহার পর ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত হয়। এই সময় হইতেই গ্রীকেরা ভারতবর্ষের বিষয় ইউরোপে প্রকাশ করে। ইউরোপীয়েরা মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতির গ্রন্থে ভারতবর্ষের শোভা-সম্পত্তির বর্ণনা দেখিয়া ক্রমে এদেশে আসিতে ও এ দেশের বিবরণ জানিতে কৌতূহলী হইয়া উঠে।

এইরূপ কৌতূহলের সঞ্চার হইলেও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী

পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় জাতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দেশে বাণিজ্য করিতে আইসে নাই। অতি প্রাচীন কালে হিন্দুরা বাণিজ্যে নিপুণ ছিলেন। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাশ্মীরের শাল, ঢাকা ও বারাণসীর কাপড়, গোলকুণ্ডার হীরক, নানা প্রকার মশলা ও সোনা রূপার অলঙ্কার, এবং রেশম, হস্তিদন্ত প্রভৃতি অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে আরবেরা এই সকল বাণিজ্য-দ্রব্য আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া ও কনস্তান্তিনোপলে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া প্রভৃতি বন্দর সকল বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। আরব-বণিকদিগের এইরূপ উন্নতি ও লাভ হওয়াতে ইউরোপীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হয়, এবং তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে যত্নশীল হইয়া উঠে।

পর্ত্তুগীজদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা সমুদ্রপথে নানা স্থানে যাতায়াত আরম্ভ করে। ভারতবর্ষজাত বাণিজ্যদ্রব্যের বিষয় ইহাদের অবিদিত ছিল না। ইহারা অপরাপর বণিকদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্য কিনিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিত। ক্রমে ইহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে বিশেষ উৎসুক হয়। পঞ্চাশ বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার পর, ইহাদের ঔৎসুক্য চরিতার্থ হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাস্কোডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। ইহার পর, তিনি এই পথে ভারতবর্ষের মলবর উপকূলস্থিত কলিকট নগরে উপনীত হন। এই সময়ে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাহাহউক, পর্ত্তুগীজেরা এই রূপে ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ইহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইহারা ভারতবর্ষের গোয়া, দিউ ও দমায়ুন অধিকার করে, আরব ও পারস্যের উপকূল, সিংহল, চীন ও জাপানের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া তুলে, এবং সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্ত্তুগীজেরাই ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়।

ওলন্দাজদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—ইহার এক এক শতাব্দী পরে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের অনুবর্ত্তী হয়। প্রথমে যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপ ওলন্দাজদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে। ইহার পর, ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষের মধ্যে চুঁচুড়ায় আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে। অল্প দিনের মধ্যে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ইহাদের বিরোধ ঘটিয়া উঠে। এই বিরোধের পরিণামে ওলন্দাজেরাই জয়ী হয়। ক্রমে পর্ত্তুগীজেরা অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহাদের বাণিজ্য-লক্ষ্মী ওলন্দাজদিগকে সমৃদ্ধিপন্ন করিয়া তুলে। চুঁচুড়া বহুকাল ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ছিল। পরিশেষে ১৮২৪ অব্দে ইংরেজেরা উহা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে।

দিনেমারদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—পর্ত্তুগীজদিগের কিছু পরেই, দিনেমারগণ বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আইসে। কিন্তু তাহারা এবিষয়ে বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল শ্রীরামপুর তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৮৪৫ অব্দে এই স্থান ইঙ্গরেজেরা কিনিয়া লয়।

ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষে আগমন, ১৪৯৬-১৫৯৬।—ইঙ্গরেজ সর্ব্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করে। সপ্তম হেন্‌রী যখন ইঙ্গলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন জন ক্যাবট্ আপনার তিনটী পুত্রের সহিত এই উদ্দেশে যাত্রা করেন (১৪৯৬)। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৫৫৩ অব্দে স্যর হিউ উইলবী এ বিষয়ে যত্নশীল হন। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার পর ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা হয়। ১৫৭৭ অব্দে বিখ্যাত নাবিক স্যর ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ পৃথিবী পরিবেষ্টন করেন। স্বদেশে যাইবার সময় তিনি মলক্কস্ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত টার্ণেট দ্বীপে পদার্পণ করেন। মধ্যকালীন ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে প্রথমে তমাস্ ষ্টিফেন্স ১৫৭৯ অব্দে ভারতবর্ষে আইসেন। ইহার পর ১৫৮৩ অব্দে রাল্‌ফ ফীচ, জেমস্ নিউবেরী এবং লীডস্ নামে তিন জন ইঙ্গরেজ বণিক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। পর্ত্তুগীজেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কায় গোয়া নগরে ইহাঁদিগকে কারাবদ্ধ করে। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিউবেরী গোয়া নগরে দোকানদার হন, লীডস্ মোগল সম্রাটের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন, এবং ফীচ বাঙ্গালা, সিংহল, পেগু, মলক্কা প্রভৃতি ভূখণ্ডে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে সমাগত হন।

ইঙ্গরেজদিগের প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দলাভ, ১৫৯৯।—ইহার পর ভারতবর্ষের বাণিজ্যে পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের সৌভাগ্যের অভ্যুদয় দেখিয়া ইঙ্গরেজেরাও এ দেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠে। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডের শাসন-দণ্ড মহারাণী এলিজাবেথের হস্তে

ছিল। লণ্ডননগরের কতিপয় বণিক তাঁহার নিকট এতদ্দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য আবেদন করেন। এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। মহারাণী এলিজাবেথ বণিক্ সম্প্রদায়কে পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দ দেন। এই সনন্দে অবধারিত হয়, "আবেদনকারী বণিক্-সম্প্রদায় এ প্রদেশে আসিয়া পনর বৎসর কাল অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ইহাদের অসম্মতিতে ইঙ্গ্লণ্ডের অপর কোন বণিক্ এদেশে বাণিজ্য করিতে পারিবে না।" এই বণিকেরা খ্রীঃ ১৫৯৯ অব্দের ৩১এ ডিসেম্বর এই অভীষ্ট সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, এবং এই সময়ে বীর-রমণী চাঁদ সুলতান অহম্মদ নগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।—সনন্দপ্রাপ্ত বণিক্-সম্প্রদায় "লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে আখ্যাত হয়। একটী সভা এই কোম্পানীর কার্য্যের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করেন। সভাতে চব্বিশ জন মেম্বর ও একজন সভাপতি ছিলেন। এই সভা "ডিরেক্টর সভা" নামে পরিচিত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখন এই সকল স্থানে ওলন্দাজদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল। এজন্য তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন। জাঁহাগীর বাদশাহ ইংরেজদিগকে সুরটে একটী কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি দেন (১৬১৩)। তদনুসারে সুরট ইংরেজদিগের একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে। ইহার দুই বৎসর পরে

ইংরেজ দূত স্যর তমাস রো দিল্লীর দরবারে আসিয়া সম্রাট্ জাঁহাগীরের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হন। এই রূপে ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে আপনাদের অধিকারের ভিত্তি স্থাপন করিল। মুসলমান বিজেতারা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দুর্গম গিরিবর্ত্ম সকল অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিজেতারা সমুদ্রপথে দক্ষিণ দিক হইতে ভারতে উপস্থিত হইল।

কোম্পানীর প্রধান প্রধান বাণিজ্য-স্থান।—ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে থাকে, ক্রমে স্মরট ব্যতীত ভারতবর্ষের আরও অনেকগুলি স্থান তাঁহাদের হস্তগত হয়। মোগল সম্রাট্ জাঁহাগীরের অনুমতি ক্রমে ইঙ্গরেজেরা বালেশ্বরের নিকটে পিপ্লী নামক স্থানে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। পরে মান্দ্রাজ তাহাদের হস্তগত হয়। এই স্থানে তাহারা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয় (১৬৩৯)। ইহার পর, মান্দ্রাজের কিছু দূরে, আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট্ ডেবিড। খ্রীঃ ১৫৬৫ অব্দে বিজয় নগরের ধ্বংস হইলে তত্রত্য রাজারা কর্ণাটের অন্তঃপাতী চন্দ্রগিরিতে আসিয়া বাস করেন। ইঙ্গরেজেরা এই বংশের রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজ ক্রয় করিয়াছিলেন।

সম্রাট শাহজহাঁর রাজত্ব-সময়ে বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের একটী দুহিতা সাতিশয় পীড়িত হইলে, তাঁহার পীড়াশান্তির জন্য বৌটন নামে একজন ইঙ্গরেজ চিকিৎসক নিয়োজিত হন। চিকিৎসকের

চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সম্রাট-দুহিতা আরোগ্যলাভ করে। শাহ্‌জঁহা এই উপযুক্ত চিকিৎসককে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিতে চাহিলে, বৌটন নিজে কোন পারিতোষিক না লইয়া, স্বদেশের বণিক্-সম্প্রদায়ের উপকারার্থ তাহাদিগকে বাঙ্গালাদেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিতে অধিকার দিবার প্রার্থনা করেন। বৌটনের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। ইঙ্গরেজ কোম্পানী বাঙ্গালা দেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সূত্রে পাটনা, কাশীমবাজার, হুগলী প্রভৃতি স্থানে তাহাদের এক একটী কুঠী স্থাপিত হয়।

ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই নগর প্রাপ্ত হন। বোম্বাই ইতিপূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত ছিল। দ্বিতীয় চার্লস্ উহা পাইয়া ছয় বৎসর কাল আপনার তত্ত্বাবধানে রাখেন, কিন্তু শেষে বিশেষ লাভ বোধ না হওয়াতে, তিনি উহা ১৬৮৬ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করেন। অতঃপর বোম্বাই কোম্পানীর একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান হয়। ইহার ২০ বৎসর পরে ইঙ্গরেজেরা কলিকাতায় প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে জব চার্ণক তাহাদের অধিনায়ক ছিলেন। কথিত আছে, চার্ণক সহমরণ-সময়ে একটী বিধবা অবলাকে জ্বলন্ত চিতা হইতে রক্ষা করেন। শেষে অবলা আপনার জীবনদাতার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই চার্ণকের নামানুসারে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুর চাণক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, সম্রাট আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে সুতা-নুটি, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা, এই তিন খানি গ্রামের স্বত্ব

ক্রীত হইলে, ইঙ্গরেজেরা ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কোম্পানীর তদানীন্তন প্রধান এজেণ্ট স্যার চার্লস আয়ার ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে এই দুর্গের নাম "ফোর্ট উইলিয়ম্" রাখেন। এইরূপে কলিকাতা বাঙ্গালার মধ্যে কোম্পানীর একটি প্রধান উপনিবেশ-স্থান হয়। ১৬১৩ অব্দে ইঙ্গরেজেরা সুরটে কুঠী স্থাপন করে, এবং ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ স্থাপিত হয়, সুতরাং কিঞ্চিৎ অধিক আশী বৎসরের মধ্যে ভারত-বর্ষের পশ্চিম উপকূলে সুরাট ও বোম্বাই, পূর্ব্ব উপকূলে মান্দ্রাজ, বাঙ্গালায় কলিকাতা, হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি নগর, কোম্পানীর প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিন স্থান প্রধান ছিল। এই তিন স্থানে এক এক জন অধিনায়ক ছিলেন। ইহাঁরা প্রেসিডেণ্ট নামে অভিহিত হইতেন। প্রেসিডেণ্টের অধীনে থাকাতে উক্ত তিন স্থান প্রেসিডেন্সী নামে কথিত হইত। ইঙ্গরেজেরা এই সময়ে আপনাদের অধীনস্থ প্রজাদিগের গোল-যোগের মীমাংসা করিয়া দিতেন। ইঙ্গরেজ অপরাধীদিগের বিচারের নিমিত্ত "মেয়র্স কোর্ট" নামে একটী বিচারালয় ছিল। ইঙ্গরেজদিগের অপরাপর বাণিজ্য-স্থানগুলি, এই তিন প্রেসি-ডেন্সীর মধ্যে কোন একটীর অন্তর্গত থাকিয়া তত্রত্য প্রেসি-ডেণ্টের মতানুসারে পরিচালিত হইত। এইরূপে ইঙ্গরেজ-অধিকারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এইরূপে ইঙ্গরেজগণ ভারতে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইঙ্গরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।—লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী প্রায় এক শত বৎসর কাল মহারাণী এলিজাবেথের প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। ইংলণ্ডের পরবর্ত্তী রাজা প্রথম জেমস্ ও দ্বিতীয় চার্লস্ তাঁহাদের এই ক্ষমতার কোন রূপ অঙ্গ-হানি করেন নাই। তৃতীয় উইলিয়ম এবং মেরীও তাঁহাদের সনন্দের কোন রূপ পরিবর্ত্তন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতের বাণিজ্য কেবল এই বণিক-সম্প্রদায়ের হস্তে না রাখিয়া, অপর এক দল বণিককে তদনুরূপ ক্ষমতা দিয়া, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। যে বৎসর কোম্পানী সুতানুটী গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমিদারী ক্রয় করেন, সেই বৎসর "ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামে এই অভিনব কোম্পানী সংগঠিত হয়। কিন্তু এই কোম্পানী প্রথম কোম্পানীর ন্যায় লাভবান্ হইতে পারেন নাই। কিছুকাল উভয় কোম্পানীতে বিবাদ চলে: ইহাতে উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। স্যর উইলিয়ম নরিস্ নামে এক জন ইংরেজ দূত এই অভিনব কোম্পানীর বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন অভিপ্রায়ে দিল্লীর বাদশাহের নিকট গমন করেন। কিন্তু তিনি অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সম্মিলিত কোম্পানী।—উভয় কোম্পানীতে এইরূপ বিবাদ ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি স্বীকারের পর, ১৭৫২ অব্দে উভয় কোম্পানী পরস্পর সম্মিলিত হয়, এবং "লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামের পরিবর্ত্তে ইহারা "সম্মিলিত কোম্পানী" নাম পরিগ্রহ করিয়া, ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

ফরাসীদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—ইঙ্গরেজদিগের পর ফরাসীরা জাগিয়া উঠে। ইহারা ১৬০৪ অব্দে এদেশে

বাণিজ্য করিতে আসিয়া, প্রথমে ভারত মহাসাগরস্থিত মরিসস্ ও বোর্‌বোঁ দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। পরে ভারতবর্ষের মধ্যে ১৬৬৪ অব্দে সুরটে, ১৬৭৪ অব্দে পঁদিচেরীতে এবং ১৬৮৮ অব্দে চন্দননগরে কুঠী স্থাপন করে। ইহার মধ্যে পঁদিচেরীই সর্ব্ব-প্রধান স্থান ছিল। ফরাসীদিগের সমুদয় কুঠী এই পঁদিচেরীর শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিত। ফরাসীরা এইরূপে নানা স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেও বাণিজ্য-বিষয়ে ওলন্দাজ বা ইঙ্গরেজদিগের ন্যায় সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ণাটের যুদ্ধ।

যে সকল ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসে, তৎসমুদয়ের মধ্যে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীরা অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়াছিল। ইহারা স্বপ্রধান হইয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই উভয় জাতিই আপনাদিগকে বলীয়ান্ বিবেচনা করিত, এবং আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য অপরকে নানা প্রকার বাধা দিতে চেষ্টা পাইত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব বা প্রীতি ছিল না। আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা উভয়কেই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল। উভয়ই উভয়ের অভ্যুদয় বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিত, এবং উভয়ই উভয়ের বাণিজ্য-স্থান নষ্ট করা, বা ক্ষমতার বাধা দেওয়া,

আপনাদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করিত। যে সময়ে ভারতবর্ষে এই বিদেশী বণিক্-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়, সে সময়ে মোগল সম্রাট্ আকবরের ন্যায় কোন একজন ক্ষমতাশালী ভূপতির হস্তে ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড ছিল না। তখন দেশ এক প্রকার অরাজক হইয়াছিল, যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই আপনার স্বাধীনতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অরাজক সময়ে বিদেশের দুই দল ক্ষমতাশালী বণিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষের অবস্থাও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল।

কর্ণাটের যুদ্ধ ১৭৪৪-১৭৬০।—ঘটনাক্রমে ১৭৪৪ অব্দে ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে ভারতবর্ষ-প্রবাসী ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যেও বিবাদ ঘটে। কর্ণাট প্রদেশে, পঁদিচেরীতে ফরাসীরা এবং মান্দ্রাজে ইঙ্গরেজেরা প্রবল ছিল। সুতরাং এই দুই স্থানে উভয় দলের মধ্যে সংগ্রাম সমুপস্থিত হয়। একে একে তিনটী যুদ্ধ ঘটে। কর্ণাটের এই তিন যুদ্ধ ভারবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সময়ে সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ইঙ্গরেজদিগের ৩০০ মাত্র সৈন্য ছিল। কিন্তু ফরাসীরা পঁদিচেরীতে একজন বিচক্ষণ সেনাপতির অধীনে ইহা অপেক্ষা বহুসংখ্য সৈন্য রক্ষা করিতেছিল।

ল্যাবোর্দ্দনে।—এই বিচক্ষণ ফরাসী সেনাপতির নাম লাবোর্দ্দনে। ১৬৯৯ অব্দে সেণ্ট মালো নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রা করেন। ইহার পর আরও তিন বার জাহাজের কাপ্তেন

হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। শেষ বার ইনি ভারতবর্ষে থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পঁদিচেরীতে আসিয়া বাস করেন। এই খানে ইনি স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ইঁহার একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে ইনি পঁদিচেরী-প্রবাসী ফরাসীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইয়া উঠেন। ১৭৩৩ অব্দে লাবোর্দ্দনে স্বদেশে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পরে, বোরবোঁ দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হন। ১৭৪০ অব্দে লাবোর্দ্দনের শাসন-কাল শেষ হয়। পরে ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসীরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে লাবোর্দ্দনে ফরাসীদিগের সেনাপতি হইয়া ভারতবর্ষে সমাগত হন।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ।—১৭৪৬ অব্দে লাবোর্দ্দনে ২,০০০ শিক্ষিত সৈন্য লইয়া জাহাজে পঁদিচেরী হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। এই সময়ে মান্দ্রাজ রক্ষাকারীদিগের সংখ্যা তিন শতের অধিক ছিল না।

লাবোর্দ্দনে কর্ত্তৃক মান্দ্রাজ অধিকার।—পাঁচ দিন গোলাবর্ষণের পর, ১৭৪৬অব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজ অধিকৃত হইল। কিন্তু সদাশয় ফরাসী সেনাপতি, ইঙ্গরেজ বণিকদিগের প্রতি যথোচিত উদারতা দেখাইলেন। তাঁহার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহারে মান্দ্রাজের ইঙ্গরেজেরা বন্দী হইল না। লাবোর্দ্দনের এই সদাচরণে তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বী—পঁদিচেরীর শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে।

ডুপ্লে।—জোসেফ্ ফ্রান্সিস্ ডুপ্লে একজন ফরাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৬৯৫অব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ডুপ্লে কুড়ি বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আইসেন। ১৭২০ অব্দে ইনি পঁদিচেরীর

শাসন-সমিতির একজন মেম্বর হন। ১৭৩০ অব্দে চন্দননগরের শাসন-ভার ইঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। বার বৎসর কাল এই কার্য্যে থাকিয়া, ইনি ১৭৪২ অব্দে পঁদিচেরীর শাসনকর্ত্তা হন। ডুপ্লে লাবোর্দ্দনকে আপনার একজন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিতেন, এবং যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতেন।

ডুপ্লে, লাবোর্দ্দনের অনভিমতে ইঙ্গরেজদিগের ধনাগার বি লুণ্ঠিত করিলেন। এ দিকে প্রবল ঝড়ে লাবোর্দ্দনের জাহা বিনষ্ট হইল। কঠোরপ্রকৃতি ডুপ্লে এ সময়ে তাঁহাকে কোনরূ সাহায্য করিলেন না। সাহসী সেনাপতি ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইলেন। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের আক্রমণকারীর সদাশয়তায় এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসৌজন্য দেখাইল না। তেজস্বী ফরাসী সেনাপতি অবিলম্বে বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত হইলেন। ইহার পর, ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী-দিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হওয়াতে কর্ণাট প্রদেশেও উভয় পক্ষের গোলযোগ শেষ হইয়া গেল। মান্দ্রাজ ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পিত হইল (১৭৪৭)।

(লাবোর্দ্দনে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু এইখানে অপমান ও অধোগতি ভিন্ন তাঁহার অদৃষ্টে আর কিছুই ফলিল না। ইঙ্গরেজেরা বিশেষ রূপে অপদস্থ না হওয়াতে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষেরা আপনাদের উদারতা বিস্মৃত হইয়া লাবোর্দ্দনেকে কারারুদ্ধ করিলেন। শেষে এই কারাগৃহেই উদার-প্রকৃতি সেনাপতির প্রাণবায়ুর অবসান হইল ১৭৪৯।)

দক্ষিণাপথের রাজ্যাধিকারিগণের অবস্থা।—যখন

ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের প্রথম যুদ্ধ ঘটে, তখন হয়দরাবাদের নিজামবংশের আদিপুরুষ বিখ্যাত নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ আজফজা দক্ষিণাপথের সুবাদার ছিলেন। আর্কটের (নামান্তর আর্কাড়ু) নবাবী আনোয়ার উদ্দীনের হস্তে ছিল। আনোয়ার প্রথমে আর্কটের অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাব বংশধর দোস্ত আলীর অভিভাবক হন। শেষে দোস্ত আলীর মৃত্যু হইলে ১৭৪০ অব্দে সুবাদারের সাহায্যে আর্কটের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চাঁদ সাহেব ত্রিচিনপল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু ১৭৪১ অব্দে ইনি মরহাট্টাদিগ কর্ত্তৃক তাড়িত হন এবং পঁদিচেরীতে আসিয়া বাস করেন। চাঁদসাহেব দোস্ত আলীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

যখন ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, তখন ১০৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ নিজাম উল্‌মুল্‌ক্ আজফজার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্র ও এক দৌহিত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র নাজীর জঙ্গ পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আজফজা আপনার দৌহিত্র মজফর জঙ্গ্‌কে বড় ভাল বাসিতেন। এ জন্য মজফরের আশা ছিল যে, তিনিই দক্ষিণাপথের সুবাদারী পাইবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে নাজীর জঙ্গ সুবাদার হওয়াতে তাঁহার মনে নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হয়। এ দিকে আর্কটের সিংহাসন আনোয়ারউদ্দীনের হস্তগত হওয়াতে দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদ সাহেব আনোয়ারের বিপক্ষ হইয়া উঠেন। সুতরাং যখন দক্ষিণাপথে ফরাসীরা প্রবল ছিল, তখন নাজীর জঙ্গের সহিত মজফর জঙ্গের এবং আনোয়ারউদ্দীনের সহিত চাঁদ সাহেবের শত্রুতা জন্মে এবং মজফর ও চাঁদ উভয়েই

অকৃতকার্য্য হওয়াতে পরস্পর সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্তির সুবিধা দেখিতে প্রবৃত্ত হন।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৪৯।—এই সময়ে ডুপ্লে পঁদিচেরীতে সাতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার যেমন সৈন্যবল, তেমনি দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ভারতবর্ষের রাজগণের সহযোগে এতদ্দেশে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ দেখিতেছিলেন। এই সুযোগ উপস্থিত হইল। মজফর জঙ্গ ও চাঁদ সাহেব একত্র হইয়া কৃতার্থতা লাভের আশায় ডুপ্লের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডুপ্লে সম্মত হইলেন। এদিকে নাজীর জঙ্গ ও আনোয়ার উদ্দীন ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ১৭৪৯ অব্দে দক্ষিণাপথে এই দুইটী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান দল হইল—

এক পক্ষে	অপর পক্ষে
নাজীর জঙ্গ (নিজাম)	মজফর জঙ্গ।
আনোয়ার উদ্দীন (আর্কটের নবাব)	চাঁদ সাহেব।
ইঙ্গরেজগণ	ফরাসীগণ।

কর্ণাটের রাজধানী আর্কটের অনতিদূরে আম্বুর নামক গ্রামে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ১০৭ বৎসরবয়স্ক আনোয়ার উদ্দীন পরাজিত ও নিহত হইলেন। তদীয় পুত্র মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিলেন। সুতরাং মজফর জঙ্গ ও চাঁদ সাহেবের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। চাঁদ কর্ণাটের নবাব হইলেন। মজফর আপনাকে দক্ষিণাপথের সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নাজীর জঙ্গ সহজে অবনত-মস্তক হইলেন না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কর্ণাটে সমাগত হইলেন। এই সময়ে

ফরাসী-সেনার অধিনায়কেরা বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহারা নাজীর জঙ্গকে বাধা না দিয়া, আপনারা মহাগোলযোগ আরম্ভ করিল। মজফরের সৈন্যগণ ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া চারি দিকে পলাইতে লাগিল। মজফর স্বয়ং কারারুদ্ধ হইলেন। চাঁদসাহেব পঁদিচেরীতে পলায়ন করিলেন। ইহাতেও গোলযোগের অবসান হইল না। ডুপ্লে গোপনে নাজীর জঙ্গের হত্যার জন্য তদীয় দরবারের কতিপয় পাঠান সামন্তের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পাঠানেরা ডুপ্লের কুমন্ত্রণায় নাজীরকে বধ করিল। কারারুদ্ধ মজফর জঙ্গ বিমুক্তি লাভ করিলেন।

এইরূপে মজফরের অদৃষ্ট আবার প্রসন্ন হইল। এইরূপে মজফর দক্ষিণাপথের সুবাদারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ডুপ্লে মহোল্লাসে তাঁহাকে পঁদিচেরীতে আহ্বান করিলেন। মজফর সমাগত হইলে ডুপ্লে স্বয়ং বহুমূল্য মুসলমানী পরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে দক্ষিণাপথের সুবাদারী সমর্পণ করিলেন। এ দিকে চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাবী পদ পাইলেন। ডুপ্লে কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদে অধিরূঢ় হইলেন। ইহাতে ডুপ্লের গৌরব ও সম্মানের অবধি রহিল না। সকল স্থানে তাঁহার প্রাধান্য এবং ফরাসীদিগের বাহুবলের মহিমা ঘোষিত হইতে লাগিল।

ফরাসীরা এইরূপে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিল বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইল না। ডুপ্লে যে মজফর জঙ্গকে নিজামী পদ দিবার জন্য এত করিলেন, শীঘ্র তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। মজফর যখন ১৭৫১ অব্দের ৪ঠা জানুয়ারি

মহা আড়ম্বরে হয়দরাবাদে যাইতেছিলেন, তখন যে পাঠানেরা নাজীরজঙ্গকে হত্যা করিয়াছিল, তাহারাই মজফরের প্রাণ সংহার করিল। এই সময়ে বুসী নামক একজন বিচক্ষণ ফরাসী-সেনাপতি নিজামের শিবিরে ছিলেন। তিনি মজফরের মাতুল ও নাজীরের কনিষ্ঠ সহোদর সলাবৎজঙ্গকে নিজামী পদ দিলেন।

এই সময়ে ডুপ্লের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া, রঙ্গস্থলে আর এক মহাবীর আবির্ভূত হইলেন। ইনি ডুপ্লের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও সাহসে, পরাক্রমে ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতায়, তাঁহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এই মহাবীরের আবির্ভাবে ফরাসীদিগের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয়, যাহারা এক সময়ে ভারতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ক্রমে উৎসাহ-শূন্য হইয়া ব্রিটীশ ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করে। এই মহাবীর ইংলণ্ডের একটী ক্ষুদ্র নগরে জন্মিয়া, অতি দীনভাবে সংসারে প্রবেশ করেন, শেষে আপনার ক্ষমতায় ও শৌর্য্যকারিতায় ভারতে ব্রিটীশ আধিপত্য বদ্ধমূল করিয়া যান। ইঁহার নাম রবার্ট ক্লাইব।

ক্লাইব।—ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী স্রপ্‌সায়ার প্রদেশে ১৭২৫ অব্দে রবার্ট ক্লাইবের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রিচার্ড ক্লাইব। রিচার্ড ক্লাইব ওকালতী করিতেন। রবার্ট ক্লাইব বাল্যকালে সাতিশয় দুঃশীল ও লেখা পড়ায় অনাবিষ্ট ছিলেন। যে সাহসের জন্য তিনি আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, বাল্যকালেই তাহা পরিস্ফুট হয়। রবার্ট ক্লাইব ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিতেন, দুষ্ট বালকদিগকে একত্র করিয়া, দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে খাবার

জিনিস ও পয়সা আদায় করিয়া লইতেন এবং সর্ব্বদা নানা স্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইতেন। পিতা দুর্ব্বিনীত পুত্রকে সুশীল করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। রবার্ট এক বিদ্যালয় হইতে আর এক বিদ্যালয়ে গেলেন, এক শিক্ষকের নিকট হইতে আর এক শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ বা শিক্ষার উন্নতি হইল না। এক শিক্ষক এই অনাবিষ্ট বালকের প্রকৃতি দেখিয়া, একদা বলিয়াছিলেন, এক সময়ে এই বালক পৃথিবীর মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইবে। শিক্ষকের এই ভবিষ্যদ্বাণী কালে ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইবের পিতা নিরাশ হইলেন। পুত্র যে, ভাল হইবে, ইহা তাঁহার ধারণায় আসিল না। সুতরাং তিনি ক্লাইবকে নিকটে না রাখিয়া কোন স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণীগিরি পাওয়া গেল। রবার্ট ক্লাইব আঠার বৎসর বয়সে এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া সৌভাগ্যশালী হইতে অথবা দীনভাবে দেহ ত্যাগ করিতে মান্দ্রাজে যাত্রা করিলেন।

মান্দ্রাজে আসিয়া ক্লাইব বড় কষ্টে পড়িলেন। সঙ্গে যে কয়েকটী টাকা ছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল। বেতন নিতান্ত অল্প হওয়াতে তিনি আপনার অভাব পূরণ করিতে অসমর্থ হইলেন। ক্লাইব নিরুপায় হইয়া দশ দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তার একটী পুস্তকালয় ছিল। ক্লাইব অনুমতি লইয়া, এইখানে ভাল ভাল পুস্তক সকল পড়িতে লাগিলেন। বাল্যে তিনি পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন, যৌবনে তিনি সংযতচিত্তে শাস্ত্রানুশীলনে নিবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি গ্রন্থপাঠ, কি

বিদেশের জলবায়ু, কি দুঃখদারিদ্র্য কিছুতেই তাঁহার প্রকৃতির ঔদ্ধত্য তিরোহিত হইল না। তিনি স্বদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, মান্দ্রাজের সতীর্থগণের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে কয়েক বার তাঁহার কর্ম্ম যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ক্লাইব দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুইবারই পিস্তলের সন্ধান ব্যর্থ হয়। ইহাতে তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য্য সংসাধনের জন্য জীবিত রহিয়াছেন

এই সময়ে একটী বিশেষ ঘটনায় এই দুঃশীল যুবকের অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়। ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ক্লাইব কেরাণীগিরি ছাড়িয়া একুশ বৎসর বয়সে সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে তাঁহার বিশেষ বিক্রম ও সাহস পরিস্ফুট হয়। প্রধান সেনাপতি মেজর লরেন্স তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি করেন। ক্লাইব অতঃপর এই সৈনিক-কার্য্যেই জীবিতকাল অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন।

যখন কর্ণাট প্রদেশে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ডুপ্লের অসীম ক্ষমতা; কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি ও প্রতাপ ছাইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণাপথের প্রধান প্রধান রাজগণ তাঁহার নিকট অবনত-মস্তক হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজে ইঙ্গরেজদিগের এক জনও সেনাপতি ছিলেন না। মেজর লরেন্স ইঙ্গলণ্ডে গিয়াছিলেন। আর কোন ব্যক্তি ইংরেজ-সৈন্য পরিচালনে সমর্থ ছিলেন না। যে জাতি সাহসে ও ক্ষমতায় অতঃপর ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিবে, ভারতবর্ষীয়েরা তখন তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহারা এক

সময়ে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গে ফরাসী-পতাকা উড়িতে দেখিয়াছিল, ইঙ্গরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষদিগকে বন্দীভাবে পঁদিচেরীর রাজ-পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছিল, ডুপ্লেকে সকল স্থানে বিজয়-লক্ষ্মী অধিকার করিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং তখন আপনাদের ভবিষ্য শাসন-কর্তাদের ক্ষমতার উপর তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। এই সময়ে একজন অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত যুবকের সাহসে ও ক্ষমতায় ঘটনাস্রোত অন্য দিকে ধাবিত হইল।

ক্লাইব ইঙ্গরেজ-কর্তৃপক্ষকে চাঁদসাহেবের রাজধানী আর্কট (বা আর্কাড়ু) নগর আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিলেন। মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। চাঁদসাহেব ফরাসীদিগের সাহায্যে এই স্থান আক্রমণ করেন। এখন আর্কট আক্রমণ করিলে চাঁদকে বাধ্য হইয়া, ত্রিচিনপল্লী ছাড়িয়া আসিতে হইবে, এবং তন্নিবন্ধন মহম্মদ আলী নিরাপদ হইবেন, ক্লাইব ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্লাইবের পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহাকেই সেনাপতি করিয়া আর্কট আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব কয়েক শত গোরা ও সিপাহি সৈন্য লইয়া আর্কট অধিকার করিলেন। চাঁদ সাহেব এই সংবাদ পাইবাই, বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত আপনার পুত্র রাজা সাহেবকে রাজধানী রক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব নগরের দুর্গে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধীনে ১২৮ জন গোরা ও ২০০ মাত্র সিপাহি ছিল। দুর্গটি জীর্ণ, খাদ্য সামগ্রীও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। এ দিকে বিপক্ষের অধীনে দশ

হাজার শিক্ষিত সৈন্য ছিল। পঁচিশ বৎসববয়স্ক কেরাণী যুবক এই অবস্থায় আত্মবক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিপক্ষেবা পঞ্চাশ দিন ব্যাপিয়া দুর্গ অববোধ কবিয়া থাকিল; পঞ্চাশ দিন ব্যাপিযা সাহসী যুবক ইউবোপেব বণ-পণ্ডিত সেনা-পতিদিগেব ন্যায অতুল পবাক্রমেব সহিত আত্মবক্ষা কবিতে লাগিলেন। অবশেষে আক্রমণকাবীবা নিবস্ত হইল। তাহারা আর্কট হস্তগত কবিতে না পাবিযা, ত্রিচিনপল্লীতে যাইযা আপনাদেব বল প্রকাশ কবিতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদেব মনোবথ সিদ্ধ হইল না। ইঙ্গলণ্ড হইতে প্রত্যাগত লবেন্স ক্লাইবের সঙ্গে ত্রিচিনপল্লীতে আসিযা উপস্থিত হওয়াতে বিপক্ষেবা পরাজয স্বীকাব কবিল। চাঁদ সাহেব নিরুপায হইয়া মবহাট্টা-দিগেব আশ্রয লইলেন। কিন্তু মবহাট্টাবা মহম্মদ আলীব পবামর্শে তাঁহাকে হত্যা কবিল। মহম্মদ আলী নির্ব্বিঘ্নে আর্কটের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন (১৭৫২)।

ডুপ্লেকে এই সকল গোলযোগেব মূল বিবেচনা কবিযা ফবাসী কর্ত্তৃপক্ষ ১৭৫৪ অব্দে তাঁহাকে পাবীসনগবে আসিতে আদেশ কবিলেন। এই সময হইতে ডুপ্লেব গৌবব ও সৌভাগ্য চির দিনেব জন্য অন্তর্হিত হইল। গডিহু সাহেব ডুপ্লেব পদ পাই-লেন। তিনি মহম্মদ আলীকে আর্কটেব নবাব বলিযা স্বীকার করিযা, মান্দ্রাজেব শাসন-কর্ত্তা সাণ্ডার্স সাহেবেব সহিত সন্ধি স্থাপন কবিলেন (১৭৫৪)।

সিপাহি সৈন্যের উৎপত্তি।—কর্ণাটেব যুদ্ধেব সময় ইঙ্গবেজ কোম্পানীব সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়। সুদূর-বিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশই সিপাহি সৈন্যের উৎপত্তি,

স্থিতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র। দক্ষিণাপথের অনার্য্যেরা এবং উচ্চ-শ্রেণীর রাজপুত ও মুসলমানগণ এই সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করে। ইঙ্গরেজ সেনাপতির নিকট ইঙ্গরেজী প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়া, ইহারা গৌরবে সমুন্নত হয়, এবং গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনে সুযোগ্য হইয়া উঠে। ইহারা আর্কট রক্ষণে কিরূপ সাহস দেখাইয়াছিল, ত্রিচিনপল্লীতে কিরূপ সুকৌশলে ফরাসী সৈন্যের সহিত সঙ্গিনে সঙ্গিনে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ আহ্লাদের সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাদের যেমন সাহস ও ক্ষমতা, তেমনি অটল প্রভুভক্তি। আর্কট নগর রক্ষার সময়ে ইঙ্গরেজ সৈন্যের যৎসামান্য তণ্ডুল ব্যতীত আর কিছুই খাদ্য সামগ্রী ছিল না। সিপাহিরা এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে আপনাদের জন্য কেবল ভাতের ফেণ মাত্র রাখিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে সমুদয় অন্ন আহার করিতে দেয়। ইতিহাসে সৈনিক পুরুষদিগের বিশ্বস্ততার ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৫৬।—দুই বৎসর পরে ইউরোপে আবার ইঙ্গরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ক্লাইব অসুস্থতা প্রযুক্ত স্বদেশে গিয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিল দেখিয়া, বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইবের উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই অন্ধকূপহত্যার ভয়ঙ্কর সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিল। ক্লাইব অবিলম্বে সিপাহি সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে দক্ষিণাপথে ফরাসীরা ইঙ্গরেজদের প্রতিবাদী হইয়া উঠিল। ফ্রান্স

হইতে লালী নামে একজন সেনাপতি ফরাসীদিগের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন।

লালী।—আয়ার্লণ্ডে লালীর জন্ম হয়। কালক্রমে ইনি ফ্রান্সে আসিয়া ফরাসীদিগের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। যুদ্ধে ইহার বিক্রম প্রকাশ হওয়াতে ইনি এক দল সৈন্যের অধিনায়ক হন। ইহার পর কর্তৃপক্ষ ১৬৫৮ অব্দে ইঁহাকে ফরাসীদিগের অধিনায়ক করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। লালী সাতিশয় উদ্ধত-প্রকৃতি ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।

বুসী এপর্য্যন্ত নিজামের রাজধানীতেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিজাম সলাবৎ জঙ্গ বুসীর পরামর্শ অনুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং বুসীর ক্ষমতায় হয়দরাবাদে ফরাসী-দিগের প্রাধান্য বদ্ধমূল ছিল। লালী পঁদিচেরীতে আসিয়াই, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, বুসীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। লালীর আদেশে বুসীকে হয়দরাবাদ পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সঙ্গে তথায় ফরাসীদিগের যে প্রাধান্য ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লালী কর্তৃক মান্দ্রাজ আক্রমণ, ১৭৫৮।—বুসী আসিতে না আসিতেই, লালী ফোর্ট সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ১৭৫৮ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বিশেষ দক্ষতার সহিত নগর রক্ষা করিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁহাদের কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ মান্দ্রাজে আসিয়া পঁহুছিল। ইহাতে লালী ভীত হইয়া, ৫০টী কামান ফেলিয়া পলায়ন করিলেন।

বন্দিবাসের যুদ্ধ, ১৭৬০।—ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ-জাহাজে সেনাপতি কর্ণেল কূট (ইনি পরে সার আয়ার কূট নামে প্রসিদ্ধ হন) আসিয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বিঘ্নে মান্দ্রাজে নামিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। বন্দিবাস নামক স্থানে তাঁহার সহিত লালীর ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পঁদিচেরীতে পলায়ন করিলেন। বুসী ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইলেন।

পঁদিচেরী অধিকার, ১৭৬১।—কর্ণেল কূট ইহার পর পঁদিচেরী আক্রমণ ও তত্রত্য দুর্গ ভূমিসাৎ করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে পার্ব্বত্য দুর্গ জিঞ্জিও অধিকৃত হইল। লালী নিরুপায় হইয়া পরাজয় স্বীকার করিলেন।

এইরূপে ফরাসীদিগের প্রাধান্য চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যাহারা এক সময়ে দক্ষিণাপথে প্রতাপশালী হইয়া, সমস্ত ভারতবর্ষে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহারা একবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৭৬৩ অব্দে উভয় পক্ষে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফরাসীরা পঁদিচেরী প্রভৃতি আপনাদের অধিকৃত স্থানগুলি ফিরিয়া পায়। ইহাতেও তাহারা আর প্রবল হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ কর্ণাটের এই তৃতীয় যুদ্ধের পর হইতেই ভারতবর্ষে তাহারা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভারতবর্ষস্থিত অধিকারের অধ্যক্ষদিগকে সদয়ভাবে দেখিলেন না। ডুপ্লে দুঃসহ মনোবেদনা পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এইখানে নিদারুণ দুঃখে সাতিশয় দীনভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল (১৭৬৪)। লালী হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে

কারাগারে পাঠাইলেন। ইহার পর বিস্তর নিগ্রহ সহ্য করিয়া, তিনি জল্লাদের কুঠারাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। আর বুসী? যিনি হয়দরাবাদে ফরাসীদিগের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার আর কোনরূপ উন্নতি হইল না। বুসী দীর্ঘ কাল ভারতবর্ষেই থাকিলেন। ইহার পর যখন তাঁহার নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালার ঘটনা।

(১৭০৭—১৭৭২)

বাঙ্গালার নবাবগণ, ১৭০৭-১৭৫৬।—মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের রাজকীয় কার্য্যভার এক জন সুবাদার বা শাসনকর্ত্তার হস্তে থাকিত। এই শাসনকর্ত্তার উপাধি "নবাব নাজিম" ছিল। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকায় ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ কাশীমবাজারের নিকটে ভাগীরথীর তটে রাজধানী স্থাপন করিয়া, নিজের নাম অনুসারে উহার নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। এই অবধি মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হয়। এই সময়ে ইঙ্গরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা কাশীমবাজার,

ঢাকা, মালদহ এবং পাটনায় ব্যবসায় করিত। কলিকাতা ইঙ্গরেজদিগের, চন্দননগর ফরাসীদিগের এবং চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে হ্যামিল্টন নামক এক জন ইঙ্গরেজ ডক্তর দিল্লীর সম্রাট ফর্‌রোখ-সয়েরর পীড়াশান্তি করাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া, ইঙ্গরেজ বণিকদিগকে তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দেন। এই সনন্দে স্থিরীকৃত হয় যে, (১) ইঙ্গরেজ কোম্পানী বিনাশুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন; (২) তাঁহারা কলিকাতার নিকটে ৩৮ মৌজা কিনিতে পারিবেন এবং (৩) মুর্শিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন আপনাদের জন্য টাকা মুদ্রিত করিয়া লইতে পারিবেন। মুর্শিদকুলি খাঁ ২১ বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত বাঙ্গালা শাসন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় জামাতা ও দৌহিত্র যথাক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। শেষে ১৭৪০ অব্দে ইঁহাদের বংশের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। আলিবর্দ্দি খাঁ নামক আর এক ব্যক্তি আসিয়া, বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে মরহাট্টা-সৈনিকদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতা-বাসীরা ১৭৪২ অব্দে গড়খাই করেন। ইহা আজ পর্য্যন্ত "মরহাট্টাখাত" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

অন্ধকূপ হত্যা, ১৭৫৬।—১৭৫৬ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তদীয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সিরাজের বয়স আঠার বৎসর। সিরাজ উদ্দৌলা যেমন রূপবান্, তেমন গুণবান্ ছিলেন না। মাতামহ যদিও তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি শিক্ষায়

বলে বিনয় বা শীলতা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কোন কোন ইতিহাসে সিরাজের প্রকৃতি সাতিশয় কুৎসিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সিরাজ সর্ব্বাংশে এইরূপ কুৎসিত প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন কি না, বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে, রাজ্যের সহিত মাতামহের গুণগ্রাম অধিকার করিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। সিরাজ উদ্দৌলা একে উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও অদূরদর্শী ছিলেন, ইহার উপর নবীন বয়সে একটী বহুবিস্তৃত ও বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদের শাসন-কর্ত্তা হওয়াতে অধিকতর গর্ব্বিত হইয়া উঠেন। মুর্ষিদাবাদের গদি প্রাপ্তির পর দুই মাসের মধ্যেই তাহার সহিত ইঙ্গরেজ-দিগের অসদ্ভাব জন্মে। ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হওয়াতে ইঙ্গরেজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া, আপনাদের কলিকাতা-স্থিত দুর্গের সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে সিরাজ উদ্দৌলার মনে সন্দেহ হয়, তিনি ইঙ্গরেজদিগকে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলেন। ইঙ্গরেজেরা বলিয়া পাঠাইলেন, তাহারা কেবল তাহাদের পুরাতন দুর্গের সংস্কার মাত্র করিতে-ছেন। সিরাজ তাঁহার মাতামহের ন্যায় অভিজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না। ইঙ্গরেজদিগের অভিপ্রায় তাঁহার বোধগম্য হইল না। ইহার পূর্ব্বে ঢাকার গবর্ণর রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজ উদ্দৌলার ভয়ে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন, সিরাজ তাঁহাকে আপনার নিকট পাঠাইতে ইঙ্গরেজদিগকে অনুরোধ করেন। ইঙ্গরেজেরা এই অনুরোধ রক্ষা করে নাই। ইহাতে তিনি ইঙ্গরেজ-দিগের উপর জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার

আদেশ অমান্য হওয়াতে ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার গভীর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইল. ক্রমে ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সিরাজ কয়েক হাজার সৈন্য লইয়া ৩০এ মে ইঙ্গরেজদিগের কাশীমবাজারের কুঠী লুঠ করিলেন। এই সূত্রে ওয়াট্‌স ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা নবাবের বন্দী হইলেন; নবাব তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পরা [illegible]খ হন নাই।

সিরাজ উদ্দৌলা ইহার পর কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এই সময়ে ড্রেক সাহেব ইঙ্গরেজদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভয়ে জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিলেন। ইঙ্গরেজদিগের অনেকে তাঁহার অনুগামী হইল। হলওয়েল্ সাহেব ইঙ্গরেজদিগের অধিনায়ক হইয়া আত্মরক্ষার অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমুদয় ব্যর্থ হইল। ইঙ্গরেজেরা নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ২০এ জুন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নবাবের অধিকৃত হইল। হলওয়েল্ প্রভৃতি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নবাবের সম্মুখে আনীত হইলেন। নবাব সৌজন্যের সহিত তাঁহাদের সমুদয় বন্ধন খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বন্দিদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। সেই রাত্রি যাহার উপর বন্দিদের রক্ষার ভার ছিল, সে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের একটী অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গৃহে সকলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। এই ক্ষুদ্র গৃহ আঠার বর্গ ফীট পরিমিত। ইহাতে লোহার শিক দেওয়া দুটী মাত্র অতি ক্ষুদ্র জানালা ছিল। ইঙ্গরেজেরা দুর্ব্বৃত্ত সৈন্যদিগকে এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এই ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধকূপ নামে প্রসিদ্ধ। ইঙ্গরেজেরা এখন আপনারাই ২০এ জুন

রাত্রিতে এই কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। প্রচণ্ডনিদাঘের রাত্রিতে ১৪৬ জন ইঙ্গরেজ এইরূপ সঙ্কীর্ণ গৃহে নিরুদ্ধ হইয়া যেরূপ কষ্টে পড়িলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। ভয়ানক রাত্রি অতিবাহিত হইলে দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন দেখা গেল ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র কঙ্কালাবশিষ্ট ক্ষীণকান্তি লোক জীবিত রহিয়াছে। নবাবের অজ্ঞাতসারে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সুতরাং নবাব ইহার জন্য দোষী হইতে পারেন না।

ক্লাইব এবং ওয়াটসন্।—এই শোচনীয় সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিল। ক্লাইব ৯০০ ইউরোপীয় ও ১,৫০০ সিপাহি সৈন্য, এবং এড্মিরাল (রণতরীর অধ্যক্ষ) ওয়াট্সন্ পাঁচ খানি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর ইহাঁরা ভাগীরথী নদীতে উপনীত হন। ১৭৫৭ অব্দের ২রা জানুয়ারি কলিকাতা ইহাঁদের অধিকৃত হয়। নবাব অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি অনুসারে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের পূর্ব্বঅধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন, অধিকন্তু কলিকাতায় টাকশালা স্থাপনের অধিকার পান। নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করেন।

পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭।—সন্ধি স্থাপিত হইলেও সিরাজ-উদ্দৌলা দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। শত্রুর চক্রান্তে তাঁহার পতন-কাল আসন্ন হইল, মনের স্থিরতা ও শাসন-কার্য্যে দক্ষতা না থাকাতে তিনি সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ পর্য্যন্তও গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে ত্রুটী করিতেন না। মীর জাফর আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দ্দি

খাঁর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নবাবের সৈন্যের অধ্যক্ষতা ইহাঁর উপর সমর্পিত ছিল। এক্ষণে এই সৈন্যাধ্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীরজাফর গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। এই সময়ে জগৎশেঠ* মহাতাব রায় মুর্শিদাবাদের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কারবারে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। নবাব মহাতাব রায়কে বণিকদিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন। মহাতাপ রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। নবাব এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের অপমান করিলেন। মহাতাব রায় এ অপমান অমনি অমনি ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, অধিকন্তু ইঙ্গরেজদিগের প্ররোচনায় গোপনে তাহাদের সহিত মিশিলেন। হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ইহার মধ্যে ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ক্লাইব ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। সিরাজউদ্দৌলা দেখিলেন, ইঙ্গরেজেরা তাঁহার অধিকারে গোলযোগ আরম্ভ করিতে উদ্যত

---

* জগৎশেঠ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। ইহা একটি উপাধি। মুসলমান-দিগের শাসন-সময়ে শেঠগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী ও ধনরক্ষক ছিলেন। ক্রমে ইঁহাদের কারবারের বিশেষ উন্নতি হয়, এবং ইঁহারা ধনে মানে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। সম্রাট ফররোখসয়ের এই শেঠবংশীয় ফতেচাঁদকে “জগৎশেঠ” উপাধি দেন। এই অবধি “জগৎশেঠ” উপাধি শেঠদিগের বংশানুগত হয়। উপস্থিত সময়ে ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পৌত্র মহাতাব রায় “জগৎশেঠ” এবং কনিষ্ঠ পৌত্র স্বরূপচাঁদ “মহারাজ” উপাধির অধিকারী ছিলেন।

হইয়াছে, এজন্য তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। চতুর ক্লাইব ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি ডুপ্লের ন্যায় চাতুরী অবলম্বন পূর্ব্বক মীরজাফরকে রাজ্য দিবার অঙ্গীকার করিয়া, তাঁহাকে নবাবের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিলেন। এদিকে জগৎশেঠ মহাতাব রায় এবং নবাবের কোষাধ্যক্ষ রায় দুর্লভ প্রভৃতি ক্লাইবের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠের গৃহে সিরাজউদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। জগৎশেঠের প্রদত্ত অর্থে ইঙ্গরেজদিগের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনন্তর স্থির হইল, ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যে মীরজাফর নবাব হইলে পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাদিগকে অনেক টাকা দিবেন, আর ক্লাইব যখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন মীরজাফর আপনার সমস্ত সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিশিবেন। এইরূপে সমুদয়ের বন্দোবস্ত হইলে উমীচাঁদ নামক এক জন সম্পত্তিশালী ব্যবসায়ী গোলযোগের সূত্রপাত করিলেন। তিনি কহিলেন, প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার কথা না থাকিলে তিনি সমুদয় বিষয় নবাবের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন। সুচতুর ক্লাইব ইহাতে চিন্তিত হইলেন না। তিনি লোহিত ও শ্বেত বর্ণের দুই খানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। প্রথম খানিতে উমীচাঁদকে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার বিষয় উল্লেখ করা হইল, দ্বিতীয় খানিতে তাহার কিছুই উল্লেখ থাকিল না। কিন্তু ওয়াটসন্ সাহেব এই মিথ্যা পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। ক্লাইব কিছুই অর্দ্ধসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না। তিনি ওয়াটসনের নাম জাল করিলেন। অতঃপর এই মিথ্যা পত্র উমীচাঁদকে দেখান হইল। উমীচাঁদ সন্তুষ্ট

হইলেন, ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই প্রকাশ করিলেন না। এই ষড়যন্ত্রের ফল বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ।

পলাশী কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহার যে প্রশস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়, তাহা ৮০০ গজ দীর্ঘ এবং ৩০০ গজ বিস্তৃত আম্র-কাননে শোভিত ছিল। ক্লাইব ১,৮৮০ ইউরোপীয় ও ২,০৮১ সিপাহি সৈন্য এবং ৮টী কামান লইয়া এই আম্র-কাননে আনীত হইলেন। নবাবের পক্ষে ৩৫,০০০ পদাতি, ১৫,০০০ অশ্বারোহী ও ৫০টী কামান ছিল। ২৩এ জুন ক্লাইব অকুতোভয়ে আপনার সৈন্য পরিচালনা করিলেন। মীরমদন ও মোহনলাল নামক নবাবের দুই জন বাঙ্গালী সেনাপতির সহিত ক্লাইবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে মীরমদন প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতে নবাব মীরজাফরকে যুদ্ধ-স্থলে যাইতে কহিলে, মীরজাফর চাতুরী খেলিয়া নবাবের নিকট সেদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখার প্রস্তাব করিলেন। অদূরদর্শী সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন না, অম্লানভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার আদেশ দিলেন। সেনাপতি মোহনলাল ঘোরতর যুদ্ধে ক্লাইবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, নবাবের আদেশ পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক যুদ্ধে বিরত হইলেন। যুদ্ধে সেনাপতিকে অকস্মাৎ বিরত দেখিয়া, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব জয়ী হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা ফকীরের বেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অব্যাহতি লাভ হইল না। রাজমহলে ধরা পড়িয়া তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। এই খানে মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইল।

মীরজাফর, ১৭৫৭।—এইরূপে হতভাগ্য সিরাজ উদ্দৌলার পতন হইল। ক্লাইব ২৫এ জুন মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী দিলেন। পর দিন প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়ার কথা উত্থাপিত হইল। যে জগৎশেঠের গৃহে সিরাজ উদ্দৌলার পদচ্যুতির জন্য ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, এখন তাঁহারই গৃহে ষড়যন্ত্রকারিগণের প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। ড্রেক ও কর্ণেল ক্লাইব প্রত্যেকে ২,৮০,০০০ টাকা, এবং ওয়াটস্ বেকার ও মেজর কিলপাট্রিক সাহেব প্রত্যেকে ২,৪০,০০০ টাকা পাইলেন। ক্লাইব নূতন নবাবের নিকট হইতে আবার ১,৬০,০০০ টাকা উপহার লইলেন। এতদ্ব্যতীত ইংরেজ কোম্পানীকে ১০,০০০,০০০ টাকা, কলিকাতা আক্রমণ-সময়ে অনেকের ক্ষতি হওয়াতে কলিকাতার ইউরোপীয় অধিবাসিদিগকে ৫০,০০,০০০ টাকা, আর্ম্মাণীদিগকে ২০০,০০০ টাকা এবং সৈন্যদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ ৫০০০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ধনাগারে অধিক টাকা ছিল না; কোষাধ্যক্ষ সমুদয়ের টাকা দিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর বহু তর্ক বিতর্কের পর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অর্দ্ধাংশ দেওয়া স্থির হইল। নূতন নবাব নগদ টাকা এবং পাঁচ লক্ষ টাকার মণি মুক্তা প্রভৃতি দিয়া হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এই জগৎশেঠের গৃহেই শ্বেত ও লোহিত-বর্ণ প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্ম্ম উদ্ভেদ হইল। উমীচাঁদ প্রতারকের চাতুরীতে হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আর তিনি জীবিত কালের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। এইরূপ প্রতারণা ক্লাইবের চরিত্রের একটী কলঙ্ক স্বরূপ রহিয়াছে।

চব্বিশ পরগণার স্বত্ব লাভ, ১৭৫৭।—মীরজাফর অতঃপর কোম্পানীকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ভূভাগের জমীদারী স্বত্ব সমর্পণ করেন। এই ভূভাগ এখন চব্বিশ পরগণা নামে আখ্যাত হইতেছে। ইহার পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল।

ক্লাইবের বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ, ১৭৫৮।—হি অবধি মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইল। বিলাতের ডিরেক্টর সভা ক্লাইবকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োজিত করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কোনও ক্ষমতা ছিল না। তিনি স্বীয় মন্ত্রী গাজিউদ্দীনের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি গোহর অযোধ্যার সুবাদারের সহিত সম্মিলিত হইয়া আফগান ও মরহাট্টা সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় আপনার প্রাধান্য স্থাপনের জন্য আসিতেছিলেন, দক্ষিণাপথে লালী ও বুসীর জন্য ফরাসীদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব উভয় দিক রক্ষারই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। আলি গোহর সসৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণ নগর রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। এদিকে ক্লাইব ৪৫০ জন ইউরোপীয় ও ২,৫০০ সিপাহি সৈন্যের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলে মোগলেরা পলায়ন করে (১৭৫৯)। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ মীরজাফর ক্লাইবকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা আয়ের জাইগীর দান করেন। এই বৎসর ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে দক্ষিণাপথে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। ফোর্ড মছলীপট্টন অধিকার

পূর্ব্বক উত্তর সরকারে ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য স্থাপন করেন। এদিকে ওলন্দাজেরা ক্রমে আপনাদের বল সংগ্রহ করিতেছিল, পাছে ইহারা আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় ক্লাইব তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। ওলন্দাজেরা জলে ও স্থলে পরাজিত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করে।

বাঙ্গালার গোলযোগ, ১৭৬০-১৭৬৪।—ক্লাইব ১৭৬০ হইতে ১৭৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। এই খানে তিনি সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়া "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালায় বান্সিটার্ট সাহেব ক্লাইবের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য সুশৃঙ্খল ছিল না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা অতিশয় উৎকোচ-গ্রাহী ও অর্থলোভী ছিলেন। নূতন নবাব মীরজাফর তাহাদের অর্থ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি পদচ্যুত হইলেন। তদীয় জামাতা মীরকাসেমকে নবাব করা হইল। মীরকাসেম এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম, এই তিন জেলার অধিকার দিলেন।

ইহার মধ্যে দ্বিতীয় আলমগীর তদীয় মন্ত্রী গাজীউদ্দীন কর্ত্তৃক নিহত হইলে আলিগোহর "শাহ আলম" নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া, বহুসংখ্য সৈন্যের সহিত আবার পাটনায় উপস্থিত হন। কর্ণেল কলিয়ড্ যুদ্ধে ইহাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন (১৭৬০, ২০এ ফেব্রুয়ারি)। এই পরাজয়ের পর মোগলেরা মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু ইঙ্গরেজ সৈন্য নগর রক্ষায় প্রস্তুত আছে

দেখিয়া আবার পাটনায় ফিরিয়া আইসে। কার্ণেল কলিয়ড কাপ্তেন নক্সকে পাটনা রক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। নক্স পাটনায় উপস্থিত হইবাই মোগলদিগকে আক্রমণ করেন। এবারেও মোগলেরা পরাজিত হয়। এই সময়ে পুর্ণীয়ার নবাব ৩০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে পাটনার অপর পারে আসিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। সাহসী নক্স্ ২০০ মাত্র সৈন্যের সহিত অকুতোভয়ে নদী পার হইয়া বিপক্ষের সৈন্যদল আক্রমণ করেন। ছয় ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিপক্ষেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। নক্স বিজয়-শ্রীর অধিকারী হন (১৭৬০)।

পর বৎসর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরহাট্টাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আহাম্মদ শাহ বিজয়ী হইয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধের পর মরহাট্টাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হয়। প্রতাপান্বিত মোগল-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়।*

মীরকাসেমের সহিত বিবাদ, ১৭৬৩।—মীরকাসেম সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন, কার্য্যকুশল ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারিগণের অনুচিত অর্থলোভ ও অন্যায়াচরণ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা করিয়া, মুঙ্গেরে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু মীরকাসেম দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে ইঙ্গরেজদিগের সহিত তাঁহার

* ভারতের ইতিহাসে মুসলমান-রাজত্বের শেষ অংশে এই যুদ্ধের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের বেতন বড় অল্প ছিল। কৌন্‌সিলের মেম্বরেরাও মাসে তিন শত টাকার অধিক পাইতেন না। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষদিগকেও কখন কখন তৈলাভাবে অন্ধকার-গৃহে সামান্য রজ্জুখট্টায় শুইয়া থাকিতে হইত। এজন্য অনেক কর্ম্মচারী কোম্পানীর অনুমতি লইয়া আপন আপন অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা ব্যবসায় চালাইত। শেষে এই সকল ব্যবসায়ী একটী গর্হিত উপায় অবলম্বন করে। দিল্লীর বাদশাহ ও বাঙ্গালার নবাবদিগের সনন্দ অনুসারে কোম্পানীকে বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির জন্য কোনরূপ শুল্ক দিতে হইত না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও অতঃপর কোম্পানীর নাম করিয়া, আপনাদের বাণিজ্য-দ্রব্য বিনাশুল্কে চালাইতে আরম্ভ করিল। ইহারা আপনাদের বাণিজ্য-নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া দিয়া, কুত ঘাটে শুল্ক-দান হইতে অব্যাহতি পাইতে লাগিল। ক্রমে দেশীয় বণিক্‌দিগের কেহ কেহও এই অসৎ বৃত্তির অনুকরণ আরম্ভ করিল। মীরকাসেম এবিষয় বান্সিটার্ট সাহেবকে জানাইলেন। বান্সিটার্ট এবং কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ওয়ারেণ হেষ্টিংস একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। মীরকাসেম পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণিজ্য-দ্রব্যের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় বণিকেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে পায়, ইহা কোম্পানীর ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীগণের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং শুল্ক একবারে উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইল। ক্রমে নবাবের কর্ম্মচারি-গণের সহিত তাহাদের বিবাদ হইতে লাগিল। পাটনার কুঠীর

অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেব সর্ব্বাগ্রে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। মীরকাসেম নিস্তেজ ছিলেন না। তিনি ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার দেখিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ ১৭৬৪।—কিন্তু যখন প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন মীরকাসেম কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গড়িয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে তাঁহার সুশিক্ষিত সৈন্যগণ মেজর এডাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। কাসেম পাটনায় দুই হাজার সিপাহি সৈন্য নষ্ট এবং দুই শত ইঙ্গরেজের প্রাণদণ্ড করিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এজন্য এই সঙ্গে জগৎশেঠ মহাতাব রায়, মহারাজ স্বরূপচাঁদ এবং রাজা রামনারায়ণ ও রাজা রাজবল্লভও মৃত্যু-মুখে পাতিত হইলেন। এই হত্যা-কার্য্য সম্পাদনের পর মীরকাসেম অযোধ্যার সুবাদার সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। সুজাউদ্দৌলা দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাটনায় আসিলেন। পাটনায় ইঁহাদের পরাজয় হইল। বক্‌সারে মেজর মন্‌রো * সুজাউদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার প্রতাপ খর্ব্ব করিলেন।

সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৭৬৪।—এই সময়ে কোম্পানীর সিপাহিদিগের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়। ৭ বৎসর হইল, বাঙ্গালার সিপাহি সৈন্য সংগঠিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে কোন রূপ অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। ইহারা অপরিসীম সাহস ও অটল বিশ্বাসের সহিত প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল। এখন ঘটনাবশতঃ

---

* ইনি অতঃপর স্তর হেক্‌টর মন্‌রো নামে আখ্যাত হন।

প্রভুর কার্য্যের প্রতি ইহাদের বিরাগ জন্মিল। মীরজাফর নবাব হইয়া, কোম্পানীর সৈন্যদিগকে যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আসিতে বিলম্ব হওয়াতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ বিরক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু যখন টাকা আসিয়া পহুঁছে, তখন সিপাহিরা উহার অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া, অসন্তুষ্ট হয়। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত তুল্য পরাক্রমে ও তুল্য সাহসে কোম্পানীর কার্য্য করিয়াছিল, সুতরাং ইহার পুরস্কার তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত সমানভাবে পাইবার প্রত্যাশী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রত্যাশা ফলবতী হইল না। ইউরোপীয় সৈন্য-দলের একজন সামান্য সৈনিক যখন ৪০ টাকা পাইল, তখন সিপাহিদিগের অংশে ২০ টাকার বেশী পড়িল না। সিপাহিরা ইহাতে যার-পর-নাই অসন্তুষ্ট হইয়া, ইঙ্গরেজ আফিসরদিগকে আক্রমণ ও অবরোধ করিল এবং দৃঢ়তার সহিত কহিল, তাহারা কখনই কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিবে না। কিন্তু ইঙ্গরেজ সেনাপতি শীঘ্র এ অবাধ্যতার গতি রোধ করিলেন। ছাপরার সৈনিক বিচারালয়ে ২৪ জন সিপাহি-বিদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইল। ইহাদের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে সেনাপতি মেজর মন্‌রো ইহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিলেন।

মীরজাফরের পুনর্ব্বার নবাবী গ্রহণ।—যখন মীরকাসেমের সহিত ইঙ্গরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন ইঙ্গরেজেরা মীরজাফরকে কলিকাতা হইতে আনিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসান (১৭৬৩)। এই সময়ে একজন সুদক্ষ বাঙ্গালী তাঁহার দেওয়ান হন, ইঁহার নাম, মহারাজ নন্দকুমার রায়।

নন্দকুমার।—এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার রায় সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাব পাত্র ছিলেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলেই তাঁহার শরণাগত হইত। বিলাতেব ডিরেকটর সভা পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য-দক্ষতাব প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার গবর্ণব ও কৌন্সিলের মেম্ববেবাও অনেক সময়ে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। ফলে মহারাজ নন্দকুমাব বায় একজন প্রভূত ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে এই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জন্ম হয়। কেহ কেহ কহেন, মুর্ষিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর নন্দকুমাবেব জন্ম-স্থান। কিন্তু নন্দকুমাব কার্য্যানুবোধে প্রাযই উক্ত জেলাব অন্তর্গত কুঞ্জঘাটায় থাকিতেন। তিনি রাঢী-শ্রেণীয ভবদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহাব পিতা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। কথিত আছে, একবার মুর্ষিদাবাদ অঞ্চলের প্রজাবা সাতিশয অবাধ্য হওবাতে নন্দকুমার তাহাদিগকে সুশাসিত করেন। এজন্য নন্দকুমাবেব বিশেষ প্রতিপত্তি হয। ক্রমে ১৭৫৬ অব্দে তিনি হুগলীব ফৌজদাব হন। এই সময়ে জমীদাবদিগকে শাসনে বাখা, চোব ডাকাইতদিগকে শাস্তি দেওয়া এবং সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধান কবা ফৌজদাবের কার্য্য ছিল। নন্দকুমাব এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনাব দক্ষতাব পবিচয় দেন। ইহাব পব সিবাজউদ্দৌলাব অধঃপতন হয়, মীবজাফব বাঙ্গালাব সিংহাসনে আরোহণ কবেন। এই সময় হইতে নন্দকুমারেব সহিত ইঙ্গবেজদিগেব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইঙ্গরেজেরা নন্দকুমারের সহিত পবামর্শ করিয়া, কার্য্য কবিতেন। ক্লাইব নন্দকুমারের গুণ-পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অনেক কার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্য লইতেন। ক্লাইব স্বদেশে গেলে

মীরজাফরের অধোগতি হয়। মীরজাফর নজরবন্দী হইয়া কলিকাতায় থাকেন। এই সময়ে নন্দকুমারও কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি অধঃপতিত নবাব মীরজাফরের সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন, মীরজাফরেব ভাল করিতে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। এজন্য কৌন্সিলের যে সকল মেম্বর মীরজাফরের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা নন্দকুমারেরও বিপক্ষ হইয়া উঠেন। গবর্ণর হেনরী বান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের উপর এত বিরক্ত হন যে, তিনি একখানি বহিতে নন্দকুমারেব সমুদয় দোষের কথা লিখিয়া রাখেন। কিন্তু নন্দকুমাব এই সময়ে কি কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিলেন, তাহা ইতিহাস-লেখকেরা বলেন নাই। বোধ হয়, বান্সিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের সর্ব্বনাশ সাধন জনা ঐরূপ করিয়াছিলেন। তিনি যখন স্বদেশে গমন করেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা জর্জ্জ বান্সিটার্ট সাহেবকে উক্ত বহি খানি দিয়া, প্রয়োজন হইলে উহা কৌন্সিলে এবং ক্লাইবের নিকট উপস্থিত কবিতে বলিয়া যান। যাহা হউক, মীরজাফর আবাব নবাবী পাইয়া নন্দকুমাবকে আপনার দেওয়ান করেন। এইরূপে নন্দকুমার বাঙ্গালাব সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া, দেওয়ান নন্দকুমাব নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার দেওয়ান নন্দকুমারের হস্তে সমর্পিত ছিল। মীরকাসেমেব সময়ে বাঙ্গালা হইতে ৬৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। কিন্তু নন্দকুমারের সময়ে বাঙ্গালা হইতে প্রথম বৎসর ৭৬ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসব ৮১ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

নজমুউদ্দৌলা ১৭৬৫—মীরজাফর ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার বয়সও ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্বসুখ

ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তৎপুত্র নজমউদ্দৌলা নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ক্লাইবের দ্বিতীয় বার রাজ্য-শাসন, ১৭৬৫-১৭৬৭।— ক্লাইব স্বদেশে যাইয়া ডিরেক্টার সভা কর্ত্তৃক সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদীয়মান সৌভাগ্যে অনেকের ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন অনেকে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিরেক্টরেরা এক সময়ে তাঁহার জাইগীরের খাজানা বন্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিতেও ক্রটী করেন নাই। শেষে যখন মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিল, তখন ডিরেক্টরেরা আবার ক্লাইবকেই যথোচিত সম্মানের সহিত কলিকাতার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করিয়া এদেশে পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা ক্লাইবের হস্তে সমর্পিত হইল।

লর্ড ক্লাইব ১৭৬৫ অব্দের ৩রা মে কলিকাতায় উপনীত হন। এখন তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর, কৌন্সিলের সভাপতি এবং প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ছিল। তিনি দেখিলেন, মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া, অবলীলায় উৎকোচ গ্রহণ করিতেছেন, এবং অবলীলায় অবৈধ উপায়ে গুপ্ত ব্যবসায় দ্বারা আপনাদের ধন বৃদ্ধির উপায় দেখিতেছেন। সুতরাং রাজ্য-মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ, গুপ্ত ব্যবসায়, অমিত ব্যয় অবাধে চলিতেছে। কৌন্সিলের মেম্বরেরা আপনাদের ভোগ-সুখের তৃপ্তি সাধন জন্য নূতন

নবাব নজমউদ্দৌলার নিকট হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার উপহার লইতেও সঙ্কুচিত হন নাই। লর্ড ক্লাইব এই সকল অবৈধ কার্য্যের গতি রোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সহকারিতার জন্য জেনারেল কর্ণাক, বেবৃলেষ্ট, সামার এবং স্কাইস্, এই চারি জন সাহেব লইয়া একটী সমিতি সংগঠিত হইল। ক্লাইব রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধান জন্য ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ২৫এ জুন কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

নবাবের সহিত বন্দোবস্ত, ১৭৬৫।—লর্ড ক্লাইব [illegible] বিষয় আপনার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ; প্র[illegible] মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ, দ্বিতীয় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে সুব্যবস্থিত করণ। ক্লাইব প্রথম কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য পশ্চিমে যাইবার সময় মুর্শিদাবাদ হইয়া যান। এই খানে নবাবের সহিত তাঁহার এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, রাজ্য রক্ষার সমস্ত ভার ইঙ্গরেজদিগের হস্তে থাকিবে। নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। সমস্ত রাজকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নবাবের নামে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। বান্সিটার্ট সাহেব নিজের বহিতে দেওয়ান নন্দকুমারের যে সকল দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, ক্লাইব তাহা পড়িয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত করেন। নন্দকুমারের পরিবর্ত্তে মহম্মদ রেজা খাঁ নবাবের দেওয়ান হন।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫।—অনন্তর ক্লাইব এলাহাবাদে গিয়া অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলা ও সম্রাট্ শাহ আলমকে দেখিতে পাইলেন।

রণে পরাস্ত হইয়া, সুজাউদ্দৌলা হীনবল হইয়াছিলেন, তিনি এলাহাবাদ ও কোরা* এই দুইটী প্রদেশ সমর্পণ পূর্ব্বক ক্লাইবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। ইহার পর ক্লাইব সুজাউদ্দৌলার সমর্পিত প্রদেশদ্বয় সম্রাট্ শাহ আলমকে দিয়া, এবং তাঁহাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লইলেন। সম্রাট ২৬এ আগষ্ট এই দেওয়ানীর সনন্দ প্রদান করেন। ভারতে ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ইতিহাসে ইহা একটী প্রধান ঘটনা। এতদ্দ্বারা ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করিলেন। যাঁহারা এক সময়ে সামান্য বণিক বেশে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আড়াই কোটী লোকের প্রভু হইয়া, চারি কোটী টাকা রাজস্বের অধিকারী হইলেন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানী কর্ণাটের নবাবের নিকট হইতে যে সকল অধিকার পাইয়াছিলেন, সম্রাট তৎসমুদায় দৃঢ়ীভূত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে উত্তর সরকারের আধিপত্য দিলেন †। ক্লাইব এইরূপে দেওয়ানীর সনন্দ পাইয়া, মহম্মদ রেজা খাঁকে বাঙ্গালার এবং রাজা সেতাব রায়কে বিহারের নায়েব দেওয়ান করিলেন। ইঁহাদের হস্তে সমুদয় কার্য্য-ভার সমর্পিত হইল। ১৭৫৬ অব্দে যখন ইঙ্গরেজদিগের পরাজয় ও

---

* মুসলমানদিগের রাজত্বকালে "কোরা" একটী প্রধান স্থান ছিল। এখন ইহা ফতেপুর বিভাগের একটী ভগ্নপ্রায় নগর।

† সনন্দে উড়িষ্যার উল্লেখ থাকিলেও ইঙ্গরেজেরা ১৮০৩ অব্দে প্রকৃত-প্রস্তাবে উহার অধিকারী হন। এইরূপে ১৭৬৬ অব্দের ১২ই নবেম্বর ইঙ্গরেজেরা নিজামের নিকট হইতে প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তর সরকারের আধিপত্য লাভ করেন।

অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, তখন প্রায় সকলেই ভাবিয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা আর বাঙ্গালায় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিবে না। কিন্তু শেষে এ বিশ্বাস অপনীত হইল। অভাবনীয় শক্তির সহিত ইঙ্গরেজেরা আবার বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া ৯ বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্য প্রজার সহিত বহু-বিস্তৃত জনপদের অধিকার লাভ করিলেন। যাহারা এত দিন ইঙ্গরেজ-দিগকে সামান্য ব্যবসায়ী বলিয়া মনে করিত, তাহারা এ তাঁহাদিগকে আপনাদের অধিপতি ভাবিয়া, ভয় ও বি[illegible] সহিত দেখিতে লাগিল। ক্লাইবের প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য সা[illegible] হইল। ইহার পর, তিনি কলিকাতায় আসিয়া, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য সাধনে উদ্যত হইলেন।

ইঙ্গরেজ সৈনিকদিগের অবাধ্যতা, ১৭৬৬।—ইংরেজ সৈনিকেরা যত দিন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত, তত দিন তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর কিছু কিছু অতিরিক্ত টাকা পাইত। ইহা "ভাতা" বলিয়া কথিত হইত। মীরজাফরের নবাবী সময়ে এই ভাতা দ্বিগুণিত হইয়া, "ডবল ভাতা" নামে অভিহিত হয়। ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা কি যুদ্ধ, কি শান্তি, সকল সময়েই এই "ডবল ভাতা" পাইতে থাকে। ক্লাইব ১লা জানুয়ারি এই "ডবল ভাতা" রহিত করিবার আদেশ প্রচার করেন। ইহাতে ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা অসন্তুষ্ট হয় এবং সকলে এক যোগে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ করে। সেনাপতি স্তর রবর্ট ফ্লেচার ক্লাইবকে এই বিষয় জানাইলেন, কিন্তু ক্লাইব বিপদে অভিভূত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত সকলের পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিলেন, বিচার জন্য পদ-

ত্যাগকারীদিগকে সৈনিক বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিলেন, এবং মাদ্রাজ হইতে ইঙ্গরেজ সৈনিক আনিবাব আদেশ দিলেন। এইরূপ দৃঢ়তা ও কার্য্য-তৎপরতার গুণে আর কোন গোলযোগ হইল না। এই সময়ে সিপাহিরা ক্লাইবের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদেব বিশ্বাস ও তাহাদের প্রভু-ভক্তি অনুমাত্রও বিচলিত হয নাই।

ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগেব কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার।—ইঙ্গবেজ কর্ম্মচাবীবা ধনী লোকদিগের নিকট হইতে উপহার গ্রহণ কবিতেন। ক্লাইব এবাব এ দেশে আসিয়াই, এই উপহার-গ্রহণ প্রথা রহিত করেন। এখন তিনি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচাবী-দিগের স্বাধীন ব্যবসাযেব গতি বোধ কবিতে উদ্যত হইলেন। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচাবীবা বড় অল্প বেতন পাইতেন। ক্লাইব দেখি-লেন, যাবৎ তাঁহাবা এইরূপ অল্প হাবে বেতন পাইবেন, তাবৎ তাঁহাদেব বাণিজ্য-প্রবৃত্তি তিবোহিত হইবে না। তাহাদের ধনাগমেব অন্য কোন উপায কবিযা দিযা, এই বাণিজ্য রহিত কবা, তিনি উচিত বিবেচনা কবিলেন। এজন্য লবণেব ব্যবসায় একচেটিয়া কবিযা তাহাব উপস্বত্বেব কিযদংশ ইঙ্গবেজ কর্ম্মচারী-দিগের মধ্যে পদ-মর্য্যাদা অনুসাবে ভাগ করিয়া দিবার নিয়ম হইল। ইহাতে ইঙ্গবেজ কর্ম্মচাবীরা আপনাদেব ব্যবসায় উঠাইযা দিতে স্বীকাব কবিলেন। এই নিয়ম দুই বৎসর মাত্র ছিল। পবে তাঁহাদিগকে রাজস্বেব উপর শতকরা কিছু কিছু কমিশন দিবার বন্দোবস্ত হয়।

লর্ড ক্লাইবেব কর্ম্মত্যাগ, ১৭৬৭।—এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে পীড়িত হইয়া পড়েন।

এজন্য তিনি চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুসারে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, স্বদেশে যাইতে বাধ্য হন।

স্বদেশে যাইয়া, ক্লাইব সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন নাই। যাঁহাদের জন্য তিনি সময়ে সময়ে অসন্মার্গ অবলম্বন করিয়াও ভারতে একটী বিস্তৃত রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাই এখন তাঁহার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ডিরেক্টরেরা ক্লাইবের কার্য্য-প্রণালীর উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহাকে বিস্তর নিগ্রহ সহ্য করিতে হই। ক্লাইব ছয় বৎসর কাল এইরূপ মনোদুঃখে অতিবাহিত করিয়া শেষে তাঁহার কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। পলাশীর যুদ্ধজেতা ভারতে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা ১৭৭৪ অব্দের ২২এ নবেম্বর ৪৯ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিলেন।

ক্লাইব অনেক দোষ করিয়াছেন। তিনি স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া, অনেকের সর্ব্বনাশ করিতে কাতর হন নাই, অসৎ উপায়ে নিজের ধনবৃদ্ধি করিতেও ত্রুটী করেন নাই এবং প্রবঞ্চনা করিয়া অপরের স্বার্থ হানি করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। ইতিহাসে এই সকল দোষ গোপন করা হয় নাই। ক্লাইবের ধর্ম্মজ্ঞান তাদৃশ প্রশংসনীয় না হইলেও তাঁহার সাহস এবং তাঁহার তেজস্বিতা সকল সময়ে সকলের নিকট প্রশংসিত হইবে। ক্লাইব যখন ১৭৫৭ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন ইঙ্গরেজ কোম্পানীর কুঠী সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, কর্ম্মচারীরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে যখন কলিকাতা পরিত্যাগ করেন, তখন বাঙ্গালায়

কোম্পানীর আধিপত্য বদ্ধমূল হয় এবং কোম্পানী কয়েকটী বিস্তৃত জনপদের হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা হইয়া উঠেন। ক্লাইব ভারতবর্ষে ব্রিটীশ অধিকারের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগকে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতা ও প্রাধান্য দেখাইয়া, চমকিত করিয়া তুলেন। কেহই তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অগৌরব করিবে না। ফলে ক্লাইব এক জন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে ঈদৃশ অসাধারণ পুরুষের আবির্ভাব না হইলে বোধ হয়, ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন হইত না।

বেরেলষ্ট ও কর্টিয়ার।—ক্লাইব চলিয়া গেলে বেরেলষ্ট সাহেব দুই বৎসর কাল বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৭৬৯ অব্দে কর্টিয়ার সাহেব তাঁহার স্থলে বাঙ্গালার গবর্ণর হন। কর্টিয়ার ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে তাদৃশ শৃঙ্খলা ছিল না। ক্লাইব এ দেশ পরিত্যাগ করিলে অনেকের আবার অর্থ-লালসা বলবতী হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন অত্যাচার ও অবিচার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার উপর একটী ঘোরতর দুর্ঘটনায় প্রজাসাধারণকে যার পর নাই বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১৭৭০।—১৭৭০ অব্দের গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টি-প্রযুক্ত মৃত্তিকা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়, পুষ্করিণী সকলও প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে। কৃষকেরা কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত দেখিয়া দুর্ভাবনা-গ্রস্ত হয়। অবিলম্বে বাঙ্গালায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটে। এই দুর্ভিক্ষে কত লোক বিনষ্ট হয়, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, দেশের প্রায় একতৃতীয়াংশ

লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অনেকে কহেন, কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা দেশের সমুদয় চাউল কিনিয়া, আবদ্ধ করিয়া রাখাতে দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল। ইহাঁরা ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময় এই চাউল কেনা দামের আট, দশ, কোন কোন স্থলে বার গুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা হওয়াতে ইহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে।

দিল্লীতে শাহ আলমের রাজ্যাভিষেক, ১৭৭১।—১৭৬৯ অব্দের শেষে পেশবা মধুরাও আপনাদের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধার জন্য ৩ লক্ষ মরহাট্টা সৈন্য ভারতবর্ষের উত্তরাংশে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল রাজপুতনা দিয়া জাঠদিগের জনপদে আইসে এবং তাহাদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণী যখন ১৭৫৬ অব্দে দিল্লীতে আইসেন, তখন নজীবউদ্দৌলা নামক এক জন রোহিলাকে উক্ত নগরে শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে নজীবউদ্দৌলার পুত্র জাবেতা খাঁর হস্তে দিল্লীর শাসন-ভার ছিল। শাহ আলম এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন, পেশবা তাঁহাকে দিল্লীতে আসিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শাহ আলম এ বিষয় কলিকাতার গবর্ণর বেরেলষ্ট সাহেবকে জানাইলে, বেরেলষ্ট আপনাদের অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া, শাহ আলমকে মরহাট্টাদের সহিত সম্মিলিত হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শাহ আলম ইঙ্গরেজ গবর্ণরের কথা শুনিলেন না। তাঁহার লোভ প্রবল হইল। তিনি পেশবার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৭৭১ অব্দের ২৫এ ডিসেম্বর দিল্লীতে মহা সমারোহ

রোহে শাহ আলমের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পেশবা সম্রাটকে আপনাদের রক্ষাধীনে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।*

ইহার পর মরহাট্টারা রোহিলখণ্ড আক্রমণপূর্ব্বক জাবেতা খাঁকে কারারুদ্ধ করে। তাহারা অযোধ্যা আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ইহার মধ্যে পেশবা হঠাৎ তাহাদিগকে [illegible] করিলেন, সুতরাং তাহারা আর কোন স্থলে কোনরূপ [illegible] না করিয়া দক্ষিণাপথে চলিয়া গেল। ইঙ্গরেজদিগের [illegible] পদ নিরাপদে রহিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

দক্ষিণাপথের ঘটনা, ১৭৬১-১৭৭১।

নিজাম আলী।—সুপ্রসিদ্ধ নিজাম উলমুল্কের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গ ফরাসী সেনাপতি বুসীর সহায়তার হয়দরাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৭৬১ অব্দে সলাবৎ জঙ্গের কনিষ্ঠ সহোদর নিজাম আলি জ্যেষ্ঠকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং সুবাদারী গ্রহণ করেন। নিজাম আলী এইরূপে হয়দরাবাদের নিজাম হইয়া মহম্মদ আলীকে কর্ণাটের বিধি-সঙ্গত নবাব বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত শত্রুতাচরণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। ইঙ্গরেজেরা দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক খানি সনন্দ প্রাপ্ত হন যে, ইঙ্গরেজ কোম্পানীর বন্ধু

* এইটী বাঙ্গালার ঘটনার মধ্যে পরিগণিত না হইলেও বাঙ্গালার ইঙ্গরেজ গবর্ণরের শাসন-কালে ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা গেল।

মহম্মদ আলী কর্ণাটের বিধিসঙ্গত নবাব বলিয়া পরিগণিত হই-লেন। কর্ণাটের নবাব অতঃপর দক্ষিণাপথের বর্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ স্ববাদারের অধীনে থাকিবেন না। এইরূপে কর্ণাটের নবাব নিজামের হস্তভ্রষ্ট হন।

১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট লর্ড ক্লাইব সম্রাটের নিক হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়া হন। এই দিন সম্রাট উত্তরসরকারের আধিপত্য দিগকে সমর্পণ করেন।

কিন্তু নিজাম এই সনন্দ অনুসারে কার্য্য করিতে । তিনি মান্দ্রাজের প্রে সডেণ্টকে এই বলিয়া ভয় দেখান যদি উত্তরসরকার অধিকার করা হয়, তাহা হইলে দক্ষি পথের সমস্ত ইঙ্গরেজকে সমূলে বিনষ্ট করা হইবে।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৬৫।—মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্ট ইহাতে কিছু শঙ্কিত হইয়া কর্ণেল কলিয়ডকে হয়দরাবাদে পাঠান। ১২ই নবেম্বর নিজামের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, ইঙ্গরেজেরা নিজামের নিকট হইতে উত্তর সরকার অর্থাৎ গঞ্জাম, বিশাখাপট্টন, গোদাবরী ও কৃষ্ণা প্রদেশ গ্রহণ করিয়া নিজামকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর দিবেন, এবং এই প্রদেশ রক্ষার্থ যথোপযুক্ত সৈন্য রাখিবেন। আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে সৈন্য দ্বারা নিজামের সাহায্য করিতে হইবে।

মান্দ্রাজ কৌন্সিলের সভাপতি যে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া, এইরূপ সন্ধি বন্ধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইঙ্গরেজেরা দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে উত্তরসরকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা অধিকার করিতে সম্রাটের অধীনস্থ কর্ম্ম-

চারী সুবাদারের সহিত সন্ধিবন্ধন যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ইহাতে সম্রাট্ অপেক্ষা দক্ষিণাপথের সুবাদারকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই সন্ধির পর মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে একটী গুরুতর ঘটনায় ...ত হইতে হয়। যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্লাইব বাঙ্গালায় ধীরে ধীরে ...রেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন, তখন ভারত-...পর্ষের দক্ষিণাংশে অন্য একটী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষ ধীরে স্থিত। প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উপনীত হন। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষের নাম হায়দর আলী।

হায়দর আলী।—১৭০২ অব্দে হায়দর আলীর জন্ম হয়। হায়দর আলীর পিতা ফতে মহম্মদ মোগল সরকারে সেনাপতিত্ব করিতেন। পঞ্জাবের কোন একটী যুদ্ধে ফতে মহম্মদের মৃত্যু হয়। এই সময়ে হায়দর আলী মোগল সৈন্যদিগের মধ্যে একটী সামান্য চাকরী করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। সামান্য চাকরীতে যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তিনি অতি সামান্য ভাবে দিনপাত করিতেন। হায়দর আলী ক্ষমতাশূন্য মোগল সম্রাটের কর্ম্ম ছাড়িয়া, ১৭৫০ অব্দে মহীসুর রাজ্যের সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মোগল সম্রাট্‌দিগের সময় হইতে মহীসুর রাজ্য হিন্দুরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। হিন্দু রাজারা প্রায় দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া, এই রাজ্য শাসন করিতে-ছিলেন। উপস্থিত সময়ে মহীসুরের রাজমন্ত্রী নন্দরাজের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা ছিল। যাহা হউক, মহীসুরের সৈনিক-কার্য্যে হায়দর বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, ক্রমে তাঁহার হস্তে দিন্দি-

গল দুর্গের কর্তৃত্ব সমর্পিত হয়। এই সময়ে হায়দর ইচ্ছামত আপনার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই অনুমতি অনুসারে তিনি চারি দিক হইতে দস্যু-সেনা সংগ্রহ করিতে থাকেন। সাত বৎসরের মধ্যে তাঁহার অধীনে দশ হাজার সৈন্য হয়। এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্যের অধিপতি হইয়া, হায়দর আলী ১৭৬১ অব্দে মহীসুরের রাজধানী শ্রী ঁ প- পট্টনে উপস্থিত হন এবং তদানীন্তন রাজাকে অপসৃত ক । স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ক্রমে তাঁহার অসা' বীরত্ব চারিদিকে প্রকাশিত হয়, ক্রমে তিনি কৃষ্ণা নদী প আপনার অধিকার বিস্তার করেন। হায়দর আলী লেখা ড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার সাহস, চতুরতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি এই অসাধারণ সাহস, চতুরতা ও বীরত্ব-বলেই মহীসুরে আপনার আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

হায়দর আলীর এইরূপ ক্ষমতা ও প্রাধান্য দেখিয়া, নিজাম ও পেশবা শঙ্কিত হইলেন। নিজাম কালবিলম্ব না করিয়া, মরহাট্টাদের সহযোগে হায়দরের প্রাধান্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজেরাও সন্ধির নিয়ম অনুসারে নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে মরহাট্টারা কাহারও অপেক্ষা না করিয়া মহীসুর রাজ্যের উত্তরাংশে উপস্থিত হইল। হায়দর আলী বহু অর্থ দিয়া, তাহাদের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। নিজামও গোপনে হায়দরের সহিত মিশিলেন। এইরূপে হায়দর একে একে মরহাট্টা ও নিজাম, উভয়কেই হস্তগত করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা ইহাতে নিরস্ত থাকিলেন না। তাঁহারা হায়দরের প্রাধান্য সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ

ঘোষণা করিলেন (১৭৬৬)। এইরূপে মহীসূরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজ কোম্পানীর বহু অর্থ ও বহু সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল।

মহীসূরের প্রথম যুদ্ধ, ১৭৬৭।—চাঙ্গামা নামক স্থানে ইঙ্গরেজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথের সহিত হায়দরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা জয়লাভ করে।

নিজামের সহিত দ্বিতীয় বার সন্ধিস্থাপন, ১৭৬৮।—পর বৎসর ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্য নিজামের রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে নিজাম ভীত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

নিজাম ইঙ্গরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেও হায়দর কিছুমাত্র ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাঁহার সাহস ও পরাক্রম বর্দ্ধিত হইল। অকুতোভয়ে, বিপুল উৎসাহ সহকারে তিনি ইঙ্গরেজ সৈন্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অনেক স্থানে তাঁহার জয়লাভ হইতে লাগিল। ১৭৬৯ অব্দের মার্চ্চ মাসে হায়দর কৌশলক্রমে কর্ণেল স্মিথকে বহু দূরে লইয়া গিয়া, একদল তেজস্বী অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত সহসা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের সম্মুখে আসিলেন। মান্দ্রাজের ইঙ্গরেজেরা তখন প্রাণভয়ে হায়দরের প্রস্তাবিত নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন।

হায়দর আলীর সহিত সন্ধি, ১৭৬৯।—এই সন্ধিতে স্থির হইল যে, উভয়পক্ষ উভয়ের যে সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছেন, তৎসমুদয় উভয়কে প্রত্যর্পণ করিবেন। অধিকন্তু এক পক্ষ কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইলে অপর পক্ষ সেই বিপদ নিবারণে যত্নশীল হইবেন।

হায়দরের মহারাষ্ট্র-রাজ্য আক্রমণ, ১৭৭০।—ইহার পর হায়দর আলী মহারাষ্ট্র রাজ্য আক্রমণ করেন। পেশবা মধুরাও যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্য সৈন্য একত্র করিয়া, আক্রমণকারীকে বাধা দিতে উদ্যত হন। হায়দর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টনে আগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত সন্ধির নিয়ম অনুসারে ইঙ্গরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে স্যর জন্ লিণ্ডসে মান্দ্রাজের কার্য্য সুব্যবস্থিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি হায়দরকে পরিত্যাগ করিয়া, মরহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। সুতরাং হায়দর ইঙ্গরেজদিগের নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইলেন না। তিনি ইহাতে যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়া, নগদ ৩৬ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, মরহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের এই বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক রহিল। হায়দর কোরাণ স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিলেন যে, তিনি যে কোন উপায়ে হউক, ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ১৭৭২-১৭৮৫।

হেষ্টিংসের পূর্ব্ব বিবরণ।—১৭৩২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম হয়। সুতরাং হেষ্টিংস ক্লাইব অপেক্ষা সাত

বৎসরের ছোট। যাহা হউক, অধ্যয়নে হেষ্টিংসের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দশ বৎসর বয়সে তিনি ওয়েষ্টমিনষ্টর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এইখানে, ইলাইজা ইম্পে ও প্রসিদ্ধ কবি উইলিয়ম কাউপর তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। হেষ্টিংস ক্লাইবের ন্যায় ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিতেন না, কিম্বা দুরন্ত বালকদিগকে একত্র করিয়া, নানাস্থানে উৎপাত করিতেন না। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৭৫০ অব্দে আঠার বৎসর বয়সে হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কেরাণী হইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর, তিনি মুর্শিদাবাদে যাইয়া মীরজাফরের দরবারে কোম্পানীর এজেণ্ট হন। ১৭৬১ অব্দে কলিকাতা কৌনসিলের মেম্বরের কার্য্য-ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করেন। তথায় প্রায় ৭ বৎসর থাকিয়া, ১৭৬৯ অব্দে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের মেম্বর হইয়া আবার ভারতবর্ষে আইসেন। ১৭৭২ অব্দে হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তার পদে অধিরোহণ করেন।

বাঙ্গালার অবস্থা।—ক্লাইব ইঙ্গরেজ কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেও রাজস্ব-সংগ্রহ বা শাসন-কার্য্যের ভার আপনাদের হাতে আনেন নাই। বাঙ্গালা ও বিহারের নায়েব দেওয়ানেরা এই সকল কাজ নবাবের নামে সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং কোম্পানী প্রকৃত প্রস্তাবে দেওয়ান হইলেও প্রথম প্রথম শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ক্লাইব এই দ্বিবিধ শাসন-প্রণালীর সৃষ্টি-কর্ত্তা। শেষে এই শাসন-প্রণালীতে অনেক গোলযোগ ঘটিতে লাগিল।

ক্লাইব স্বদেশে চলিয়া গেলে এতদ্দেশ এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। চোর ডাকাইতেরা নানাস্থানে উৎপাত করিয়া বেড়াইত। যাহার কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই পরের উপর আপনার প্রাধান্য স্থাপন করিত। রাজা যে, যথানিয়মে রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা তখন প্রজাদিগের ধারণায় ছিল না। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীরা আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ অনেক ভূমি নিষ্কর করিয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইতে থাকে। আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা কিছুতেই এই ভয়ঙ্কর অন্ন-কষ্ট নিবারণ করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে রাজস্বের অতিশয় ক্ষতি হয় এবং দেশের যার-পর-নাই দুরবস্থা ঘটে। এইরূপ দুরবস্থার সময় ওয়ারেণ হেষ্টিংস শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ এবং রাজা সেতাব রায়ের পদচ্যুতি— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার এবং রাজা সেতাব রায় বিহারের নায়েব দেওয়ান ছিলেন। রাজস্বের অনেক ক্ষতি হওয়াতে হেষ্টিংস ইহাঁদের উপর সন্দেহ করিয়া উভয়কেই কলিকাতায় আনিয়া এক প্রকার বন্দীভাবে রাখিলেন। নায়েব দেওয়ানের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। মহারাজ নন্দ-কুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস বাঙ্গালার নবাবের দেওয়ান এবং মণিবেগম অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাবের রক্ষয়িত্রী হইলেন। এই অবধি আবার মহারাজ নন্দকুমারের প্রভুত্ব বাড়িল। তাঁহার লোক

প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। হেষ্টিংস পূর্ব্বাবধি নন্দকুমারের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এখন তিনি নন্দকুমার এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রদর্শন করাতে সকলেই বিস্মিত হইলেন। হেষ্টিংস এই সময় মহারাজ নন্দকুমারের সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, "নন্দকুমার যখন মীরজাফরের কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন তিনি ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে কোন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার প্রভুর মন্দ করেন নাই। এখন তিনি ইঙ্গরেজদিগের প্রজা হইলেন, সুতরাং এখন ইঙ্গরেজদিগের প্রতিও সেইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইবেন।" হেষ্টিংসের এই কথায় মহারাজ নন্দকুমারের বিশ্বস্ততা ও প্রভু-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাব রায় বহুদিন বন্দীভাবে থাকিয়া, শেষে অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইলেন।

রাজস্ব-ঘটিত বন্দোবস্ত, ১৭৭২।—ইঙ্গরেজ কোম্পানী ১৭৭২ অব্দে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস শাসন-কার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্য কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করেন। এই নিয়ম অনুসারে—

(১) বাঙ্গালা প্রদেশ, চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ণীয়া, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এই চৌদ্দ জেলায়, আর বিহার প্রদেশ রামগড়, সাহাবাদ, সারণ ও ত্রিহুত এই চারি জেলায় বিভক্ত হইল।

(২) প্রত্যেক জেলায় এক এক জন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী

রাজস্ব-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের রাজকীয় উপাধি "কলেক্টর" হইল।

(৩) ধনাগার ও অন্যান্য কার্য্যালয় মুর্ষিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিল।

(৪) প্রতি জেলায় এক একটী দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপিত হইল। কলেক্টরগণ দেওয়ানী আদালতের বিচার-ভার পাইলেন। ফৌজদারী আদালতের বিচার ভার কাজী ও মুফ্তীর হস্তে সমর্পিত হইল।

(৫) আপীল শুনিবার নিমিত্ত সদর দেওয়ানী ও সদর-নিজামত্ নামক দুটী প্রধান বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। * গবর্ণর এবং কৌন্সিলের মেম্বরগণ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

(৬) ফৌজদারী আদালতের তত্ত্বাবধান এবং শান্তি-রক্ষার জন্য প্রতি জেলায় "ফৌজদার" নামক এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন।

এইরূপে হেষ্টিংস রাজকীয় কার্য্য-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। কিন্তু ইহাতেও অত্যাচার-স্রোত শীঘ্র শীঘ্র নিরুদ্ধ হয় নাই। কলেক্টরগণ অতিরিক্ত হারে কর গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা দেশীয় মোকদ্দমা কিছুমাত্র বুঝিতেন না। তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই হইত। ইহাতে সকল সময় সুবিচার হইত না। অনেক সময়ে কর্ম্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, অত্যাচারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেন।

* এই উভয় আদালতই প্রথমে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষে কেবল সদর নিজামত্ আদালত মুর্ষিদাবাদে উঠিয়া যায়। মুসলমান বিচারকগণ এই আদালতের বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

দুর্ভিক্ষের উপর এইরূপ অত্যাচার হওয়াতে প্রজারা একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফলে ইঙ্গরেজ-শাসনের প্রথম অবস্থায় প্রজাসাধারণ যারপরনাই উৎপীড়িত হইয়াছিল। মুসলমান নবাবদিগের শাসন-সময়ে দেশে এরূপ অত্যাচার হয় নাই।

কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি।—রাজস্ব-ঘটিত শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস্‌ অন্যান্য উপায়ে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়। বাঙ্গালার নবাবকে যে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস তাহা কমাইয়া অর্দ্ধেক করেন। ইহাতে প্রায় ১৬,০০,০০০ টাকা বাঁচিয়া যায়। লর্ড ক্লাইব কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাট শাহ আলমকে দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট এখন মরহাট্টাদের একান্ত আয়ত্ত হইয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে কাজ করাতে হেষ্টিংস উক্ত দুই প্রদেশ সম্রাটের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, আবার অযোধ্যার নবাবের নিকট বিক্রয় করেন। ইহাতে কোম্পানীর ৫০ লক্ষ টাকা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত দিল্লীর সম্রাটকে বার্ষিক যে ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস্‌ তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। এই সকল কার্য্য করিয়া, হেষ্টিংস্‌ কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনার সুনীতির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৭৭৩-১৭৭৫।—সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়, তখন অযোধ্যার নিকটবর্ত্তী রোহিলখণ্ডের অধিবাসীরা স্বাধীনতা অবলম্বন করে। রোহিলারা সুশ্রী, সুগঠিত ও বলবীর্য্যশালী। ইহারা সাহসে ও বীরত্বে এক সময়ে ইতিহাসে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। মোগল-

সাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে যখন পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তেজস্বী আফগান ভূপতির শাসনাধীনে রোহিলখণ্ডের কোন রূপ দুরবস্থা ঘটে নাই। তখনও রোহিলখণ্ড সুখ ও শান্তি এবং শস্য-সম্পত্তিতে শ্রীসম্পন্ন ছিল। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এই সমৃদ্ধিপূর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিতে উৎসুক হন। রোহিলারা দীর্ঘ কাল হইতে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে সুজাউদ্দৌলার কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা ন্যায়ের উপদেশ শুনিলেন না। তিনি ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যে রোহিলখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিতে যত্নশীল হইলেন। ১৭৭৩ অব্দে বারাণসীতে হেষ্টিংসের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। হেষ্টিংস নবাবের সাহায্যার্থ এক দল সৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন, নবাবও এই সৈন্যের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, ইঙ্গরেজ কোম্পানীকে ৪০ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। যখন লর্ড ক্লাইব অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন, তখন নবাব ক্লাইবকে ১০ লক্ষ টাকা উপহার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ক্লাইব এই দান গ্রহণ করেন নাই। ক্লাইব যে ১০ লক্ষ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, হেষ্টিংস্ অসঙ্কুচিতচিত্তে নবাবের নিকট হইতে সেই ১০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া, নিরপরাধী রোহিলাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন।

১৭৭৪ অব্দে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য রোহিলখণ্ডে উপস্থিত হইল। রোহিলারা এই বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অনেক চেষ্টা করিল, অনেক অর্থ দিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু তাহাদের এইরূপ অনুনয় বিনয়ে, এইরূপ কাতরতা প্রকাশে কোন ফল হইল না। রোহিলারা অবশেষে আপনাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইতে পারিল না। তাহাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইল, তাহাদের অধ্যক্ষ হাফেজ রহমৎ রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। যুদ্ধের সময় অযোধ্যার নবাব দূরে ছিলেন, এখন রোহিলাদিগকে পরাজিত দেখিয়া, তিনি রোহিলখণ্ডে আসিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জনপদে অবাধে নরশোণিত-স্রোত বহিতে লাগিল, অবাধে সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। এক লক্ষেরও অধিক লোক আপনাদের গৃহ ছাড়িয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে কিছুতেই রোহিলাদিগের অব্যাহতি লাভ হইল না। তাহাদের বাণিজ্য, তাহাদের শস্য-সম্পত্তি তাহাদের অর্থ, সমস্তই উৎসন্ন হইয়া গেল। হেষ্টিংস্ ৪০ লক্ষ টাকার জন্য এই অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচারের কাহিনী নীরবে ধীরভাবে শুনিলেন, অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য কোন রূপ চেষ্টা করিলেন না। দুরন্ত শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষের একটী সুন্দর জনপদ এইরূপে সৌন্দর্য্য-ভ্রষ্ট হইল; আর এই সুন্দর জনপদের সুশ্রী ও সুগঠিত অধিবাসীরা নিরন্ন ও নিপীড়িত হইয়া, কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগিল।

শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র, ১৭৭৩।—কোম্পানীর কার্য্য-বিশৃঙ্খলার সংবাদ বিলাতে পঁহুছিল। বিলাতের অনেকে এজন্য যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় এসম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল। এপর্য্যন্ত কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া

আসিতেছিলেন। এখন পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের কোন কোন কার্য্য আপনাদের হস্তে রাখিতে ইচ্ছা করিয়া, একটী ব্যবস্থা-পত্র প্রণয়ন করিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে স্থির হইল যে,—

(১) কলিকাতা গবর্ণর "গবর্ণর জেনেরল" নামে উক্ত হইবেন, তাঁহার সহকারিতার জন্য একটী কৌন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইবে। মন্ত্রিসভায় চারি জন সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনেরলগণ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতনে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইবেন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইঙ্গরেজাধিকৃত স্থানসমূহে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

(২) গবর্ণর জেনেরল মন্ত্রি-সভার সাহায্যে শাসন-কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান জন্য আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

(৩) কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামক একটি বিচারালয় স্থাপিত হইবে। এই বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিন জন অধস্তন বিচারপতি থাকিবেন। ইহাঁদের নিয়োগ সম্বন্ধে কোম্পানীর কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

(৪) কোম্পানীর ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত কার্য্য সময়ে সময়ে ইঙ্গলণ্ডের রাজমন্ত্রীর গোচর করিতে হইবে।

হেষ্টিংসের ক্ষমতা ও কার্য্য-দক্ষতার উপর কোম্পানীর অধ্যক্ষদিগের আস্থা ছিল। সুতরাং হেষ্টিংস এই অভিনব ব্যবস্থা অনুসারে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। বারওয়েল, জেনেরল ক্লেবারিং, মেজর মন্‌সন এবং ফিলিপ্ ফ্রান্সিস এই চারি জন মন্ত্রি-সভার সভ্যের পদ গ্রহণ করিলেন। আর হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী স্যর ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির

পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রিসভার সভ্যদিগের মধ্যে বারওয়েল সাহেব পূর্ব্বাবধি এদেশে থাকিয়া, কোম্পানীর কার্য্য করিতেছিলেন। অবশিষ্ট তিন জন ইঙ্গলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

মন্ত্রি-সভার অভিনব সভ্যদিগের সহিত হেষ্টিংসের বিবাদ, ১৭৭৪-১৭৭৫।—অভিনব কৌন্সিলের এই তিন জন মেম্বর ১৭৭৪ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ইহাঁরা হেষ্টিংসের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইহাঁদের ধারণা ছিল, হেষ্টিংস্‌ সাতিশয় অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা; সুতরাং সকল সময়ে হেষ্টিংস্‌কে অপদস্থ করিতেই ইহাঁরা কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ইহাঁরা কৌন্সিলের সভ্যের পদ গ্রহণ করিয়াই, রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধের কথা তুলিয়া, হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস্‌ মিডল্টন নামক কোম্পানীর এক জন কর্ম্মচারীকে অযোধ্যার নবাবের দরবারে এজেণ্ট স্বরূপ রাখিয়াছিলেন, নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আনিয়া, তৎপদে ব্রিষ্টো নামক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, মেম্বরেরা সে বন্দোবস্ত পরিত্যাগ করিয়া অভিনব বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিলেন। ক্লেবারিং, মন্‌সন এবং ফ্রান্সিস্‌ তিন জনেই এক পক্ষে ছিলেন, সুতরাং মন্ত্রি-সভায় তাঁহাদেরই জয়লাভ হইল। অভিনব বন্দোবস্ত অনুসারে একদল সৈন্য নবাবের রাজ্যে রাখা হইল, আর নবাব কোম্পানীকে বারাণসী প্রদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে হেষ্টিংস্‌ অভিনব মেম্বরদিগের নিকট অপদস্থ হইতে লাগিলেন। ইহার উপর আর একজন ক্ষমতাশালী লোক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

নন্দকুমারের ফাঁসি, ১৭৭৫।—মহারাজ নন্দকুমার রায় কৌন্সিলের নূতন মেম্বরদিগের পক্ষে যাইয়া, হেষ্টিংস্ যে সমস্ত উৎকোচ লইয়াছিলেন, তৎসমুদয় প্রকাশ করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে কৌন্সিলে বড় গণ্ডগোল বাধিল। হেষ্টিংস্ বড় বিপদে পড়িলেন। মহারাজ নন্দকুমার যেমন সম্ভ্রান্ত, তেমনি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। হেষ্টিংস্ এই ক্ষমতাপন্ন শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ উত্থাপিত হইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষ মোহনপ্রসাদ নামক এক জন ব্যবসায়ী হেষ্টিংসের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য নন্দকুমারের উপর জালবর্ণের দোষারোপ করিয়া, মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিল। নন্দকুমার সুপ্রীমকোর্টে আনীত হইলেন। এই খানে প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পে এবং ইঙ্গরেজ জুরীদিগের সমক্ষে তাঁহার বিচার হইতে লাগিল। ইঙ্গরেজ জুরীরা নন্দকুমারকে অপরাধী স্থির করিলেন, প্রধান বিচারপতি অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মহারাজ নন্দকুমার ইহাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হইলেন না, তাঁহার সাহস ও স্থিরতা পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত রহিল। তিনি অকুতোভয়ে অবিচলিত সাহস-সহকারে পাল্কীতে চড়িয়া, ফাঁসি-স্থলে উপনীত হইলেন। বাঙ্গালার অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ইঙ্গরেজেরা যে, দেশের প্রভূত সম্পত্তিশালী ও প্রভূত সম্মানাস্পদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ হরণ করিবে, অকারণে ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবে, ইহা তাঁহারা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। শেষে মহারাজের দেহ যখন ফাঁসি-কাষ্ঠে লম্বমান হইল, তখন সকলের হৃদয়ই কাঁপিয়া উঠিল,

সকলেই গভীর আতঙ্কে অভিভূত হইলেন। অনেকে পবিত্র ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া, বিষণ্ণ চিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এইরূপে ১৭৭৫ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ-বায়ুর অবসান হইল। স্যর ইলাইজা ইম্পে এইরূপে আপনার পূর্ব্বতন সহাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু হেষ্টিংসের উদ্বেগ দূর করিলেন। লর্ড ক্লাইব ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া, হতভাগ্য উমীচাঁদকে প্রতারিত করিলেও সম্মানের সহিত উচ্চতর পদে অধিরোহিত হইয়াছিলেন। আর হতভাগ্য নন্দকুমার জালকরণ-অপরাধে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। জাল করিলে যে, প্রাণদণ্ড হয়, তৎকালে এমন কোন আইন এদেশে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং নন্দকুমার দোষী হইলেও তাঁহার প্রাণদণ্ড করা ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই।

এই ঘটনার পর, আর কেহই হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কোন রূপ অভিযোগ উত্থাপন করিতে সাহসী হয় নাই। ফ্রান্সিস্ প্রভৃতি মেম্বরেরা এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহসা অপদস্থ করিতে পারিলেন না।

মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ, ১৭৭৫-১৭৮২।— ১৭৭২ অব্দে পেশবা মধুরাওর মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবার পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু নারায়ণের পিতৃব্য রাঘবজী ভ্রাতষ্পুত্রকে নিহত করিয়া, স্বয়ং পেশবা হইলে নানা-ফর্ণাবিস ও শকরাম বাপ্পু নামক দুইজন বিচক্ষণ রাজ-কর্ম্মচারী নারায়ণের নবজাত শিশুকে দ্বিতীয় মধুরাও নাম দিয়া, পেশবার পদে অভিষিক্ত করেন এবং আপনারা তাঁহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া, রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হন। রাঘবজী এইরূপে

সিংহাসন হইতে অপসারিত হইয়া,বোম্বাইস্থিত ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী-গণের শরণাগত হন। ১৭৭৫ অব্দের ৬ই মার্চ্চ সুরটে ইঙ্গরেজ-দিগের সহিত রাঘবের এই সন্ধি হয় যে, রাঘব বাণিজ্য করিবার জন্য ইঙ্গরেজদিগকে সালসিত্তি ও বাসেন নামক দুইটী স্থান এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা দিবেন। ইঙ্গরেজেরা রাঘবের সাহায্য করিবেন। এই সন্ধি অনুসারে রাঘবের সাহা-য্যার্থ কর্ণেল কিটিঙ্গের অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। কিটিঙ্গ বরদার নিকটবর্ত্তী আরস্ গ্রামের যুদ্ধে জয়ী হইলেন। মরহাট্টারা কামান ফেলিয়া, নর্ম্মদার অপর পারে পলায়ন করিল। এদিকে কলিকাতা কৌন্সিলের অনভিমতে এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। হেষ্টিংস্ এই গোলযোগ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের মত অন্যরূপ হইল। ফ্রান্সিস্ সুরটের সন্ধি একবারে রদ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ক্লেবারিং ও মন্সন্ ফ্রান্সিসের পক্ষে থাকাতে কৌন্সিলে ফ্রান্সিসের মত বজায় থাকিল। এই মতানু-সারে ১৭৭৬ অব্দের ১লা মার্চ্চ পুরন্দর নামক স্থানে পুনার দর-বারের অপ্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় মধুরাওর অভিভাবকগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হইল।

(১) ইঙ্গরেজেরা সালসিত্তি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিবেন। বাসেন মরহাট্টাদিগকে প্রত্যর্পিত হইবে। অধিকন্তু ইঙ্গরেজেরা বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং বরোচের উপস্বত্ব পাইবেন।

(২) ইঙ্গরেজেরা আর রাঘবজীর পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

রাঘব মরহাট্টাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া, গোদাবরীর অপর পারস্থ প্রদেশে বাস করিবেন।

কিন্তু ইহাতেও উপস্থিত গোলযোগের অবসান হইল না। বিলাতের ডিরেক্টর-সভা সুরটের সন্ধির অনুমোদন করিয়া, পুরন্দর সন্ধি রদ করিবার আদেশ দিলেন। এই সময়ে কৌন্সি-লের অন্যতম সভ্য জেনারেল মন্‌সনের মৃত্যু হইল। বারওয়েল সাহেব হেষ্টিংসের পক্ষে থাকাতে হেষ্টিংস কৌন্‌সিলে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া, সেনাপতি গডার্ডকে মরহাট্টাদিগের জনপদে পাঠাইয়া দিলেন। গডার্ডের পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাঘবজীকে পেশবার গদি দিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধিয়া ও হোল-কার উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক পেশবার সাহায্য করিতে ছিলেন মধুজী সিন্ধিয়ার অধীনে মরহাট্টারা এই সৈন্যদলকে বর্গম নামক স্থানে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে যে, ইঙ্গরেজ সেনা-পতি রাঘবজীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমস্ত বিজিত জনপদ মর-হাট্টাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকার করিয়া, তাহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৯)। বর্গমে বোম্বাই গবর্ণ-মেণ্টের সৈন্য এইরূপ পরাজিত ও নিগৃহীত হইলে সেনাপতি গডার্ড দক্ষিণাপথে প্রবেশ করিয়া অহমদাবাদে হোলকর ও সিন্ধি-য়াকে পরাজিত করিলেন (১৭৭৯)। এদিকে মেজর পপ্‌হামকর্ত্তৃক সিন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়র অধিকৃত হইল (১৭৮০)। প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের এইরূপ জয়লাভ হইল বটে, কিন্তু শেষে সেনাপতি গর্ডাড পুনা আক্রমণ করিতে যাইয়া, হোলকারের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। এই সময়ে হায়দরআলী আবার

ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইযাছিলেন। এজন্য ইঙ্গরেজেরা আর যুদ্ধ না করিয়া, ১৭৮২ অব্দের ১৭ই মে সালবাই নামক স্থানে মরহাট্টাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিতে স্থির হইল যে,—

(১) পুরন্দর সন্ধির পর ইঙ্গরেজেরা মরহাট্টাদিগের যে সকল জনপদ অধিকার করিয়াছেন, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিবেন

(২) রাঘবজী শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরহাট্টাদিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া, আপনার মনোনীত স্থানে বাস করিবেন।

সালবাইর সন্ধিতে রাঘবজী পেশবার পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। নানা ফর্ণাবিস ও শকরাম বাপু জয়ী হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

মহীসূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৮০-১৭৮৪।—মহীসূরের অধিপতি হায়দর আলী ক্রমেই আপনার অধিকার বাড়াইতেছিলেন। তিনি কুর্গ অধিকার করেন। পেশবা নারায়ণ রাও নিহত হইলে যখন মরহাট্টাদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয, তখন হায়দর, মরহাট্টারা তাঁহার যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিযাছিল, তৎসমুদয়ই একে একে হস্তগত করেন। ১৭৭৯ অব্দে ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঙ্গরেজেরা ফরাসীদিগের পঁদিচেরী ও মলবর উপকূলস্থিত মাহীনগর আক্রমণ করে। ইঙ্গরেজেরা সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন না করাতে হায়দর তাহাদের উপর জাতক্রোধ ছিলেন, এবং ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ইঙ্গরেজদিগকে নির্যাতন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; এক্ষণে ইঙ্গরেজদিগকে ফরাসীদিগের অধিকার

আক্রমণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল। ইহার পর ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন মরহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন হায়দর, নিজাম, পেশবা, হোলকার, সিন্ধিয়া এবং নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার সহিত মিলিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ করেন। হেষ্টিংসের মন্ত্রণাবলে নিজাম এবং নাগপুরের রাজা ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আসিলেন। কিন্তু হায়দর নিরস্ত হই-লেন না, তিনি ১৭৮০ অব্দের জুলাই মাসে ৮০ হাজার সৈন্য লইয়া, উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় কর্ণাটে প্রবেশ করিলেন। পলিলোর নামক স্থানে কর্ণেল বেলির সহিত হায়দরের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বেলির সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বেলি হায়দরের বন্দী হই-লেন। হায়দর সমস্ত প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া, ক্রমে মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী হইলেন। হেষ্টিংস একবার সেনাপতি গডার্ডকে মরহাট্টাদিগের জনপদে পাঠাইয়া দক্ষিণাপথে ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আবার বন্দিবাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর স্যর আয়ার কূটকে বহুসংখ্য সৈন্য ও অর্থের সহিত মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। কূট আসিয়া কডালুরের নিকটবর্ত্তী পোর্টনবতে এবং সেলিমগড়ে হায়দরকে পরাজিত করিলেন, (১৭৮১)।

১৭৮২ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর আশী বৎসর বয়সে হায়দর আলীর মৃত্যু হয়। তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী পূর্ণিয়া এই মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে সৈন্যদিগের সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। যাবৎ হায়দরের পুত্র টিপু সাহেব সৈন্যদিগের অধ্যক্ষতা গ্রহণ না করেন, তাবৎ পূর্ণিয়া হায়দরের মৃত্যু-সংবাদ গোপনে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, টিপু অবিলম্বে মহীসুরের শাসন-দণ্ড পরিগ্রহ করিলেন,

১ লক্ষ শিক্ষিত সৈন্য এখন তাঁহার অধীন হইল। টিপু এই সৈন্য লইয়া ইঙ্গরেজদিগের মঙ্গলূরের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সাহসী সেনাপতি কর্ণেল কাম্বেল, ১,৮০০ জন সৈন্যের সহিত ৯ মাসকাল আত্মরক্ষা করিয়া, পরিশেষে আহার সামগ্রীর অভাবে আক্রমণকারীর নিকট আত্ম-সমর্পণে বাধ্য হইলেন। টিপু যখন মঙ্গলূর দুর্গের অবরোধ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইঙ্গরেজ সেনানী কর্ণেল ফুলর্‌টন পইমঘাট ও কোয়ম্বাটুর অধিকার করিয়া, মহীসুরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপটুন আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। এই সময়ে মান্দ্রাজ কৌন্‌সিলের প্রেসিডেন্ট লর্ড মাকার্টিনে টিপুর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ১৭৮৪ অব্দে মঙ্গলূরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উভয়পক্ষ যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা এই সন্ধি অনুসারে উভয়কে প্রত্যর্পণ করেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের হস্ত হইতে হেষ্টিংসের নিষ্কৃতি লাভ।—দক্ষিণাপথে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিং-সের গৃহ-বিবাদেরও অবসান হইল। জেনেরল ক্লেবারিং গবর্ণর জেনেরলের পদের জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া, শেষে এই দেশেই লোকান্তরিত হইলেন। আর ফিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টিং-সের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহত হইয়া, বিষণ্ণ চিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সুতরাং হেষ্টিংসের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। হেষ্টিংস প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য হইয়া, ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের নিষ্কাশন এবং অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণ।—হেষ্টিংস এখন

নিশ্চিন্ত হইয়া, অর্থ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। অর্থ-সংগ্রহের সময় তিনি ন্যায অন্যায বিচাব করিলেন না। অপরের সর্ব্বনাশ করিযাও বাজকোষ পূর্ণ কবিতে স্থিবপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সর্ব্বাগ্রে বাবাণসীব রাজা চেতসিংহেব উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ইঙ্গবেজ গবর্ণমেণ্ট ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যাব নবাবের নিকট হইতে বারাণসী প্রদেশ পাইলে উহাব বার্ষিক কর সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা স্থির করেন। বারাণসীব রাজা চেতসিংহ নিয়মিতরূপে এই কর দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট করের উপব পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ কবিলেন। চেতসিংহ তিন বৎসব কাল এই অতিরিক্ত টাকা দিযা, শেষে অসামর্থ্যপ্রযুক্ত ১৭৮০ অব্দে উহা দিতে অসম্মত হইলেন, হেষ্টিংস ইহাতে বিবক্তি প্রকাশ কবাতে চেতসিংহ একবাবে ২০ লক্ষ টাকা দিযা, অতিবিক্ত টাকা দিবাব দায হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি ২০ লক্ষের পরিবর্ত্তে ৫০ লক্ষ চাহিলেন। চেতসিংহ নিরুপায় হই-লেন। এদিকে হেষ্টিংস বাবাণসীতে যাইয়া নির্দ্দোষ চেতসিংহকে বন্দী করিয়া, তদীয় ভ্রাতষ্পুত্রকে বাবাণসীব রাজা করিলেন। এই অভিনব বাজাব সহিত বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা কবের বন্দো-বস্ত হইল। চেতসিংহেব লোকেবা ইহাতে যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল। কৃষকেরা কৃষি-ক্ষেত্র ছাড়িয়া, আপনাদের রাজার সাহায্যার্থ অস্ত্রধারণ কবিল। এই উত্তেজনাব গতি চারি শত মাইল ব্যাপিয়া, সমস্ত জনপদে বিস্তৃত হইল। এইরূপে বারাণসীর সমস্ত অধিবাসীরা একত্র হইযা, আপনাদেব অধিপতিকে বন্দিত্ব হইতে বিমুক্ত করিল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য

আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে চেতসিংহ দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। অর্থকামুক গবর্ণর জেনেরলের অত্যাচারে এক জন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইল।

হেষ্টিংস চেতসিংহের সর্ব্বনাশ করিয়াও নিবস্ত হইলেন না অর্থের জন্য আবার অন্য দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাহার মাতা ও স্ত্রী অনেক সম্পত্তির অধিকারিণী হন। সুজার পুত্র আসফ্‌উদ্দৌলা সাতিশয় অকর্ম্মণ্য ও অব্যবস্থিত চিত্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে ইঙ্গরেজ কোম্পানীর যে সৈন্য ছিল, তাহার জন্য তাঁহাকে কোম্পানীর নিকট অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হয। আসফ্‌ এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকট পিতামহী ও মাতার সম্পত্তি হরণের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব হেষ্টিংসের মনোমত হইল। তিনি নিঃসহায় ও নিরপরাধ বেগমদিগের অর্থাপহরণে উদ্যত হইলেন। বেগমেরা ফৈজাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন, হেষ্টিংস্‌ তাঁহাদের পুরী অবরোধ করিয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। ঘোরতর অত্যাচারের পর, হেষ্টিংস্‌ তাঁহাদের নিকট হইতে ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইলেন।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ, ১৭৮৫।—হেষ্টিংসের অন্যায়াচরণের সংবাদ বিলাতে পঁহুছিল। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় অনেকে হেষ্টিংসের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংসের বন্ধু স্যর ইলাইজা ইম্পের কর্ম্ম গেল। ইম্পে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে বিলাতে উপস্থিত হইলেন। হেষ্টিংস্‌ ডিরেক্টর্‌ সভার চেষ্টায় কিছু কাল স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন বটে, কিন্তু ১৭৮৫

তাঁহার কার্য্য-কাল শেষ হইল। হেষ্টিংস্ ঐ বৎসর বসন্ত কালে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করিলেন।

হেষ্টিংসের চরিত্র।—লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষে ব্রিটীশ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, আর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সেই রাজত্বের শাসন-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংসের সময়ে রাজস্ব আদায়ের যেরূপ বন্দোবস্ত হয়, সেইরূপ বিচার-বিভাগের কার্য্যও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ফলে হেষ্টিংস্ শাসন-কার্য্যে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি দুই বৎসর কাল বাঙ্গালার গবর্ণরী করেন এবং অবশিষ্ট এগার বৎসর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সমস্ত ইঙ্গরেজাধিকৃত স্থানে আপনার শাসন-ক্ষমতার পরিচয় দেন। এই সময়ে মরহাট্টাদের সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, টিপু সুলতান ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং দ্বিবিধ শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু হেষ্টিংস্ বড় অর্থলোভী ছিলেন। এই লোভ প্রযুক্ত তিনি আপনার চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীতে, রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধে, চেতসিংহের সর্ব্বনাশে এবং অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণে, হেষ্টিংস্ আপনার বড় দুর্ব্ব্যবহার ও দুরাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। হেষ্টিংসের এই অপকর্ম্মের কাহিনী ইতিহাস হইতে কখনও স্খলিত হইবে না।

হেষ্টিংসের সময়ে কয়েকটী বিশেষ ঘটনা।—১৭৭২ অব্দে জমীদারদিগের সহিত ৫ বৎসরের জন্য বর্দ্ধিত হারে

খাজানার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভিক্ষপ্রযুক্ত অনেকে অঙ্গীকৃত হারে খাজানা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেকের খাজানা বাকি পড়িয়া যায়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এজন্য ১৭৭৭ অব্দ হইতে জমীদারদিগের সহিত বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম হয়। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ হেষ্টিংস্ ১৭৮১ অব্দে "বোর্ড অব রেবিনিউ" নামক একটী সভা স্থাপন করেন। এই সভায় ৪ জন রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন।

হেষ্টিংসের সময়ে ডিরেক্টরেরা এইরূপ আদেশ দেন যে, হিন্দু ব্যবস্থা-শাস্ত্র অনুসারে হিন্দুদের, এবং মুসলমান ব্যবস্থা-শাস্ত্র অনুসারে মুসলমানদের বিচার হইবে। তদনুসারে হালহেড্ সাহেব হিন্দু এবং মুসলমানদের ব্যবস্থা-শাস্ত্র ইঙ্গরেজীতে অনুবাদ করেন। হালহেড সাহেবের রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ উইলকিন্স সাহেবের ক্ষোদিত বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হয়।

১৭৮০ অব্দে কলিকাতায় "হিকিস্ গেজেট" নামক সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মুসলমানদিগের বিদ্যা-শিক্ষার্থ কলিকাতায় যে মাদ্রাসা কালেজ আছে, হেষ্টিংস্ তাহা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৮৪ অব্দে প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিৎ স্যর উইলিয়ম জোন্স্ কর্ত্তৃক "এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল" নামক সভা স্থাপিত হয়।

ইণ্ডিয়া বিল, ১৭৮৪।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যখন বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা করেন, তখন ডিরেক্টরেরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ডিরেক্টর্দিগকে

শাসনে রাখিতে মহাসভার ইচ্ছা হয়। ১৭৮৩ অব্দে প্রধান রাজমন্ত্রী ফক্স্ সাহেব ভারতবর্ষ-শাসন সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা ডিরেক্টরদিগের হাত হইতে লইয়া মহাসভার নিযোজিত কতিপয় ব্যক্তির হাতে দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা আপনাদের ক্ষমতা অপরের হস্তে দিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা গোলযোগ উপস্থিত করাতে ফক্স্ সাহেবের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। পর বৎসর পিট সাহেব ইঙ্গলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী হইয়া উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় নিয়মের পাণ্ডুলেখ্য মহাসভায় উপস্থিত করেন। পিট সাহেবের প্রস্তাব মহাসভায় গ্রাহ্য হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয় যে,—

(১) মন্ত্রিসভার ৬ জন সভ্য লইয়া, "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্" নামক একটী সভা হইবে। ডিরেক্টরেরা বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবেন। কিন্তু শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ডিরেক্টরেরা ভারতবর্ষে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইবেন এবং ভারতবর্ষ হইতে যে সকল কাগজপত্র ডিরেক্টরদিগের নামে আসিবে, তৎসমুদয় "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের" সভ্যদিগকে দেখাইতে হইবে। বোর্ড আবশ্যক মত তৎসমুদয়ের পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) যে কোন কার্য্য গোপনে করিবার প্রয়োজন হইবে, একটী বিশেষ সমিতি তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। এই সমিতির নাম "গুপ্ত সমিতি" হইবে। ডিরেক্টরদিগের মধ্যে ৩ জন এই গুপ্ত সমিতির সভ্য হইবেন।

(৩) মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের কৌন্সিলে তিন জন করিয়া মেম্বর থাকিবেন।

পিট্ সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা ডিরেক্টরদিগের হস্ত হইতে স্খলিত হইল। ডিরেক্টরেরা ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই বোর্ডের অধীন হইয়া রহিলেন।

ইঙ্গলণ্ডে হেষ্টিংসের বিচার, ১৭৮৮-১৭৯৫।— হেষ্টিংস্ ১৭৮৫ অব্দের জুন মাসে ইংলণ্ডে উপনীত হন। তিনি স্বদেশে যাইয়া জীবিত কালের অবশিষ্ট অংশ সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার পঁহুছিবার কয়েক দিবস পরেই ইঙ্গলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ১৭৮৮ অব্দে লর্ড সভায় হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ হয়। বর্ক, সেরিডেন্, ফক্স সাহেব তাঁহার প্রধান অভিযোক্তা হন। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী, রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, চেতসিংহের সর্ব্বনাশ, অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া, ইঁহারা সকলেই হেষ্টিংসের উপর গুরুতর দোষের আরোপ করেন। হেষ্টিংসের বিচার ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাসের একটী প্রধান ঘটনা। এই উপলক্ষে বর্ক প্রভৃতি যে সকল বক্তৃতা করেন, তৎসমুদয় ইঙ্গরেজী ভাষার সর্ব্বপ্রধান বক্তৃতা। প্রায় ৭ বৎসর ব্যাপিয়া হেষ্টিংসের বিচার হয়, প্রায় ৭ বৎসর হেষ্টিংস্ অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে নিষ্কৃতি লাভ করেন। হেষ্টিংসের সহাধ্যায়ী প্রসিদ্ধ কবি কাউপর সাহেব এই সময়ে হেষ্টিংস্‌কে লক্ষ্য করিয়া, নিম্নলিখিত ভাবে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—

"হেষ্টিংস! বালককালে দেখেছি তোমার
হৃদয় পবিত্র সদা সরলতাময়।

সে হৃদয় স্মরি কভু বিশ্বাস না হয়—
এখন হয়েছ তুমি এত দুরাচার।”

এই মোকদ্দমায় হেষ্টিংস্ একবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এ জন্য তাঁহাকে ডিরেক্টরদিগের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়।

লর্ড করণওয়ালিস্, ১৭৮৬-১৭৯৩।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ স্বদেশে যাত্রা করিলে কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর স্যর জন ম্যাক্‌ফার্‌সন সাহেব কুড়ি মাস (১৭৮৫ অব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। তৎপরে ১৭৮৪ অব্দে ইণ্ডিয়া বিল প্রচারিত হইলে লর্ড করণওয়ালিস্ গবর্ণর জেনেরল ও সেনাপতি হইয়া এদেশে উপনীত হন।

লর্ড করণওয়ালিসের সময় পর্য্যন্তও ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা বেতনের অল্পতা প্রযুক্ত উৎকোচ গ্রহণ ও গুপ্ত ব্যবসায় করিতেন। করণওয়ালিস্ ডিরেক্টরদিগের নিকট ইহাদের বেতন বাড়াইবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি হয়।

লর্ড করণওয়ালিসের রাজ্য-শাসন-কাল দুইটী প্রধান ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই ঘটনাদ্বয়ের একটী মহীসুরের তৃতীয় যুদ্ধ, অপরটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

মহীসুরের তৃতীয় যুদ্ধ ১৭৯০-১৭৯২।—মহীসুরের

অধিপতি টিপু ১৭৮৯ অব্দে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য আক্রমণ ও তত্রত্য রাজাকে পরাজিত করেন। ত্রিবাঙ্কোড়-রাজের সহিত ইঙ্গরেজ-দিগের সৌহার্দ্দ ছিল; এজন্য ইঙ্গরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ টিপুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে নিজাম এবং মরহাট্টারা ইঙ্গ-রেজদিগের সহযোগী হন। ১৭৯০ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম যুদ্ধে ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেডোস টিপুর তাদৃশ ক্ষতি করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় বৎসর লর্ড করণওযালিস্ স্বয়ং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, সৈন্য পরিচালনা করেন (১৭৯১)। এবার টিপুর পরাজয় হয়। টিপু আর কোন উপায় না দেখিয়া, সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধি অনুসারে টিপু (১) আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দেন; (২) যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৩ কোটী টাকা দিতে বাধ্য হন এবং (৩) ভবিষ্যতে বিবাদে প্রবৃত্ত না হন, এই জন্য তাঁহার দুইটী পুত্রকে ইঙ্গরেজদিগের নিকট প্রতিভূ স্বরূপ রাখেন (১৭৯২)। টিপু স্বীয় রাজ্যের যে অর্দ্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন, তাহার তিন ভাগ হইল। এক ভাগ নিজাম, এক ভাগ মরহাট্টরা এবং অপর ভাগ ইঙ্গরেজেরা লইলেন। ইহাতে বড়মহল, দিন্দিগল শেলম প্রভৃতি কতিপয় স্থান ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩।—মোগল সম্রাটদিগের সময়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজাদিগের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত হইত। রাজস্বের সংগ্রহ জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন তহসীলদার থাকিতেন। ইহাঁরা শতকরা দশ টাকা কমিশন লইয়া আপনাদের পরিদর্শনাধীন স্থানে খাজানা তহসীল করি-তেন। এই তহসীলদারগণ কালক্রমে "জমীদার" নামে প্রসিদ্ধ

হইয়া উঠেন। আপন আপন এলাকায় জমীদারদিগের অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল। ইহাঁরা প্রজাদিগকে শাসনে রাখিতেন, শান্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিতেন, এবং সমুদয় মোকদ্দমার মীমাংসা করিয়া দিতেন। ইহাঁদের জমীদারী স্বত্ব ক্রমে পুরুষানুক্রমিক হয়। জমীদারদিগের কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সন্তানগণ তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কর্তৃত্ব করিতেন। বড় বড় জমীদারদিগের "রাজা" উপাধি ছিল। যাহা হউক, মুসলমানদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে খাজনা আদায় হওয়াতে প্রতি বৎসরই সংগৃহীত রাজস্বের কমবেশ হইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ যখন রাজস্বের একটী নির্দ্দিষ্ট হার রাখিবার জন্য জমীদারদিগের সহিত পাঁচ বৎসরের বন্দোবস্ত করেন, তখন তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিস্ সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শেষে ১৭৭৭ অব্দে জমীদারদিগের সহিত বার্ষিক বন্দোবস্ত হওয়াতে অনেক গোলযোগ আরম্ভ হইল। জমীদারেরা ভূমির উৎকর্ষ-সাধনে উদাসীন হইলেন। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। কেবল এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত থাকাতে প্রজাদের উপর জমীদারদিগের কিছুমাত্র সমবেদনা রহিল না। প্রজারা অনেক সময়ে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ডিরেক্টরেরা এই অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য ১৭৮৬ অব্দে কোন রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে গবর্ণর জেনেরলকে আদেশ দিলেন।

এই সময়ে জন শোর সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের এক জন সুদক্ষ মেম্বর ছিলেন। উপস্থিত বিষয়ের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল। শোর সাহেব ১৭৮৯ অব্দে এই

কার্য্য আরম্ভ করিয়া, ১৭৯১ অব্দে শেষ করিলেন। আকবর যেমন সমুদয় ভূমি মাপ করিয়া, এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ধরিয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, শোর সাহেব তাহা কিছু করেন নাই। পূর্ব্বে যে যে পরিমাণে রাজস্ব আদায় হইত, তৎসমুদয় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত বন্দোবস্ত করা হয়। এই বন্দোবস্ত অনুসারে স্থির হয় যে,—

(১) রাজস্ব-সংগ্রাহক জমীদারেরা ভূস্বামী বলিয়া গণ্য হইবেন। তাঁহারা "নির্দ্দিষ্ট" রাজস্ব দিয়া, আপন আপন ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পারিবেন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট কখনও এই "নির্দ্দিষ্ট" রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু জমীদারেরা যদি নির্দ্ধারিত দিনে আপনাদের রাজস্ব দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জমীদারী নীলাম হইবে।

(২) রাইযতেরা জমীদারদিগের নিকট হইতে রীতিমত পাট্টা পাইবে। জমীদার পাট্টার অতিরিক্ত কোন নূতন আবওয়াব বা মাথট আদায় করিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হয়। ইহারই নাম "দশসালা বন্দোবস্ত।" পরে ইঙ্গলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে এই "দশসালা" বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইয়া, ১৭৯৩ অব্দে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" নামে প্রসিদ্ধ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে যেমন দেশে ভূস্বামী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি ভূমির উন্নতি সাধনের পথও প্রশস্ত হইয়া উঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তজ্জন্য দেশের অর্থ অনেক পরিমাণে দেশেই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাই-

য়তদিগের তাদৃশ উপকার হয় নাই। জমীদারদিগের হস্তে খাজানা বৃদ্ধির ক্ষমতা থাকাতে রাইয়তদিগকে অনেক সময়ে জমীদারদিগের ইচ্ছানুযায়ী খাজানা দিতে হয়। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের বলে জমীদারদিগের এই কর-বৃদ্ধির ক্ষমতা অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বিচারালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত লর্ড করণওয়ালিসের সময়ে বিচারালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ প্রতি জেলায় এক এক জন কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব-সংগ্রহ, পুলিশের তত্ত্বাবধান এবং দেয়ানী মোকদ্দমার বিচার-ভার সমর্পণ করেন। এক জনে এতগুলি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। এজন্য লর্ড করণওয়ালিস, কলেক্টরদিগের উপর কেবল রাজস্ব-সংগ্রহের ভার রাখেন এবং কাজী ও মুফতীদিগের হস্তে ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির যে ক্ষমতা ছিল, তাহা উঠাইয়া প্রতি জেলায় এক এক জন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের রাজকীয় উপাধি "জজ" হয়। জজেরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী, উভয়বিধ মোকদ্দমারই বিচার-ভার প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের সহকারিতার জন্য এক এক জন রেজিষ্টর এবং কয়েক জন করিয়া মুন্‌সেফ্ নিযুক্ত হন। রেজিষ্টরেরা ২০০ এবং মুন্‌সেফেরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার বিচার করিতেন। বেতনের পরিবর্ত্তে ইঁহারা টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাইতেন।

জেলার জজদিগের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা, তদানীন্তন সময়ের এই চারি প্রধান নগরে চারিটী "প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট"

স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়ে তিন জন জজ, এক জন পণ্ডিত এবং এক জন মৌলবী থাকিতেন।

প্রোবিন্সিয়াল কোর্টের বিচারিত মোকদ্দমার আপীল শুনিবার ভার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত্ আদালতের উপর সমর্পিত হয়। সদর নিজামত্ আদালত মুর্শিদাবাদে ছিল। করণওয়ালিস ১৭৯০ অব্দে উহা কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন।

শান্তিরক্ষার জন্য প্রতি জেলায় কয়েক ক্রোশ অন্তর এক একটী থানা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক থানায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হন।

এতদ্ব্যতীত করণওয়ালিস অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনী সন্তানদিগের বিষয় রক্ষার জন্য "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্" স্থাপন করেন। এখন হইতে এই নিয়ম হয় যে, জমীদারদিগের কাহারও মৃত্যু হইলে যাবৎ তাঁহার নাবালক পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক ও সম্পত্তি রক্ষায় সক্ষম না হয়, তাবৎ কলেক্টর তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। এতদ্দ্বারা অনেক জমীদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছে। করণওয়ালিস আইন-প্রণয়ন ও সঙ্কলনের ভার বার্লো নামক এক জন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৯৩ অব্দে এই সমস্ত আইন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ফরষ্টর সাহেব বাঙ্গালায় এই সমস্ত আইনের অনুবাদ করেন।

এই সকল কার্য্য করিয়া, লর্ড করণওয়ালিস্ ১৭৯৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি শাসন-কার্য্যে আপনার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন অংশে তাঁহার অনুদারতাও পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয়

কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু করেন নাই। পূর্ব্বে দেশীয় লোকে ফৌজদার, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি হইতেন। এখন হইতে সে দিন অন্তর্হিত হইল। এখন দেশীয় লোকে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান কার্য্য হইতে বিচ্যুত হইলেন, ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

(১৭৭৩ অব্দে কোম্পানী যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৭৯৩ অব্দে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। এজন্য উক্ত অব্দে আর ২০ বৎসরের জন্য তাঁহারা সনন্দ লাভ করেন।)

স্যর্ জন্ শোর্, ১৭৯৩-১৭৯৮।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর, স্যর্ জন্ শোর্ ১৭৯৩ অব্দ হইতে ১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহার সময়ে কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। সাধারণ ঘটনার মধ্যে শোর্ সাহেবের কয়েকটী কার্য্য এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য।

(১) ১৭৯২ অব্দের সন্ধি অনুসারে টিপুর দুইটী পুত্র ইঙ্গরেজ-দিগের নিকট প্রতিভূস্বরূপ ছিল। শোর সাহেব ১৭৯৪ অব্দে তাহাদিগকে টিপুর নিকট পাঠাইয়া দেন।

(২) মরহাট্টারা পেশবার অধীনে সজ্জিত হইয়া, নিজামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে শোর সাহেব নিজামের কোনরূপ সহায়তা বা উপস্থিত যুদ্ধ নিবারণ করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। মরহাট্টারা ইহাতে সাহসী হইয়া ১৭৯৫ অব্দে কুর্দ্দলা নামক স্থানে নিজামকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে।

(৩) ১৭৯৫ অব্দে ইঙ্গরেজেরা বারাণসী প্রদেশের সমস্ত শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বাঙ্গালার ন্যায় এ প্রদেশেও রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং কলেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত হন।

১৭৯৮ অব্দে শোর্ সাহেব "লর্ড টেন্‌মাউথ" উপাধি পাইয়া স্বদেশে গমন করেন।

মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি, ১৭৯৮-১৮০৫।

লর্ড টেন্‌মাউথের পর লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণর জেনেরল হইয়া এদেশে আইসেন। ইনি পরে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি উপাধি পাইয়া এই শেষোক্ত নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

লর্ড মর্ণিংটনের রাজনীতি।—লর্ড মর্ণিংটন্ ফরাসিদিগের বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার রাজনীতি এইরূপ ছিল যে, ইঙ্গরেজেরা সকল স্থানেই আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবেন। তাঁহাদের প্রভুশক্তি সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে। এতদ্দেশীয় অধিরাজবর্গ সমুদয় রাজনৈতিক বিষয়ে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া চলিবেন। লর্ড মর্ণিংটনের সময় হইতেই ভারতের ইতিহাসে ক্রমে এই রাজনীতির উন্নতি ও বিকাশ দেখা যায়। শেষে ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারির দিল্লীর সমৃদ্ধ দরবারে ভারতের ব্রিটীশ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লীটন যখন ভারতের সমস্ত অধিরাজবর্গের সমক্ষে প্রকাশ করেন যে, অদ্য হইতে মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের

অধীশ্বরী পদ গ্রহণ করিলেন, তখন এই রাজনীতির চরম ফল পরিস্ফুট হয়।

ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের কর্তৃত্ব, ১৭৯৮-১৮০০।—যখন শোর সাহেব নিজামের সহায়তা করিতে অসম্মত হন, তখন নিজাম ফরাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হন, এবং ফরাসী-সেনা-নায়কদিগকে হয়দরাবাদে আনিয়া আপ্যায়িত করেন। এই অবধি ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষেরা নিজামের সৈন্যের শৃঙ্খলা বিধানে ব্যাপৃত থাকেন। মধুজীর উত্তরাধিকারী দৌলত্ রাও সিন্ধিয়া ফরাসী-সেনানীদিগকে আপনার দলভুক্ত করেন। এদিকে টিপু সুলতানও ফরাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হন। ফরাসীরা শ্রীরঙ্গপট্টনে আসিয়া টিপুকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং তাঁহার সৈন্যের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নশীল হইয়া উঠেন। সুতরাং লর্ড মর্ণিংটন্ যখন ভারতবর্ষে সমাগত হন, তখন ফরাসীরা নিজাম, সিন্ধিয়া ও টিপু সুলতানের সৈন্যদলে কর্তৃত্ব করিতে থাকেন। মর্ণিংটন্ যাহাদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন, এখন তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের তিনটী প্রধান রাজশক্তির পরিচালনায় ব্যাপৃত দেখিলেন। এই সময়ে ফরাসীসাম্রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। নিপীড়িত প্রজাবর্গ আপনাদের অধিপতি সপ্তদশ লুইর প্রাণদণ্ড করিয়া, সাধারণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। টিপু ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রের প্রতি সমবেদনা দেখাইতেছিলেন। তিনি আপনার রাজধানীতে ফরাসীদিগকে স্বাধীনতার নামে উৎসর্গীকৃত বৃক্ষ রোপণ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন, এবং আপনি সাধারণতন্ত্র-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মরিসস্ দ্বীপের

ফরাসী গবর্ণর সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রের প্রতি আস্থা দেখাইয়া ইঙ্গরেজ-দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহার উপর সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশরে থাকিয়া, টিপুকে ইঙ্গরেজদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং ভারত-বর্ষে আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা, ১৭৯৮।—লর্ড মর্ণিংটন্ ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের সমস্ত আশাভরসা নির্ম্মূল করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইবের অস্ত্রে এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজনীতিতে বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অযোধ্যার নবাব ইংঙ্গরেজদিগের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহাদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথে টিপু, নিজাম ও মরহাট্টারা প্রবল ছিলেন। মহারাষ্ট্রচক্রে পেশবা বাজিরাও অপেক্ষা দৌলত্ রাও সিন্ধিয়া, যশোবন্ত রাও হোলকার এবং নাগপুর-রাজ রঘুজী ভোঁসলা অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রঘুজী আধিপত্য করিতেছিলেন। ইঁহার অধীনে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিল। দৌলত্ রাও বিন্ধ্যাচলের উত্তরে আগরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত জন-পদের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার প্রায় ষাটি হাজার সৈন্য পেরণ নামক এক জন ফরাসী-সেনাপতির অধীনে শিক্ষিত হইতেছিল। আর পরাক্রান্ত যশোবন্ত রাও বোম্বাই ও সিন্ধিয়ার অধিকারের মধ্যস্থলে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন। ইনি প্রায়

আশী হাজার সৈন্য যুদ্ধ-স্থলে একত্র করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত নিজামের রাজ্যে দশ হাজার সৈন্য রেমণ্ড নামক ফরাসী-সেনাপতির অধীনে ছিল। লর্ড মর্ণিংটন্ এইরূপ বহুসংখ্য সৈন্যের অধিপতি অধিরাজবর্গের মধ্যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমুত্থিত হইলেন।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৯৮।—টিপু সুলতান যুদ্ধের আয়োজন করাতে লর্ড মর্ণিংটন্ কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু টিপু গর্ব্ব-স্ফীত হইয়া কোন সদুত্তর দিলেন না। গবর্ণর জেনেরল এই গর্ব্বিত ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে নিজাম ফরাসী-সৈন্যদিগকে বিদায় দিলেন এবং ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরিক্ত কোন ইউরোপীয়কে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহীসূরের চতুর্থ যুদ্ধ, ১৭৯৯।—টিপু প্রথমে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিরাজবর্গ এবং আফগানস্থানের অধিপতিকে ইংঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া, ফরাসীদিগের সাহায্য-প্রার্থী হন। ফরাসীদিগের সাহায্য-প্রাপ্তির প্রত্যাশাতেই তিনি সগর্ব্বে যুদ্ধের আয়োজন করেন। লর্ড মর্ণিংটন্ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া, সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে দুই দল সৈন্য টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিল। হারিস্ মান্দ্রাজ-সৈন্যের এবং ষ্টুয়ার্ট বোম্বাই-সৈন্যের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে নিজাম যে সকল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন,

গবর্ণর জেনেরলের ভ্রাতা স্যর্ আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেন। আর্থর্ ওয়েলেস্‌লি সেনাপতি হইয়া এদেশে আইসেন, শেষে স্বদেশে যাইয়া "ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধে প্রসিদ্ধ রণবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন।

ইঙ্গরেজ সৈন্য এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, শ্রীরঙ্গপট্টন আক্রমণ করিল। যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন। তাঁহার দেহ শব-রাশির মধ্যে পাওয়া গেল, এবং প্রভূত সম্মানের সহিত উহা হায়দর আলীর শবের পার্শ্বে সমাহিত হইল। লর্ড মর্ণিংটন্ মহীসুর রাজ্যের তিন অংশ করিয়া এক অংশ নিজামকে দিলেন, এক অংশ ইঙ্গরেজ কোম্পানীর জন্য রাখিলেন এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ রাজ্যের মধ্য অংশ, হায়দর আলী মহীসুরের যে হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশীয় একটী শিশুকে সমর্পণ করিলেন। টিপুর সন্তানগণ বৃত্তিভোগী হইয়া, বেলোরের দুর্গে রহিলেন। যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে লর্ড মর্ণিংটন্ "মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি" এবং সেনাপতি হারিস্ "লর্ড" উপাধি পাইলেন।

কোম্পানীর রাজ্যবৃদ্ধি, ১৭৯৯-১৮০১।—মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি এখন আপনার অবলম্বিত রাজনীতি অনুসারে কোম্পানীর রাজ্য বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। বলে, কৌশলে যে কোনরূপেই হউক, ব্রিটীশ কোম্পানীর প্রাধান্য স্থাপন এবং ব্রিটীশ কোম্পানীর রাজ্য সম্প্রসারণই ওয়েলেস্‌লির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। টিপু সুলতানের পতনের পর এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইল। ওয়েলেস্‌লি তাঞ্জোরের রাজাকে বৃত্তি-

ভোগী করিয়া, উক্ত জনপদের শাসন-ভার আপনাদের হস্তে লইলেন (১৭৯৯)। হয়দরাবাদের নিজাম মহীসূর রাজ্যের যে অংশ পাইয়াছিলেন, তাহা আপনার রাজ্যস্থিত ইঙ্গরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কোম্পানীকে দিলেন। ইহাতে মহীসূর রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটীশ কোম্পানীর হস্তগত হইল (১৮০০)। এদিকে সুরটের নবাব এবং কর্ণাটের নবাবও তাঞ্জোর-রাজের ন্যায় বৃত্তিভোগী হইলেন। ১৮০০ অব্দে সুরট এবং ১৮০১ অব্দে কর্ণাট কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীন হইল। অযোধ্যায় শান্তিরক্ষার্থ ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্য থাকিত। নবাব উহার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। উপস্থিত সময়ে ওয়েলেস্‌লি কৌশলক্রমে আর দুই দল সৈন্য অযোধ্যায় রাখিলেন। এই সূত্রে ১৮০১ অব্দের ১৪ই নবেম্বর নবাব সাদতআলির সহিত সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে সাদতআলি অতিরিক্ত সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাঙ্গালা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব এবং রোহিলখণ্ড, অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশেরও অধিক ইঙ্গরেজ-কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লির সাধনা সিদ্ধ হইল। তিনি ফরাসীদিগের সম্মুখে মহীসূরে আপনাদের জয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন, সুরট ও কর্ণাট শাসনাধীন রাখিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের বার্ষিক ১,৩৬,২৩,৪৭৪ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে ব্রিটীশ অধিকার সম্প্রসারিত হইল। ইহার পর ওয়েলেস্‌লি মহারাষ্ট্রীয় অধিরাজবর্গের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন।

মহারাষ্ট্রা ভূপতিগণ, ১৮০০।—১৮০০ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়

চক্রে পাঁচ জন প্রধান ভূপতি ছিলেন। পশ্চিম ঘাটের পার্ব্বত্য প্রদেশে পুনার পেশবা আধিপত্য করিতেছিলেন। গুজরাটে বরদার গাইকবাড়ের কর্ত্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভাবতবর্ষে গোবালিযবে সিন্ধিযা এবং ইন্দোবে হোলকাব আপনাদেব প্রাধান্য রক্ষা কবিতে-ছিলেন। পূর্ব্বাংশে নাগপুবের রঘুজী ভোঁসলা বেবাব হইতে উডি-ষ্যার উপকূল পর্য্যন্ত আপনাব শাসনদণ্ড অব্যাহত রাখিতেছিলেন। মার্কুইস অব্ ওযেলেস্‌লি এই সকল মবহাট্টা ভূপতিব রাজ্যে ব্রিটীশ কোম্পানীব সৈন্য বাখিযা তাঁহাদিগকে অযোধ্যাব নবা-বেব ন্যায সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ কবিতে যত্নশীল হন। ১৮০২ অব্দে পেশবা হোলকাব কর্ত্তৃক পবাজিত হইযা বাসেন নামক স্থানে গবর্ণর জেনেবলের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষব কবেন। এই সন্ধি অনুসাবে পেশবা তাঁহাব বাজ্যস্থিত কোম্পানীব সৈন্যেব ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কতিপয় জনপদ সমর্পণ কবেন এবং এতদ্দেশীয়, কি ইউরোপীয়, কোন ভূপতিব সহিত সংস্রব বাখিতে পাবিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হন। পেশবাব এইরূপ অধীনতা স্বীকাবে সিন্ধিযা এবং নাগপুব-বাজ উভযেই সাতিশয় বিবক্ত হন এবং উভযেই আপনাদের জাতীয় গৌববরক্ষার্থ ইঙ্গবেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধেব আযোজন কবেন। এইরূপে মরহাট্টাদিগেব সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

মরহাট্টাদিগেব সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, ১৮০২-১৮০৪।—মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি উপস্থিত যুদ্ধেব সমুদয় বন্দোবস্ত কবেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে স্তর্ আর্থব্ ওয়েলেস্‌লিব উপব দক্ষিণাপথে যুদ্ধ কবিবাব ভার এবং সেনাপতি লেকের*

* ইনি পরে "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

উপর আর্য্যাবর্ত্তে যুদ্ধ করিবার ভার সমর্পিত হয়। আর্থর ওয়েলেস্লি আসাই এবং আর্গম্ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অহমদনগর অধিকার করেন। সেনাপতি লেকও আর্য্যাবর্ত্তে আলীগড় এবং লাসোয়ারীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা আপনাদের অধীনে আনেন। এই যুদ্ধে সিন্ধিয়ার ফরাসীসৈন্য নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়ে। ১৮০৩ অব্দে সিন্ধিয়া এবং রঘুজী ভোঁসলা উভয়েই ইঙ্গরেজদিগের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করেন। সন্ধির নিয়মানুসারে ইঙ্গরেজেরা রঘুজীর নিকট হইতে পুরী, কটক এবং বালেশ্বর প্রাপ্ত হন। ইহার পর সিন্ধিয়াও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, বরোচ এবং অহমদনগর দিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন (১৮০৩)।

রঘুজী ভোঁসলা এবং দৌলত্ রাও সিন্ধিয়ার সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলেও যশোবন্ত রাও হোলকার অবনতমস্তক হইলেন না। অবিলম্বে তাঁহার সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের পরাজয় হইল। কর্ণেল মন্‌সন্ হোলকারের আক্রমণে ভীত হইয়া, আগ্রায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (১৮০৪)। ইহাতে হোলকারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। ভরতপুর-রাজ রণজিৎ তাঁহার এক জন প্রধান সহযোগী হইলেন। কিন্তু শেষে দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে পরাজিত হইয়া, হোলকার ভরতপুরের দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেনাপতি লেক এই দুর্গ অধিকার করিতে পারিবার চেষ্টা করিলেন, চারি মাস কাল উহা অবরোধ

করিয়া থাকিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না (১৮০৫)।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির পদচ্যুতি, ১৮০৫।—লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে ব্রিটীশ কোম্পানীর রাজ্য পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণ হয়। উত্তর ভারতবর্ষে লর্ড লেকের যুদ্ধে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইঙ্গরেজদিগের শাসনাধীন হয়। দক্ষিণ পূর্ব্ব ভারতবর্ষে কোম্পানী বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত স্থানের প্রায় সমুদয় অংশে আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু এরূপ অনাবশ্যক যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি করা, ডিরেক্টরদিগের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তাঁহারা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে পদচ্যুত করিয়া, লর্ড করণওয়ালিস্‌কে তৎপদে নিযুক্ত করেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অমনোযোগী হন নাই। মৃতবৎসা হিন্দু মহিলারা আপনাদের সন্তানগণের দীর্ঘজীবন কামনায় প্রথমজাত সন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিত। লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন (১৮০১)। সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-ভার গবর্ণর জেনেরল এবং কৌন্‌সিলের সদস্যগণের হস্তে ছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল যথানিয়মে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় পাইতেন না। এজন্য ওয়েলেস্‌লি তিন জন স্বতন্ত্র বিচারকের উপর উক্ত কার্য্য-ভার সমর্পন করেন। এতদ্ব্যতীত ইঙ্গরেজ সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা শিখাইবার জন্য "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮০০)। এই উপলক্ষে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক লিখিতে

আরম্ভ করেন। রাম রামবসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী", কেরী সাহেবের ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি এই সময়ে প্রণীত ও প্রচারিত হয়।

মার্কুইস্ অব্ করণওয়ালিস্, ১৮০৫।

ডিরেক্টরেরা মার্কুইস্ অব্ করণওয়ালিস্‌কে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। মার্কুইস্ অব্ করণওয়ালিস্ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসিয়া, এই আদেশ প্রতিপালন জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষাকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণ সময়ে গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার আসিয়া আড়াই মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। করণওয়ালিসের মৃত্যুর পর, কৌন্‌সিলের প্রধান সদস্য স্যর্ জর্জ্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করেন।

স্যর্ জর্জ্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭।

স্যর জর্জ্জ বার্লো ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি মরহাট্টা ভূপতিগণের সহিত কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিকার বিস্তৃত হইলে ১৮০৩ অব্দে উহা কতিপয় জেলায় বিভক্ত

হয়, প্রতি জেলায় কলেক্‌টর, মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। অধিকন্তু চারিটী "প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়।

বেলোড়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৮০৬।— বেলোড়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ স্যর জর্জ্জ বার্লোর শাসনকালের প্রধান ঘটনা। মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করে যে, সিপাহিরা যখন একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের প্রণালী (প্যারেড) শিক্ষা করিবে, তখন তাহারা তিলক, ফোঁটা অথবা কর্ণভূষণ রাখিতে পারিবে না। তাহাদিগকে এই সময় উষ্ণী-ষের পরিবর্ত্তে টুপি পরিতে হইবে, এবং হনূ দেশের কেশ চাচিয়া ফেলিতে হইবে। সিপাহিরা আপনাদের তিলক, কর্ণভূষণ প্রভৃতি জাতীয় গৌরবের চিহ্নস্বরূপ মনে করিত। এখন তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়াতে তাহারা যারপরনাই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট সকলকে খ্রীষ্টান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। যে গোল টুপি পরিবার আদেশ হই-য়াছে, তাহা গাভী ও শূকরের চর্ম্মে নির্ম্মিত, সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। সিপাহিরা তত্ত্বজ্ঞ নহে, তাহারা সদা কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। এই কৌতূহল ও সন্দেহ প্রযুক্ত বেলোড়ের সিপাহিরা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। এই সময়ে হায়দরআলীর বংশধরগণ বেলোড়ের দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা এই অসন্তুষ্ট সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ১০ই জুলাইর গভীর নিশীথে সিপাহিরা ইঙ্গরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদের অনেককে হত্যা করিল। আর্কট নগরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পঁহুছিলে কর্ণেল জিলেস্‌পি বেলোড়ে আসিয়া সিপাহিদিগকে দমন করি-

লেন। টিপু সুলতানের সন্তানগণ বেলোড় হইতে কলিকাতায় আনীত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় রাজ্যের সকল স্থানে সকল ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর হৃদয়েই আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে অপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তির হস্তে গবর্ণর-জেনেরলের কার্য্য-ভার সমর্পিত হইল।

লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১৮১৩।

লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ অব্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই, প্রত্যুত ব্রিটীশ কোম্পানীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে মনোযোগী হন। দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাবে প্রযুক্ত বুন্দেলখণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে লর্ড মিণ্টোর চেষ্টায় তথায় শান্তি স্থাপিত হয়।

এই সময়ে পঞ্জাবে শিখদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং পিণ্ডারী নামক দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে উৎপাত আরম্ভ করে। অভিনব গবর্ণর জেনেরল প্রথমে শিখদিগের অধিপতি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে কৃতসংকল্প হন।

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি, ১৮০৯।—সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাশালী ও কার্য্য-কুশল ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ রণজিৎসিংহ একজন। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিখ-সমাজে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বে শিখদিগের জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হইত।

প্রত্যেক মিসিলে এক এক জন সর্দ্দার থাকিতেন। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ এইরূপ একটী মিসিলের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর গুজরণবালায় রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হয়। যাহা হউক, রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময় মহাসিংহের পরলোক প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় হইতে তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হন। রণজিৎ খর্ব্বকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি এই সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, আপনার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হন। অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর পৌত্র জেমান শাহ ১৭৯৯ অব্দে যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন রণজিৎসিংহ তাঁহার বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টো যখন ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন রণজিৎ সিংহের অধিকার শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রণজিৎ এই সময়ে পাতিয়ালা ও ঝিন্দ আক্রমণ করেন। এই দুই রাজ্যের শিখ ভূপতি ইঙ্গরেজদিগের অনুগত ছিলেন। এজন্য গবর্ণর জেনেরল রণজিৎ সিংহকে নিরস্ত করিবার জন্য চার্লস্‌ মেটকাফ নামক একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল অক্‌টরলোনী এক দল ইঙ্গরেজ সৈন্য লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন। ১৮০৯ অব্দে রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে স্থির

হয় যে, রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত বা আশ্রিত জনপদ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ইঙ্গরেজেরাও তাঁহার রাজ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। রণজিৎ সিংহ আপনার তরবারির বলে ইহার পর সমস্ত পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপন করেন, সিন্ধুনদ উত্তরণ পূর্ব্বক আফগানদিগের রাজ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এবং তাহার যুদ্ধ-কুশল সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্র-সমাজের আদরণীয় হইয়া উঠে। এইরূপ পরাক্রান্ত হইলেও মহারাজ রণজিৎ সিংহ কথনও সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই, এবং কথনও ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি লেখাপড়া না জানিলেও, বিদ্যা ও ধর্ম্মের সমাদর করিতেন।

অন্যান্য স্থানে দূত প্রেরণ।—মেটকাফ সাহেব যেমন দূত হইয়া রণজিৎ সিংহের দরবারে উপস্থিত হন, তেমনি এলফিন্ষ্টোন এবং মালকমও দূতপদে নিযুক্ত হন। এলফিন্ষ্টোন পেশাবরে আফগানিস্থানের অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। মালকম পারস্য-রাজের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। পাছে ফরাসীরা ভারতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপন করে, এই আশঙ্কায় গবর্ণর জেনেরল পূর্ব্বোক্ত ভূপতিগণের নিকট দূত পাঠাইয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা ইঙ্গরেজ ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত সংশ্রব রাখিবেন

না। দূতগণ কর্ম্মক্ষম ও উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অভীষ্ট-ফল লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

যাবা অধিকার, ১৮১১।—সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি হলণ্ড অধিকার করিলে ওলন্দাজদিগেব অধিকৃত যাবা দ্বীপও তাঁহাব হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টো স্বয়ং এই দ্বীপ অধিকার কবিতে যাত্রা কবেন। তাঁহাব চেষ্টা বিফল হয নাই। যুদ্ধের পর যাবায় ইঙ্গবেজদিগেব প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

নূতন সনন্দ, ১৮১৩।—১৭৯৩ অব্দে কোম্পানী যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৮১৩ অব্দে তাহাব মেয়াদ শেষ হয়। এই বৎসব তাঁহাবা আবার সনন্দ লাভ কবেন। এই সনন্দ অনুসাবে (১) কোম্পানী আব ২০ বৎসবের জন্য আপনাদের রাজ্য ভোগ কবিবাব অধিকার প্রাপ্ত হন; (২) ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য বহিত হয়, কেবল চীনদেশে উক্ত একচেটিয়া বাণিজ্য কবিবাব ক্ষমতা থাকে; (৩) ভাবতবর্ষীয দিগেব সাহিত্যেব উন্নতি ও শিক্ষাব উৎকর্ষ সম্পাদন জন্য কোম্পানী বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় কবিবাব অনুমতি প্রাপ্ত হন; (৪) খ্রীষ্টীয ধর্ম্ম-প্রচাবকেবা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিকার লাভ কবেন। কলিকাতায় এক জন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক এক জন আর্কডিকন নিযুক্ত হন।

এই সনন্দ অনুসারে ভাবতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইল। এখন তাঁহাবা বাণিজ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড ময়রা, ১৮১৩-১৮২৩।

লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড ময়রা ১৮২৩ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে মধ্য ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য বদ্ধমূল হয়, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধিকার সম্প্রসারিত হইয়া উঠে। লর্ড ময়রার শাসনকালে দুইটী প্রধান যুদ্ধ ঘটে ; একটী নেপালের যুদ্ধ, অপরটী মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ।

নেপালের যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৫।—নেপালবাসী গোরক্ষেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা রাজপুতদিগের সন্তান বলিয়া, আপনাদের পরিচয় দেয়। এই রাজপুতেরা নেপালে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহাহউক গোরক্ষেরা ১৭৬৭ অব্দে নেপালের আধিপত্য স্থাপন করিয়া আপনাদের অধিকার বাড়াইতে উদ্যত হয়। ক্রমে ইহারা ব্রিটীশ অধিকার আক্রমণ করে। স্যর জর্জ্জ বার্লো এবং লর্ড মিণ্টো ইহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়রা নেপালে দূত প্রেরণ করিয়াও উপস্থিত গোলযোগ মিটাইতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইল। ১৮১৪ অব্দে অক্‌টরলোনী, জিলেস্‌পি, উড্‌ ও মার্লে, এই চারি জন সেনাপতির অধীনে চারি দল সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া গোরক্ষদিগের জনপদ আক্রমণ করিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইঙ্গরেজদিগকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। তাঁহাদের চারি জন সেনাপতির মধ্যে জিলেস্‌পি নিহত হন, উড্‌ ও মার্লে অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া

আইসেন। কেবল অন্যতম সেনাপতি অকটবলোনী যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি গোরক্ষদিগের সেনাপতি অমর সিংহের অধীনস্থ প্রায় সমুদয় দুর্গ অধিকার করেন। অমর সিংহকে শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হয়। গবর্ণর জেনেরল গোরক্ষদিগের অধিকৃত তরাই প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, সন্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। নেপাল-রাজ ইহাতে সম্মত না হওয়াতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এবারেও অকটবলোনী জয় লাভ করেন। গোরক্ষেরা পরাভূত হইয়া অবশেষে গবর্ণর জেনেরলের প্রস্তাবিত নিয়মেই সন্ধি করিতে উদ্যত হয়। এই সন্ধির নিয়ম অনুসারে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট কুমায়ুন, দেরাদূন এবং তরাই প্রদেশ লাভ করেন। নেপাল-রাজ স্বীয় রাজধানীতে এক জন ইঙ্গরেজ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে লর্ড ময়রা "মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস", এবং অকটবলোনী "স্যর" উপাধি লাভ করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ "মনুমেণ্ট" এই অকটরলোনীর স্মরণ-সূচক স্তম্ভ।

পিণ্ডারী, ১৮০৪-১৮১৭।—ইহার মধ্যে মধ্য-ভারতবর্ষের অবস্থা যারপর নাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মরহাট্টা-প্রধানেরা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় দেশ-বিলুণ্ঠনকারী ছিলেন না, তাঁহারা আপনাদের অধিকৃত জনপদে অধিরাজবর্গের ন্যায় সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আর এক অভিনব দল এখন দেশ-বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দলের লোক পিণ্ডারী নামে প্রসিদ্ধ। আফগান, জাঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক পিণ্ডারী-দলভুক্ত হইয়া দস্যুবৃত্তি করিত। সচরাচর মালব, রাজপুতনা এবং বেরারে ইহাদের বড় দৌরাত্ম্য

ছিল। ইহারা প্রায় বার বৎসর কাল ব্যাপিয়া নানা স্থানে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইত। ইহাদের দলে প্রায় ষাটি হাজার অস্ত্রধারী লোক ছিল। মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ এই সশস্ত্র দস্যু-সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৮১৭।—উপস্থিত সময়ে আমীর খাঁ নামক একজন আফগান পিণ্ডারীদিগের মধ্যে প্রভুত্ব করিত। আমীর এক সময়ে হোলকারের প্রধান সেনাপতি ছিল। ক্রমে তাহার দল বৃদ্ধি হয়। ক্রমে আমীর ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অধীনে আর ২৪,০০০ পিণ্ডারী এবং কয়েকটী কামান ছিল। পিণ্ডারীদিগের আর দুই জন সর্দ্দারের নাম চেতু ও করিম খাঁ। লর্ড হেষ্টিংস্ ১৮১৭ অব্দের নবেম্বর মাসে ১,২০,০০০ সৈন্য একত্র করিলেন। এই সৈন্যদলের এক অংশ উত্তর দিক হইতে এবং অপর অংশ দক্ষিণ দিক হইতে যাত্রা করিয়া,একবারে চারি দিকে পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সিন্ধিয়ার রাজ্য দিয়া ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য গিয়াছিল। সিন্ধিয়া প্রথমে ইঙ্গরেজদিগকে আপনার রাজ্যে আসিতে দিতে সম্মত হন নাই। শেষে ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধের উদ্যোগ করাতে তিনি শান্তভাব অবলম্বন করেন। যাহাহউক, যুদ্ধে আমীর খাঁর পরাজয় হয়। আমীর টঙ্কের কর্তৃত্ব পাইয়া আপনার লোকদিগকে নিরস্ত্র করে। টঙ্কের নবাবেরা এই আমীর খাঁর বংশ-জাত। করীম খাঁও পরাজিত হয়। চেতু জঙ্গলে পলায়ন করে এবং সেখানে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। যুদ্ধে পিণ্ডারীদিগের অনেকে প্রাণত্যাগ করে। হতাবশিষ্ট পিণ্ডারীরা আপনাদের দুর্বৃত্তি পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। লর্ড হেষ্টিংস্ এইরূপে একদল পরাক্রান্ত দস্যুর উচ্ছেদ সাধন করিয়া,দেশের উপদ্রব দূর করেন।

মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ, ১৮১৭-১৮১৮।—যে বৎসর (১৮১৭) যে মাসে (নবেম্বর) পিণ্ডারীদিগের পরাজয় হয়, সেই বৎসর এবং প্রায় সেই মাসেই পুনা, নাগপুর ও ইন্দোরের মরহাট্টা ভূপতিগণ ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। ১৮০২ অব্দের বাসেনের সন্ধির নিয়ম অনুসারে পেশবা বাজীরাওর রাজধানী পুনায় এক জন ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট থাকেন। বহুদর্শী ও বহুগুণান্বিত এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব উপস্থিত সময়ে রেসিডেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ত্র্যম্বকজী নামক একজন কুচক্রী লোক ক্রমে পেশবা বাজীরাওর প্রধান মন্ত্রী হইয়া উঠেন। এই কুচক্রীর চক্রান্তে বাজীরাও ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। গাইকবাড় আনন্দরাওর সহিত পেশবার বিবাদ উপস্থিত হইলে আনন্দরাওর মন্ত্রী পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী বিবাদ মিটাইবার জন্য পুনায় আইসেন। ত্র্যম্বকজী গোপনে গঙ্গাধরকে হত্যা করেন। ইহাতে ইঙ্গরেজেরা যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া, হত্যাকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। কিন্তু ত্র্যম্বকজী পেশবার সাহায্যে পলায়ন করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। পেশবাও গোপনে মন্ত্রীর সহায়তা করিতে থাকেন। সুতরাং অবিলম্বে উভয়পক্ষে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্য হঠাৎ পুনা অবরোধ করিলে পেশবা প্রথমে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পেশবাও আবার শত্রুতাচরণে সমুত্থিত হন। এই সময়ে হোলকার এবং নাগপুর-রাজও ইঙ্গরেজ-

দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। পেশবা প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেন্সী লুণ্ঠন ও অগ্নিসাৎ করেন। কিন্তু শেষে তিনি আপনার রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়িতে বাধ্য হন। অবশেষে তাঁহাকে ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। এই সন্ধি অনুসারে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট পেশবার রাজ্য অধিকার করেন: শিবজীর বংশীয় একটী বালককে সেতারার আধিপত্য দেওয়া হয়। পেশবা বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া, কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠোরে আসিয়া বাস করেন। এই সন্ধিতে সাগর, অহমদাবাদ, পুনা, কঙ্কণ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয় (১৮১৮)। বলজী বিশ্বনাথ পেশবা পদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আর বাজীরাও পেশবা পদের উচ্ছেদ দেখিলেন। সুতরাং এক শত বৎসর পরে একটী গৌরবান্বিত বংশের অধঃপতন হইল। এদিকে নাগপুরের অধিপতি আপা সাহেবও ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। নাগপুরের সমীপবর্ত্তী সীতাবলদি পাহাড়ের নিকট যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আপা সাহেব অকৃত-কার্য্য হইয়া পলায়ন করেন। লর্ড হেষ্টিংসের মতানুসারে রঘুজীর পৌত্র নাগপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রঘুজীর বিধবা মহিষী বঙ্কবাই এই অভিনব অধিপতির রক্ষয়িত্রী হন (১৮১৮)। এই সময়ে হোলকারের সহিতও ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হোলকার বংশের আদিপুরুষ মহ্লাররাও হোলকারের পর তদীয় বিধবা পুত্রবধূ খ্যাতনাম্নী অহল্যাবাই বিশেষ দক্ষতার সহিত ৩০ বৎসর ইন্দোর রাজ্য শাসন করেন। অহল্যাবাইর মৃত্যু হইলে তাঁহার সেনাপতি টুকাজীর পুত্র যশোবন্ত রাও ইন্দোরের অধি-

পতি হন। উপস্থিত সময়ে টুকাজীর পুত্র দ্বিতীয় মহ্লার রাও ইন্দোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শিপ্রা নদীর তীর-বর্ত্তী মাহিদপুরে ইঁহার সৈন্যের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা বিজয়ী হন এবং হোলকারের রাজ্যে একদল সৈন্য রাখিয়া, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য খান্দেশপ্রদেশ অধিকার করেন (১৮১৮)।

মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের ফল।—এইরূপে মরহাট্টা ভূপতিদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হইল। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল, স্যর্ জন্ মালকম্ তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন। পেশবার রাজ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী সম্প্রসারিত হইল। মহাশয় এলফিন্‌ষ্টান সাহেব বোম্বাইর গবর্ণর হইলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী কয়েক জেলায় বিভক্ত হইল। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলার শাসন-কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেতারা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর এবং নাগপুরের ভূপতিগণ ইঙ্গরেজ কোম্পানীর আশ্রিত ও অনুগৃহীত হইয়া রহিলেন। যে সকল জনপদ পিণ্ডারীদিগের দৌরাত্ম্যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল, তৎসমুদয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হইল।

হিন্দুকলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।—লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে "হিন্দুকলেজ" সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালার কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক এই কলেজ স্থাপনের জন্য বিশেষ যত্ন করেন। এই কলেজে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, গণিত প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়াতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি বদ্ধমূল হয়। এই সময় কেরী, মার্শমান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা ১৮১৮ অব্দের মে মাসে "সমাচার-দর্পণ" নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত

করেন। এই "সমাচার-দর্পণ" সমুদয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আদি।

১৮২৩ অব্দে মার্ক্ইস্ অব্ হেষ্টিংস্ স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি অতিশয় কার্য্যকুশল ও পরিশ্রমী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রতিদিন ৭।৮ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত ভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সময়ে ব্রিটীশ কোম্পানীর ছয় কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি হয়।

লর্ড আমহার্ষ্ট, ১৮২৩-১৮২৮।

মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ চলিয়া গেলে, জন্ অডাম নামক এক জন প্রাচীন সিবিল কর্ম্মচারী কয়েক মাসের জন্য গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর ১৮২৩ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ এবং ভরতপুরের দুর্গ অধিকার, এই দুইটী প্রধান ঘটনার জন্য লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন-কাল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বিবরণ।—ব্রহ্মদেশীয়েরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। প্রাচীন সময়ে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনপ্রণালী ছিল না। দক্ষিণে শ্যামদেশ হইতে এবং উত্তরে মধ্য-এসিয়ার পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে আক্রমণ-কারীরা আসিয়া ব্রহ্মদেশে দৌরাত্ম্য করিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা এরূপ দৌরাত্ম্যের মধ্যেও আপনাদের প্রাচীন সভ্যতা অক্ষত রাখিয়াছিল। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পেগু এবং তেনাস্-

রিমে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্য-সময়ে আরাকান একটী প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানের পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের সাহায্যে মগেরা চট্টগ্রাম অধিকার করে। ১৭৫০ অব্দে ব্রহ্মদেশে একটী অভিনব রাজবংশের উদ্ভব হয়। আলমপুরা নামক এক ব্যক্তি এই বংশের আদি পুরুষ। ইনি আবার রাজধানী স্থাপন করিয়া, আপনার শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন।

ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ, ১৮২৪-১৮২৬।—আলমপুরার উত্তরাধিকারীরা ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া, আসামে আক্রমণ করে; ক্রমে বঙ্গদেশেও তাহাদের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়। এজন্য লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৪ অব্দে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাঙ্গালার সিপাহিরা সমুদ্রপথে যাইতে অস্বীকৃত হওয়াতে স্থলপথে চট্টগ্রাম দিয়া আরাকানে উপস্থিত হয়। আর এক দল সৈন্য মান্দ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করে। ব্রহ্মরাজ সেনাপতি বন্ধুলাকে ষাটি হাজার সৈন্যের সহিত পাঠাইয়া দেন। প্রথম যুদ্ধে বন্ধুলার পরাজয় হয়। পর বৎসর (১৮২৫) বন্ধুলা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইঙ্গরেজেরা প্রোম নগর অধিকার করিয়া ক্রমে রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হন। তখন ব্রহ্মরাজ ১৮২৬ অব্দে জান্দাবুতে সন্ধি-পত্রে সাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে ব্রিটীশ কোম্পানী আসাম, আরাকান এবং তেনাসরিম প্রদেশ এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ এক কোটী টাকা প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধ দুই বৎসর চলিতেছিল। ইহাতে ইঙ্গরেজদিগের ১৪ কোটী টাকা ব্যয় এবং প্রায় ২০,০০০ লোকের জীবন নষ্ট হয়। অধিকাংশ লোক রোগে প্রাণত্যাগ

করিয়াছিল। প্রোম হইতে ইঙ্গরেজেরা ব্রহ্মবাসিদের একটী কাষ্ঠময় মন্দির কলিকাতায় আনয়ন করেন। উহা এক্ষণে কলিকাতাস্থিত ইডেন উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

ভরতপুরের দুর্গ অধিকার, ১৮২৭।—ভরতপুর মধ্য-ভারতবর্ষের একটী প্রধান জাঠ-জনপদ। উপস্থিত সময়ে বলদেব সিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুর্জ্জনশাল নামক বলদেব সিংহের এক ভ্রাতুষ্পুত্র এই শিশুকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট বলবন্তসিংহের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্জ্জনশালের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করেন। ভরতপুরের দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। লর্ড লেকের ন্যায় সেনাপতিও ১৮০৫ অব্দে ইহা অধিকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঙ্গ-রেজ সেনাপতি লর্ড কম্বরমিয়র ১৮২৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দুর্গের দুর্ভেদ্য মৃণ্ময় প্রাচীর ভেদ করেন। দুর্গ সমভূমি করা হয়। বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ভরত-পুরের দুর্গ অধিকৃত হওয়াতে ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদিগের বীরত্ব-গৌরব বৃদ্ধি হয়।

লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮২৮ অব্দে স্বদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে (১৮২৩ অব্দে) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাব-ধানার্থ কলিকাতায় একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮২৪ অব্দে সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেবের উদ্যোগে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। শাসনকার্য্যে লর্ড আমহর্ষ্টের তাদৃশ যোগ্যতা ছিল না। তাঁহার সময়ে আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ১৮২৮-১৮৩৫।

লর্ড আমহর্ষ্টের পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযোজিত হন। ২৩ বৎসর পূর্ব্বে বেলোড়ের সিপাহি-বিদ্রোহের সময় লর্ড বেণ্টিঙ্ক মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। সিপাহিদিগের বিদ্রোহাচরণে বিরক্ত হইয়া, ডিরেক্টরেরা সে সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক'ক অন্যায়রূপে পদচ্যুত করেন, শেষে লর্ড বেণ্টিঙ্কের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শাসন-কর্ত্তার পদ দেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শাসন-কর্ত্তা হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাত বৎসর কাল কোম্পানীর রাজ্য শাসন করেন। এই সাত বৎসরে রাজ্যের যথোচিত উন্নতি সংসাধিত হয়। ইঙ্গরেজেরা যে, এদেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ এবং এতদ্দেশীয়দিগের অবস্থা উন্নত করিতে তৎপর, তাহা ভারতের ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ইতিহাসে এই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন-সময় হইতেই পরিস্ফুট হয়। সুলেখক লর্ড মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন, "তিনি (লর্ড বেণ্টিঙ্ক) নিষ্ঠুরতা-সূচক নিয়ম সকল রহিত করিয়াছেন, অপকৃষ্ট ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়াছেন, আপনাদের অভিমত অভিব্যক্ত করিতে সাধারণকে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়াছেন এবং শাসনাধীন লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উৎকর্ষসাধনে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইয়াছেন।"*

---

* কলিকাতায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নে লর্ড বেণ্টিঙ্কের গুণগ্রামের বর্ণনা-লিপি ক্ষোদিত আছে। উক্ত লিপিতে মেকলে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সংকীর্ত্তির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

রাজস্বের উৎকর্ষ-সাধন।—ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে অনেক ব্যয় হইয়াছিল; তন্নিবন্ধন কোম্পানীকে অনেক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এ দেশে আসিয়াই রাজস্বের উৎকর্ষ-সাধনে মনোনিবেশ করেন। এ সম্বন্ধে তিনটী উপায় অবলম্বিত হয়। প্রথম ব্যয় সংক্ষেপ, ইহাতে বার্ষিক দেড় কোটী টাকা ব্যয় কমিয়া যায়। দ্বিতীয়, যে সকল ভূমি অন্যায়রূপে কর-বিমুক্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় হইতে কর গ্রহণ। তৃতীয়, মালবের অহিফেণের উপর শুল্ক গ্রহণ। এই তিন উপায়ে রাজস্বের উন্নতি সংসাধিত হয়, ব্যয়ও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

সতীদাহ-নিবারণ এবং ঠগিদমন।—লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের দুইটী প্রধান কীর্ত্তির একটী সতীদাহ-নিবারণ, অপরটি ঠগিদমন। সহমরণ-প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুরা ইহা আপনাদের ধর্ম্মসঙ্গত, সুতরাং অবশ্য প্রতিপালনীয় মনে করিতেন। পতিপ্রাণা অবলারা পতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রযুক্ত এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্য-সঞ্চয়ের বাসনায় কোন কোন সময়ে মৃত পতির পার্শ্বে জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিত বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বা কৌশলক্রমে শবের সহিত দগ্ধ করা হইত। ভারতবর্ষের সকল স্থলে বহুলোকের সাক্ষাতে সর্ব্বদা এইরূপ নারীহত্যা হইত। মোগলসম্রাট্ আকবর শাহ একবার এই প্রথা নিবারণ করেন। কিন্তু ইহার মূলোৎপাটন করিতে পারেন নাই। ইঙ্গরেজেরাও প্রথমে হিন্দুদের ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় এই প্রথার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে সাহসী হন নাই। ১৮১৭ অব্দে এক বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে এইরূপে ৭০০ বিধবা

নারীর প্রাণ বিনষ্ট হয়। ১৮২৩ অব্দে বঙ্গদেশের ৫৭৫টী অবলা পতির চিতানলে প্রাণত্যাগ করে। ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে প্রথমে ডাক্তর জনৃস্ নামক একজন বিচক্ষণ খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু যখন এ সম্বন্ধে ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত সংস্কারক ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষ এই কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃতহস্ত হন। এই প্রকৃত সংস্কারক ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষের নাম রাজা রামমোহন রায়। হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও ইঙ্গরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে একেশ্বরের উপাসনা-প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া অকাট্য যুক্তির সহিত অকুতোভয়ে সহমরণের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তৃত্ব সমর্পিত হইল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া এই প্রথার উচ্ছেদসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। চারি দিক হইতে নানারূপ আপত্তি হইতে লাগিল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেণ্টিঙ্কের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল না। ১৮২৪ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সহমরণ আইন দ্বারা প্রতিসেধিত হইল।

বহুকাল হইতে এতদ্দেশে ঠগ নামক নরহত্যাকারিদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাদের দলে অনেক লোক থাকিত। ইহারা বণিকের বেশে, সন্ন্যাসীর বেশে, ভারতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া তাহাদের গলায় ফাঁস দিয়া

বধ করিত, পরে নিহত ব্যক্তির কাছে যাহা যাহা থাকিত, তৎসমুদয় আপনারা লইত। ইহারা আপনাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালীর পূজা করিয়া এইরূপে নরহত্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইত। প্রতিবৎসর প্রায় দশ হাজার লোক ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঠগি নিবারণ জন্য একটী স্বতন্ত্র কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কাপ্তেন স্লিমান এই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। স্লিমান এবং তাঁহার সহযোগিদের যত্নে ক্রমে বহুসংখ্য ঠগ ধরা পড়ে এবং ক্রমে তাহাদের উপদ্রব তিরোহিত হইয়া আইসে।

নূতন সনন্দ, ১৮৩৩।—লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনসময়ে কোম্পানীর ১৮১৩ অব্দের সনন্দের মেয়াদ অতীত হয়, সুতরাং কোম্পানী ১৮৩৩ অব্দে আর ২০ বৎসরের জন্য আর একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে কোম্পানীর চীনদেশের বাণিজ্যব্যবসায়ও একবারে রহিত হয়। কোম্পানী এখন কেবল ২০ বৎসরের জন্য আপনাদের উপার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার অধিকার লাভ করেন। এই সূত্রে স্থির হয় যে, (১) সকৌন্‌সিল গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষের সমুদয় ইংরেজাধিকৃত স্থানের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবেন; (২) গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় সেনাপতি ব্যতিরিক্ত চারি জন মেম্বর থাকিবেন। চতুর্থ মেম্বর অর্থাৎ ব্যবস্থা-সচিব ইংলণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আসিবেন; (৩) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য একজন "লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর" নিয়োজিত হইবেন; (৪) ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া কোম্পানীর অধিকার মধ্যে জমী লইয়া বাস করিতে পারিবে; (৫) ভারতবর্ষীয়েরা উপযুক্ত হইলেই জাতিবর্ণ-

নির্ব্বিশেষে সমুদয় রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে; (৬) আইন সমূহের সংস্করণ ও বিধিবদ্ধকরণ জন্য "ল কমিসন্" নামে একটী সভা স্থাপিত হইবে। ব্যবস্থা-সচিব মেকলে সাহেব "ল কমিসনের" প্রথম সভাপতি হন। তিনি এই সময়েই ভারত-বর্ষীয় দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন।

মহীশূর রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ এবং কুর্গ অধিকার।—১৭৯৯ অব্দে মহীশূর রাজ্যের এক অংশের শাসন-ভার পূর্ব্বতন হিন্দুরাজার হস্তে সমর্পিত হয়। উপস্থিত সময়ে (১৮৩০ অব্দে) মহীশূরের হিন্দুরাজা সাতিশয় বিলাসপ্রিয় ছিলেন, নানা প্রকারে অর্থের অপচয় করিতেন। এজন্য রাজ্যের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের হস্তে সমর্পিত হয়। (১৮৮১) অব্দের মার্চ মাসে মহীশূরের শাসনভার আবার পূর্ব্বতন রাজবংশীয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে)। কুর্গের অধিপতি চিক্কবীররাজ সাতিশয় অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। তাঁহার দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৩ অব্দে কুর্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে চিক্কবীররাজের পরাজয় হয়। তিনি বারাণসীতে যাইয়া বাস করিতে অনুমত হন। তদীয় রাজ্য ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত বেণ্টিঙ্কের শাসন সময়ে আর দুইটী সামান্য উৎপাত ঘটে। ১৮৩১ অব্দে তিতুমীর নামক একজন মুসলমান হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে, এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ছোট নাগপুরের কোলেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। শেষে ইহারা সকলেই পরাজিত হয়। ইঙ্গরেজেরা এই সময়ে কাছাড় প্রদেশ অধিকার করেন।

শাসনসংক্রান্ত নিয়ম।—এপর্য্যন্ত লর্ড করণওয়ালিসের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে বিচারালয় প্রভৃতির কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই সকল নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিল। প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট দ্বারা যথানিয়মে বিচার কার্য্য সম্পাদিত হইত না, তজ্জন্য তৎসমুদয় উঠিয়া গেল। কলেক্টরেরা আবার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের ভার পাইলেন। কয়েকটী জেলা লইয়া এক একটী বিভাগের সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। জেলার জজেরা প্রতিমাসে এক একবার দায়রার মোকদ্দমার বিচারের ভার পাইলেন। তাঁহাদের মাজিষ্ট্রেটী কার্য্য কলেক্টরদিগের হস্তে সমর্পিত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে একটী রেবিনিউ বোর্ড এবং উক্ত প্রদেশের মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত এলাহাবাদে একটী সদর আদালত স্থাপিত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ভূমির কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। তন্নিবন্ধন কৃষি-কার্য্যের উন্নতি হয় নাই। প্রজারাও ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই অনিষ্টের প্রতিবিধান জন্য ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। প্রজাদের সহিত ৩০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্তের নিয়ম হইল। ভূমির সীমা ও স্বত্ব সংক্রান্ত বিবাদ মিটাইবার ভার কলেক্টরেরা পাইলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া "ডেপুটী কলেক্টর" ও "সদর আলা" (বর্ত্তমান সবর্ডিনেট জজ) পদের সৃষ্টি করিলেন। এই উভয় পদে এতদ্দেশীয়েরাই নিযোজিত হইতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয়দিগকে এইরূপ উচ্চতর রাজকীয় পদ সমর্পণ করাতে ইঙ্গরেজেরা লর্ড

বেণ্টিঙ্কের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বেণ্টিঙ্ক বিচলিত বা কর্ত্তব্য-বিমুখ হন নাই।

খন্দদিগের সামাজিক প্রথার সংস্কার এবং রাজপুত দিগের কন্যাবধ-প্রথার নিবারণ-চেষ্টা।—উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশে খন্দ নামক অসভ্য জাতির বাস। ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে, নরশোণিতে পৃথিবীকে পরিতুষ্ট করিতে না পারিলে ভূমির উর্ব্বরা-শক্তির বৃদ্ধি হয় না। ইহারা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিরতিশয় নৃশংসরূপে নরহত্যা করিত। খন্দদিগের এই ভয়ঙ্কর সামাজিক প্রথার উন্মূলনের চেষ্টা হয়। বহুকাল হইতে রাজপুতদিগের মধ্যে কন্যাহত্যার প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যাসন্তানের বিবাহে রাজপুতদিগের অনেক অর্থ ব্যয় হইত, বিশেষ সকল সময়ে সমান মর্য্যাদাপন্ন পাত্র পাওয়া যাইত না। এজন্য রাজপুতেরা শিশু কন্যাসন্তানকে অনশনে রাখিয়া বা অহিফেণ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিত। ১৭৮৯ অব্দে বারাণসীর রেসিডেণ্ট জনাথন ডনকান সাহেব প্রথমে এই কুপ্রথার বিষয় অবগত হন। তিনি বোম্বাইয়ের গবর্ণর হইয়া ইহা নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহা সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই। ১৮৩৪ অব্দে উইল্‌কিন্স্ এবং উইলোবি সাহেব এই কু-প্রথার উচ্ছেদে যত্নশীল হন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেন।

ইঙ্গরেজী বিদ্যাশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি।—কোম্পানী এত-দ্দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ যে এক লক্ষ টাকা দান করিতেন, তাহা সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার অনুশীলনেই ব্যয় হইত। উপ-স্থিত সময়ে শিক্ষা-সমিতি সদস্য মেকলে ও ট্রিবিলিয়ান সাহেব

ইঙ্গরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহাদের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করিয়া, ১৮৩৫ অব্দের মার্চ্চ মাসে কোম্পানীর প্রদত্ত টাকা ইঙ্গরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার আদেশ দেন। এই অবধি ইঙ্গরেজী বিদ্যা-শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত লর্ড বেণ্টিঙ্ক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় "মেডিকেল কলেজ" স্থাপন করেন।

১৮৩৫ অব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি সাতিশয় উদার-চরিত্র ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনেরল অতি অল্পই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন (১৮২৯), এবং কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক "প্রভাকর" সংবাদপত্র প্রচারিত হয় (১৮৩০)। রাজা রাম-মোহন রায় দিল্লীর সম্রাটের পক্ষ সমর্থনার্থ ১৮৩০ অব্দে ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করেন। সেই খানেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

লর্ড মেটকাফ্, ১৮৩৫-১৮৩৬।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পর কৌন্সিলের প্রধান সদস্য স্যার চার্লস্ (পরে লর্ড) মেটকাফ্ কিছু কাল গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহাঁর সময়ে মুদ্রণ স্বাধীনতা সমর্পিত হয়,

লর্ড মেটকাফ্ কেবল এই একটী মাত্র কার্য্যেই ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

সংবাদপত্র-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ১৭৮১-১৮৩৫।—পূর্ব্বে কি ইঙ্গরেজী, কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এ সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, হিকির গেজেট নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রচারিত হয়। হিকি সাহেবের এই গেজেটের সংবাদপত্রের উপযুক্ত ধীরতা বা গাম্ভীর্য্য ছিল না। সম্পাদক অনেক সময়ে, ব্যক্তি বিশেষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতেন। যাহাহউক, হেষ্টিংসের পর, লর্ড করণওয়ালিস্ ও স্যর্ জন্ শোরের শাসন সময়ে সংবাদপত্র ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। লর্ড করণওয়ালিসের প্রতি এই সকল সংবাদপত্রের কোন রূপ আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ হইত, তাহা করণওয়ালিসের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই লেখা হইত। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্লি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন, তখন ইঙ্গরেজদের সহিত, ফরাসীদের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। ফরাসীগণ এই সময়ে ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদের ক্ষমতা লোপ করিয়া, আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে উৎসুক ছিল। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাবধানে ও ধীর ভাবে কার্য্য করিতে হয়।

এই সময়ে যদি সংবাদপত্রে যুদ্ধের সম্বন্ধে কোন সংবাদ বাহির হয়, অথবা সম্পাদক না বুঝিয়া ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন বিষয় প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেস্‌লি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই নিয়ম অনুসারে সংবাদপত্রের এক জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জন্য কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইঙ্গরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারিদিগকে* ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য তাঁহাদের যে সমস্ত অনুমতি-পত্র† থাকিত, তৎসমুদয় রদ করা হইত।

লর্ড মিণ্টোর শাসন-সময়েও (১৮০৭-১৮১৩) সংবাদপত্র সকল এই রূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্র হইতে নানা রূপ আশঙ্কা করিতেন, সুতরাং তখন সংবাদপত্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যেন গবর্ণর জেনেরলের অভিপ্রায় ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ প্রজাদের মধ্যে, জ্ঞানের কোন রূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় কোন

---

* এ সময়ে এতদ্দেশীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না। সুতরাং কেবল ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন্যই এই বিধি প্রণীত হয়।

† ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-সময়ে, শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন, অপর যে সমস্ত ইঙ্গরেজ বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত, তাহাদিগকে এ দেশে বাস করিবার জন্য এক এক খানি অনুমতি-পত্র দেওয়া হইত। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই অনুমতি-পত্র রদ করিতে পারিতেন।

উৎসাহ দিতেন না*। সংবাদপত্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই, লর্ড মিণ্টো সংবাদপত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই; সুতরাং ওয়েলেস্‌লি যে পরীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাকে। এই প্রণালীর অধীনে সংবাদপত্র সকল লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল এবং লর্ড হেষ্টিংসের শাসন-সময়ের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত নিতান্ত দুরবস্থায় থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা উদারপ্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব বা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, সাধারণকে জানাইলেন যে, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমালোচিত হওয়া উচিত। শাসন-কর্ত্তা যতই সদভিপ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্য্য করিবেন, ততই তিনি সাধারণকে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে দিতে সম্মত হইবেন।

গবর্ণর জেনেরলের এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের যে ব্যাঘাত ছিল, তাহা ক্রমে শিথিল

---

* এ বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাপ্তেন সিডেনহাম এই সময়ে হাইদরাবাদের ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিজামের কৌতূহল নিবারণের জন্য একটী বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্র, একটী মুদ্রাযন্ত্র এবং একখানি যুদ্ধ জাহাজের নমুনা আনয়ন করেন। সিডেন্‌হাম এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীকে জানাইলে সেক্রেটরী মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় একটী ভয়ানক বিপত্তি-জনক অস্ত্র এক জন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, রেসিডেণ্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। রেসিডেণ্ট তিরস্কৃত হইয়া, লিখিয়া পাঠান, "এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি নিজাম কিছুই মনোযোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশৃঙ্খল ভাবে তোষাখানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সভ্যতার এই ভয়ানক অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া কোনও অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারিবে না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ভীত হন, তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।"

হইয়া আইসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা জর্ণাল" নামক আর একখানি ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে, এবং ইহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীন ভাবে ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিবেচনার সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এই প্রথমে, সমান তেজে ও সমান সুবিচারে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ এই প্রথমে, সাধারণের সমক্ষে সমান তিরস্কৃত ও সমান নিন্দিত হইয়া উঠেন। এই সময় মিশনরিদিগের যত্নে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার হয়। কৌন্সিলের সদস্য জন্ আডাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতেও অবিচলিত থাকেন। আডামের পরামর্শে তিনি স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের পথে কোন কণ্টক দেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদপত্রের স্কন্ধে কোনরূপ গুরুতর ভার চাপাইয়া রাখেন নাই।

কিন্তু হেষ্টিংসের কার্য্যকাল শেষ হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। এই অবসরে জন্ আডাম আবার জাগিয়া উঠিলেন। ১৮২৩ অব্দে তিনি কিছু কালের জন্য, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। সুতরাং নিজের বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আবার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উত্তোলিত হইল। কলিকাতা জর্ণালের সম্পাদক বাকিংহাম্ সাহেব ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। আডাম সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত

থাকিলেন না। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ ও ৫ই এপ্রেল এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে সংবাদপত্র সকল পদার্থ-শূন্য হইল এবং তাহাদের জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লর্ড আমহর্ষ্ট বোধ হয়, আডামের এই কঠোর বিধির পরিপোষক ছিলেন না। কিন্তু আডামের আইন অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে প্রত্যেক শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্ম-চারীর অনুমোদিত হইয়াছিল, সুতরাং আমহর্ষ্ট প্রথমে এ দেশে আসিয়া, বাধ্য হইয়া এই আইন অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে আডামের প্রবর্ত্তিত নিয়ম কিছু কাল অটল থাকিল। পরে আমহর্ষ্ট যখন সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এই অত্যাচারের নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে যে সমস্ত বাধা ছিল, তাহা আবার ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আমহর্ষ্টের রাজ্য-শাসনের শেষ দুই বৎসর কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না। মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে সমস্ত অবিচার তিরোহিত হইল এবং সংবাদ-পত্র সকল শান্তভাবে ও নীরবে আপনাদের কার্য্য সাধন করিতে লাগিল।

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনে-রল হইয়া আসিলেন। উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করিত। তিনি এখানে আসিয়াই সংবাদপত্র সকলকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। এই সময়ে স্যর্ চার্লস্ মেট-কাফ্ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মেটকাফ্ তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,

"আমি যদি রাজ্যের অধিপতি, প্রভু বা কর্ত্তা হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংবাদপত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিব।"

লর্ড বেণ্টিঙ্কের মন্ত্রিসভা আডামের প্রবর্ত্তিত আইন রদ করিবার জন্য তখন কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, এই সময়ে কলিকাতার লোকে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ উৎসুক হন, এবং ১৮৩৪-৩৫ অব্দের শীতকালে যখন স্যর চার্লস মেটকাফ্ এলাহাবাদে যাত্রা করেন, তখন সকলে, জন্ আডাম সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবার জন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট এক খানি আবেদন সমর্পণ করেন। ১৮৩৫ অব্দের ২৭এ জানুয়ারি এই আবেদন গবর্ণর জেনেরলের নিকট পঁহুছে। গবর্ণর জেনেরল আবেদনকারিদিগকে উত্তর দেন, "মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অসন্তোষকর আইন মন্ত্রি-সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গবর্ণর জেনেরলের বিশ্বাস এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবে।" কিন্তু এই "অল্প সময়ের মধ্যেই" লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং স্যর চার্লস মেট্‌কাফ্ তাঁহার স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হন।

মুদ্রণ-স্বাধীনতা সমর্পণ, ১৮৩৫।—মেট্‌কাফ্ এক্ষণে "অধিপতি, প্রভু ও কর্ত্তা" হইলেন। সুতরাং এত কাল তিনি যে সুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মেট্‌কাফ্ কাল-বিলম্ব করিলেন না। লেখক-চূড়ামণি মেকলে

এই সময়ে মন্ত্রি-সভার সভ্য ছিলেন, তিনিও মেট্‌কাফের মতের অনুমোদন করিলেন। ১৮৩৫ অব্দের এপ্রেল মাসে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩ অব্দে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল। এই আইনের স্থূলমর্ম্ম এই:—ব্রিটীশ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে, তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে, যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে, সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে তাহাকেই যথানিয়মে তদ্বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা এই আইনের কোন ধারার বিরুদ্ধে কাজ করিবে, তাহারা জরিমানা ও কারাবাস দণ্ড পাইবে। সংবাদপত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নাম ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত নূতন আইন মুদ্রণ-স্বাধীনতার জন্য কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না।

প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওয়াতে এই একটী মহৎ ফল হইল যে, যিনি যাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহারই রহিল, অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের দায়ী না হইয়া সকলেই আপন আপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহিলেন; সুতরাং সকলেই আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া পুস্তকে বা সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীন ভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর

হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটী প্রধান দিন, এবং ভারতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর কার্য্যসাধনের ইহা একটী প্রধান সাক্ষী। কলিকাতা-বাসিগণ এই প্রধান ঘটনার সাক্ষীভূত প্রধান দিনের কোন স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের জন্য উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে চাঁদা করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং সংগৃহীত অর্থে ভাগীরথীর তীরে একটী সুপ্রশস্ত সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। সাধারণের ব্যবহারার্থ ইহাতে একটী পুস্তকালয় করা গেল। মেট্‌কাফের প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি এই পুস্তকালয় সুশোভিত করিল। "১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বরে স্যর্ চার্লস্ মেটকাফ্ মুদ্রণ-স্বাধীনতা দিয়াছেন," এই মর্ম্মে একখানি ক্ষোদিত লিপি এই সাধারণ পুস্তকালয়ে রহিল, এবং মেটকাফের চিরস্মরণীয় নামে এই অট্টালিকার নাম "মেটকাফ্ হল" হইল।

লর্ড অকলাণ্ড, ১৮৩৬-১৮৪২।

লর্ড মেটকাফের পর লর্ড অকলাণ্ড ১৮৩৬ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরোহণ করেন। এই সময় হইতে আবার যুদ্ধ ও পর-রাজ্যাধিকার আরম্ভ হয়। ২০ বৎসর কাল এই গোলযোগ থাকে। উপস্থিত সময়ে সমস্তই শান্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড অকলাণ্ড হঠাৎ আতঙ্কে অধীর হইয়া, শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করিতে চেষ্টা করেন। এই

চেষ্টায় আফগানিস্তানে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তত্রত্য সমস্ত ব্রিটীশ সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

আফগানিস্তানের দোর্‌রাণী ভূপতিগণ, ১৭৪৭-১৮২৬।—অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণী ১৭৪৭ অব্দে আফগানিস্তানে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি হিরাত হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত এবং কাশ্মীর হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে আপনার জয়-পতাকা উড়াইয়া দেন। পানিপথে তাঁহার সহিত যুদ্ধে (১৭৬১) মরহাট্টাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হয়। কিন্তু অহম্মদ শাহ ভারত-সাম্রাজ্য জয় করিতে মনোযোগী হন নাই। তিনি কাবুল এবং কন্দাহার, এই দুই রাজধানীতে সর্ব্বদা বাস করিতেন। তাঁহার বংশীয়েরা সিংহাসনের জন্য পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে ১৮২৬ অব্দে বরাকজা'র বংশের প্রধান দোস্ত মহম্মদ "আমীর" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাবুলের পূর্ব্বতন অধিপতি শাহ সুজা ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় অবস্থিতি করিতে থাকেন।

কাবুলের অধিপতিগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সংস্রব।—লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময় হইতে ইঙ্গরেজেরা আফগানিস্তানের ভূপতিগণের সহিত সংস্রব রাখিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই সময়ে (১৮০০) জেমান শাহ লাহোরে আসিয়াছিলেন। পাছে তিনি অহম্মদ শাহের পথ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষে গোলযোগ বাধান, ইঙ্গরেজেরা সে জন্য শঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে রণজিৎসিংহ পরাক্রান্ত হইয়া উঠাতে এই আশঙ্কার উন্মূলন হয়। ইহার পর ফরাসীদিগের ভারতবর্ষ-আক্রমণের আশঙ্কায় ১৮০৯ অব্দে লর্ড মিণ্টো মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌-

ফিন্‌ষ্টোনকে কাবুলে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইঙ্গরেজ দূত কাবুলের অধিপতির সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

শাহ সুজার পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্তি, ১৮৩৯।—১৮৩৭ অব্দে আবার আফগানিস্তানের ভূপতির উপর ইঙ্গরেজদিগের দৃষ্টি পতিত হয়। এই সময়ে রুষীয়েরা প্রবল বেগে মধ্য এসিয়ার অগ্রসর হইতেছিল, পারস্যের সেনা রুষীয়দিগের সাহায্যে হিরাত আক্রমণ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া লর্ড অক্লাণ্ড ভীত হইলেন। কাবুলে দোস্ত মহম্মদ খাঁর আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অক্লাণ্ড, দোস্ত মহম্মদের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য কাপ্তেন আলেক্‌জেণ্ডর বর্ণেস্‌কে কাবুলে পাঠাইলেন। এই সময়ে একজন রুষীয় দূতও কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যাহা হউক, দোস্ত মহম্মদ ইঙ্গরেজ দূতকে কহিলেন, তিনি পেশাবর পাইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন। কিন্তু পেশাবর পরাক্রান্ত রণজিৎ সিংহের অধিকৃত ছিল। গবর্ণর জেনেরল তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। বর্ণেস্ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন লর্ড অক্লাণ্ড রাজ্যচ্যুত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে স্যর জন্ কীন্, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ (ইনি বোম্বাইর গবর্ণর এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন নহেন) পটিঞ্জর, শেল প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে একুশ হাজার সৈন্য সজ্জীভূত হইল। এই সৈন্যদল শাহ সুজাকে সঙ্গে করিয়া, সিন্ধু প্রদেশ দিয়া, বোলান গিরিবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ আফগানিস্তানে আসিল।

কন্দাহার ও গজনি অধিকৃত হইল। দোস্ত মহম্মদ পলায়ন করিলেন। ১৮৩৯ অব্দের আগষ্ট মাসে শাহ সুজা মহাসমারোহে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহিত হইলেন। ইহার পর একটী যুদ্ধে আপনার অসাধারণ সাহস বিকাশ করিয়াও, দোস্ত মহম্মদ ১৮৪০ অব্দে ইঙ্গরেজদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

আফগানিস্তানে ইঙ্গরেজদিগের দুর্গতি, ১৮৪১-১৮৪২।—ইঙ্গরেজেরা আপনাদের অনুগত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আফগানদিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলেন না। আফগানেরা সাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বদেশে বিদেশীয়দিগের আধিপত্য তাহাদের সহনীয় হইল না। এদিকে দোস্ত মহম্মদের পুত্র পরাক্রান্ত আকবর খাঁ পিতার দুর্গতি দেখিয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন। ১৮৪১ অব্দের নবেম্বর মাসে আফগানেরা অস্ত্রধারণ করিল। পলিটিকল্ এজেণ্ট স্যর আলেক্‌জেণ্ডর বর্ণেস্ কাবুলে নিহত হইলেন। সেনাপতি এলফিন্‌ষ্টোন্ জরা-জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকর্তৃক বিশেষ কোন কার্য্য হইল না। পলিটিকল্ আফিসর স্যর্ উইলিয়ম্ ম্যাক্‌নাটন আকবর খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে যাইয়া হত হইলেন। তখন ব্রিটীশ সৈন্যের চৈতন্য হইল। দুই মাসকাল অবস্থিতির পর ৪,০০০ সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহারা পরিত্রাণ পাইল না। তুষারময় দুর্দ্ধ কাবুল গিরিবর্ত্ম অতিক্রম সময়ে আফ্‌গানদিগের অস্ত্রে এবং দুরন্ত শীতে প্রায় সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। কেবল ডাক্তর

ব্রাইডন কোন রূপে উদ্ধার পাইয়া, জলালাবাদে যাইয়া শেলকে এই বিপত্তির সংবাদ দিলেন। আকবর খাঁ কতিপয় সৈনিক কর্ম্মচারী, ইঙ্গরেজ মহিলা ও বালকবালিকাকে বন্দী করিলেন। তাঁহার আদেশে এই বন্দিদিগের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার হয় নাই।

প্রথম আফগান যুদ্ধের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল। ইঙ্গরেজেরা আফগানিস্তানে যাইয়া শেষে এইরূপ অপদস্থ হইলেন। এই শোচনীয় সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিবার এক মাসের মধ্যেই লর্ড অক্‌লাণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড এলেনবরা তাঁহার পদে নিযোজিত হইলেন।

লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২-১৮৪৪।

আফগান যুদ্ধের অবসান, ১৮৪২।—লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এদেশে উপস্থিত হন। এ সময়ে সেনাপতি শেল জলালাবাদে এবং সেনাপতি নট কন্দাহারে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। লর্ড এলেনবরা ইঁহাদের সাহায্যার্থ সেনাপতি পলককে কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন। পলক জলালাবাদে পঁহুছিয়া সেনাপতি শেলের সঙ্গে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপর দিকে নট গজনি উৎসন্ন করিয়া কাবুলে আসিতে লাগিলেন। সেনাপতি-ত্রয় কাবুলে পঁহুছিয়া তত্রত্য বাজার বিনষ্ট করিলেন, এবং দুর্গাদি সমভূমি করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত জনপদে অত্যাচারের এক শেষ হইল। আক্‌বর পলায়ন করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ বন্দিগণ বামিন নামক স্থানে

অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতিগণ বন্দিদিগকে বিমুক্ত করিয়া মহোল্লাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ বন্দিত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন, এইরূপে আফগানযুদ্ধের অবসান হইল। ইহাতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যনাশ ও অর্থক্ষয় ব্যতীত আর কোনও লাভ হয় নাই।

সিন্ধু অধিকার, ১৮৪৩।—সিন্ধুর অধিবাসীরা বেলুচীবংশীয়। এই দেশ কতিপয় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁরা আমীর নামে অভিহিত হইতেন। উপস্থিত সময়ে বৃদ্ধ মীর রুস্তম আমীরদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে আমীরেরা বাধ্য হইয়া ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধি অনুসারে একজন ইঙ্গরেজ রেসিডেণ্ট হয়দরাবাদে থাকেন। স্যর্ জেম্স্ আউট্রাম সাহেব প্রথমে রেসিডেণ্টের কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় আমীরেরা ইঙ্গরেজদিগের সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহাদের রাজ্য দিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্য কাবুলে যাত্রা করে। কিন্তু অভিনব গবর্ণর জেনেরল লর্ড এলেনবরা আমীরদিগের বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান হইলেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় আমীরেরা ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য সার চার্লস্ নেপিয়ারকে নিযুক্ত করিলেন। মীর রুস্তমের প্রতিদ্বন্দ্বী ও তদীয় ভ্রাতা আলি মোরাদের পরামর্শে নেপিয়র আমীরদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। আউট্রাম এই গোলযোগ নিবারণ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নেপিয়ার আমীরদিগের বিদ্বেষী ছিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। মিয়ানির যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বেলুচীরা আপনাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অসাধারণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষে তাঁহাদের পরাজয় হয়। সিন্ধুদেশ আমীরদিগের হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গবর্ণর জেনেরল এইরূপ অন্যায় পূর্ব্বক আমীরদিগের জনপদ ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে স্যর হেনরী পটিঞ্জর সাহেব ১৮৪৪ অব্দে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, "আমি সকল স্থানে, সকল অবস্থায় এবং সকল সমাজে বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বলিব যে, আমীরদিগের প্রতি আমাদের দুর্ব্যবহার ও অসৌজন্য আমাদের ভারতসাম্রাজ্যের ইতিহাসে সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের এই কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে।"

গোয়ালিয়রের গোলযোগ, ১৮৪৩।—১৮৪৩ অব্দে জনকজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে, তদীয় পত্নী তারাবাই জৈযাজী নামক একটী বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঙ্গরেজ রেসিডেন্ট জনকজীর মাতুল মামাজীকে ইঁহাদের প্রধান মন্ত্রী করিয়া দেন। কিন্তু তারাবাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদাখাসজী নামক এক ব্যক্তিকে মন্ত্রী করাতে গোয়ালিয়রে গোলযোগ উপস্থিত হয়। গোয়ালিয়রের সেনারাও ক্রমে অশান্ত হইয়া উঠে। লর্ড এলেনবরা এজন্য বিরক্ত হইয়া গোয়ালিয়রে সৈন্য প্রেরণ করেন। মহারাজপুর ও পনিয়ার নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই দুই যুদ্ধেই ইঙ্গরেজেরা জয় লাভ করেন। প্রথম যুদ্ধে লর্ড এলেনবরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক, অতঃ-

পর জনকজীর বিধবা মহিষী তারাবাইকে বৃত্তি দিয়া, গবর্ণর জেনেরল এই বন্দোবস্ত করেন যে, যাবৎ জৈয়াজী প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ ছয় জন অমাত্য ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

লর্ড এলেনবরার পদচ্যুতি, ১৮৪৪।—লর্ড এলেনবরা সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রমত্ত থাকাতে ডিরেক্টরদিগের বিরাগ ভাজন হন। এজন্য ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্যর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৪৪)। লর্ড এলেনবরা ইঙ্গলণ্ডে রাজনীতিজ্ঞ ও সদ্বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয় নাই। লর্ড এলেনবরার সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদের সৃষ্টি হয়। এতদ্দেশীয়েরা এই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-১৮৪৮।

লর্ড এলেনবরার উত্তরাধিকারী স্যর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার সাহস ও পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লিগ্‌নির সমরক্ষেত্রে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহার বাম হস্ত আহত হওয়াতে উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। এজন্য এখানে তিনি সাধারণের মধ্যে হাতকাটা গবর্ণর নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বয়ং অসাধারণ রণপণ্ডিত হইলেও স্যর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ শান্তির

পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিবার আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। অবিলম্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সুবিশ্রুত খাল্‌সা সৈন্যের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্জাবের অবস্থা।—১৮৩৯ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহ সমগ্র পঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গোলাপ সিংহের উপর কাশ্মীরের শাসন-ভার সমর্পিত হইয়াছিল। গোলাপ সিংহের ভ্রাতা ধ্যান সিংহ শিখ-দরবারে মন্ত্রিত্ব করিতেন। মহারাজ রণজিতের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গ সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি হন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র নৌনেহাল সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে নৌনেহাল সিংহেরও পরলোক প্রাপ্তি হয়। রণজিতের মধ্যম পুত্র সের সিংহ পঞ্জাবের আধিপত্য লাভ করেন। ১৮৪৩ অব্দে সের সিংহ এবং মন্ত্রী ধ্যান সিংহ নিহত হন। তখন রণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহ লাহোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ধ্যান সিংহের পুত্র হীরা সিংহ তাঁহার মন্ত্রী হন। হীরা সিংহ নিহত হইলে দলীপের মাতা মহারাণী ঝিন্দন পুত্রের নামে পঞ্জাব-শাসনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে রাজা লাল সিংহ মন্ত্রিত্ব এবং সর্দ্দার তেজ সিংহ সৈন্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। যাবৎ রণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন, তাবৎ পঞ্জাবে কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই এইরূপ গোলযোগ আরম্ভ হইল। এক জনের পর আর একজন রাজা হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু-

তেই শান্তি স্থাপিত হইল না। খাল্‌সা সৈন্য ক্রমে উদ্ধত হইয়া উঠিল। রাজ্যমধ্যে নরহত্যা হইতে লাগিল। মন্ত্রী লাল সিংহ নিস্তেজ ও বিলাস-প্রিয় ছিলেন। তিনি উপস্থিত গোলযোগ নিবারণে অসমর্থ হইলেন। সর্দার তেজসিংহও উত্তেজিত খাল্‌সা সৈন্যকে সংযত ও বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। পরাক্রান্ত শিখসেনা ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রথম শিখ-যুদ্ধ, ১৮৪৫।—১৮৪৫ অব্দে ৬০,০০০ শিখ সৈন্য ১৫০টী কামান লইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজ রাজ্য আক্রমণ করে। শিখদিগের অশান্ত ভাব দেখিয়া, গবর্ণর জেনেরল পূর্ব্বেই আপনাদের রাজ্যের সীমা রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ৪০,০০০ সৈন্য লুধিয়ানা, ফিরোজপুর এবং অম্বালায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি স্যর হিউ গফ্‌ অম্বালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিখ সৈন্যের শতদ্রু পার হওয়ার সংবাদে ইঁহারা ত্বরিত গতিতে ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে, ১৮৪৫ অব্দে মুদকী, ফিরোজসহর এবং ১৮৪৬ অব্দে আলিওয়াল ও শতদ্রুর তীরবর্ত্তী সোব্রাঁও, এই চারি স্থানে চারিটী যুদ্ধ ঘটে। শিখেরা এই সকল যুদ্ধে আপনাদের অসাধারণ শূরত্বের পরিচয় দেয়। ইঙ্গরেজ সেনানী স্যর জন লিট্‌লার, সেনাপতি স্যর হিউ গফ্‌ এবং গবর্ণর জেনেরল স্যর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ ইঁহাদের বীরত্বের অশেষ সুখ্যাতি করেন। মুদকীর যুদ্ধে সেনাপতি গফ্‌ শিখদিগকে পরাজিত করেন। ফিরোজসহরে প্রথম দিন শিখেরা জয় লাভ করে, ইঙ্গরেজ-পক্ষের

অনেক বলক্ষয় হয়। দ্বিতীয় দিনে শিখেরা হটিয়া যায়। এই যুদ্ধে গফ, লিটলার এবং গবর্ণর জেনেরল হার্ডিঞ্জ ইঙ্গরেজ-সৈন্যের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। আলিওয়ালের যুদ্ধে হারি স্মিথ্ এবং সোব্রাঁওর যুদ্ধে গফ্ ইঙ্গরেজ-পক্ষের সেনাপতি ছিলেন। এই উভয় যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা জয়লাভ করেন। এই প্রথম শিখ-যুদ্ধের সময় খাল্সাদিগের সেনাপতি সর্দ্দার তেজসিংহ ও রাজা লালসিংহ গোপনে ইঙ্গরেজদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সেনাপতি দ্বয়ের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিখদিগের পরাজয় হয়। সেনাপতিগণ চক্রান্ত না করিলে, বোধ হয়, প্রথম শিখ-যুদ্ধের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিত। সোব্রাঁওর যুদ্ধের পর গবর্ণর জেনেরল লাহোরের নিকটে যাইয়া শিবির স্থাপন করেন। ১৮৪৬ অব্দের ৯ই মার্চ মিয়নমীর নামক স্থানে গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী জলন্ধর দোয়াব গ্রহণ করেন। যে সকল সৈন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র এবং লাহোর-দরবারের সৈন্য সংখ্যা ন্যূন করা হয়। এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দেড় কোটী টাকা গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সময় কোষাগারে ১২ কোটী টাকা সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর অপব্যয়প্রযুক্ত তৎসমুদয় নিঃশেষিত হইয়া কেবল অর্দ্ধ কোটী মাত্র থাকে। হার্ডিঞ্জ এই অর্দ্ধ কোটী লইয়া, অপর এক কোটীর বিনিময়ে কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। গোলাপ সিংহ এই সময়ে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টকে কোটী মুদ্রা দিয়া কাশ্মীর কিনিয়া লইলেন। এই অবধি গোলাপ সিংহ কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য

হইলেন। দলীপ সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি রহিলেন এবং মেজর হেন্‌রী লরেন্স লাহোরে রেসিডেন্টের কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলেন। এই সন্ধি স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পরে মন্ত্রী লাল সিংহ ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। বিচারে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হয়, এবং তিনি পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, আগ্রায় অবস্থিতি করেন। লালসিংহ নিষ্কাশিত হইলে ২২এ ডিসেম্বর বাইরাবল নামক স্থানে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের সহিত লাহোর-দরবারের আর একটী সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, যাবৎ দলীপ সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ আট জন সুদক্ষ লোক লইয়া একটী সভা সংগঠিত হইবে। এই সভার সদস্যেরা ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের মতানুসারে পঞ্জাবের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এইরূপে পঞ্জাব-যুদ্ধের অবসান হইলে গবর্ণর জেনেরল এবং প্রধান সেনাপতি, "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪৮ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বাঙ্গালা প্রদেশে ১০১টী হার্ডিঞ্জ স্কুল স্থাপিত হয়। অধিকন্তু বিদ্যাশিক্ষায় সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য এই নিয়ম হয় যে, গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্ম খালি হইলে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকেরাই সবিশেষ আদরণীয় হইবেন।

লর্ড ডালহৌসী, ১৮৪৮-১৮৫২।

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ অব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। ইহাঁর সময় ব্রিটীশ কোম্পানীর রাজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি সংসাধিত হয়।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ, ১৮৪৮-১৮৪৯।—লর্ড ডালহৌসী এদেশে আগমনের পর, ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। অসুস্থতা-প্রযুক্ত হেন্‌রী লরেন্স লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে স্বদেশে গমন করেন। তাঁহার স্থলে স্যর ফ্রেডরিক কারি লাহোরের রেসিডেণ্ট হন। মুলতান মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকারভুক্ত ছিল। সাবনমল মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি লোকান্তরিত হইলে তদীয় পুত্র মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু লাহোর-দরবারের সহিত তাঁহার অনৈক্য হওয়াতে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দরবার তৎপদে সর্দ্দার খাঁ সিংহকে নিযুক্ত করেন। সর্দ্দার খাঁ সিংহকে মুলতানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বান্স আগ্নু এবং লেফ্‌টনেণ্ট আণ্ডার্সন তথায় উপস্থিত হন। এই সময় মুলতানের অধিবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া ইংরেজ কর্ম্মচারি-দ্বয়কে আহত ও বিনষ্ট করে। এজন্য মুলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের সমকালে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ঘটে। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই কয়েকটী ধরিতে হয়, (১) পঞ্জাব হইতে মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন; (২) মহারাজ দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিতে রেসিডেণ্টের অমত এবং (৩) সর্দ্দার ছত্রসিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট ও রেসিডেণ্টের দুর্ব্যবহার। এই তিনটি কারণেই খাল্‌সারা আবার ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। লাহোরের প্রথম রেসিডেণ্ট হেন্‌রী লরেন্স ষড়যন্ত্রের সন্দেহে মহারাণী ঝিন্দনকে লাহোর হইতে শেখপুরায় আনিয়া রাখেন। ইহার পর হেন্‌রী লরেন্সের উত্তরাধিকারী স্যর ফ্রেডরিক্ কারি আবার ষড়যন্ত্রের সন্দেহে ঝিন্দনকে একবারে পঞ্জাব হইতে বারা-

নদীতে নির্ব্বাসিত করেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্তর ফ্রেডরিক কারি কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহকে আপনার করায়ত্ত রাখিবার জন্য মহারাণীর প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড বিধান করেন। শিখেরা ইহাতে যার পর নাই বিরক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। হাজরার শাসনকর্ত্তা বয়োবৃদ্ধ সর্দ্দার ছত্রসিংহের কন্যার সহিত দলীপ সিংহের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট কলে কৌশলে এই বিবাহ স্থগিদ রাখিতে প্রয়াস পান। ছত্রসিংহ এবং তদীয় রণবিশারদ পুত্র সেরসিংহ এজন্য বড় বিরক্ত হন। ইহার পর রেসিডেণ্ট নিজের সহকারী কাপ্তেন আবটের পরামর্শে সর্দ্দার ছত্র সিংহকে পদচ্যুত এবং তাঁহার জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। বৃদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে শিখ সেনাপতি সের সিংহ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। সের সিংহ ব্রিটীশ সৈন্যের সহিত মুলতান আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনার সৈন্য পৃথক করিয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জার আয়োজন করিলেন। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮৪৯ অব্দের ২রা জানুয়ারি মুলতান বিধ্বস্ত হয়। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৪৮ অব্দের ২২এ নবেম্বর রামনগরের যুদ্ধে ইঙ্গরেজ সৈন্য পরাজিতপ্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করে। ইহার পর সের সিংহ ৩০,০০০ সৈন্য ও ৬০টী কামান লইয়া চিলিয়ানওয়ালায় শিবির সন্নিবেশ করেন। ১৮-৪৯ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের পরাজয় হয়। শিখদিগের বিক্রমে ইঙ্গরেজদিগের অশ্বারোহী সৈন্য পলায়ন করে, ইঙ্গরেজদিগের কামান ও পতাকা, শিখ-

দিগের হস্তগত হয়। সের সিংহ বিজয়ী হইয়া তোপ-ধ্বনিতে চারি দিক কম্পিত করেন। ইহার পর ২১এ ফেব্রুয়ারি গুজরাটে আর একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনা-পতি লর্ড গফ্ শিখদিগকে পরাজিত করেন। সর্দ্দার ছত্রসিংহ ও সের সিংহ আর যুদ্ধ না করিয়া,১৪ই মার্চ্চ বিজেতার বশীভূত হন। ২৯ এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসীর আদেশ-অনুসারে পঞ্জাব ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হয়। আর দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক মহারাজ দলীপ সিংহ বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া অস্তিত্বমাত্রে পর্য্য-বসিত হন। দলীপ সিংহ ইহার পর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। এক্ষণে তিনি ইঙ্গলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন।

পঞ্জাবে শান্তি স্থাপন।—লর্ড ডালহৌসী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া পঞ্জাব রাজ্য অধিকার করেন। কর্ম্মচারিদিগের দোষে সংসার-বিষয়ানভিজ্ঞ অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহকে রাজ্য-ভ্রষ্ট করা ন্যায়-সঙ্গত হয় নাই। পঞ্জাব অধিকার করিয়া, লর্ড ডালহৌসী তথায় শান্তি স্থাপন করিতে আপনার সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। অবাধ্য সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হয়। সুনিয়মে ভূমির বন্দোবস্ত হইতে থাকে। রাজ্য-শাসন জন্য প্রথমে একটী বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষে ১৮৫৩ অব্দে এই বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হয়। হেন্‌রী লরেন্সের উপযুক্ত সহোদর জন লরেন্স (ইনি পরে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন) পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর হন। পঞ্জাবে কন্যা-বধের প্রথা ছিল; চুরি, ডাকাইতি প্রভৃতি অপকর্ম্মও অবাধে চলিত। তৎসমুদয় ক্রমে তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ণেল রবর্ট নেপিয়ারের (ইনি পরে ম্যাগডালার লর্ড নেপিয়ার নামে প্রসিদ্ধ হন) তত্ত্বাবধানে রাস্তা প্রস্তুত এবং

খাল খনিত হয়। এই রূপে পঞ্জাবের অবস্থা ক্রমে উন্নত হইতে থাকে, অধিবাসীরাও ক্রমে সন্তোষ লাভ করে। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহি-যুদ্ধে যখন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত হয়, তখন পঞ্জাবের অধিবাসীরা শান্ত এবং ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিল।

ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৮৫২।—১৮৫১ অব্দে একজন জাহাজী কাপ্তেন স্বীয় মাঝির উপর অত্যাচার করাতে রেঙ্গুনের শাসন কর্ত্তা কাপ্তেনের ১,০০০ টাকা অর্থ দণ্ড করেন। লর্ড ডালহৌসী নিগৃহীত কাপ্তেনের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। অবিলম্বে কয়েক খানি রণতরী ইরাবতীতে উপস্থিত হয়। এইরূপে ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মদেশে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হয়। লর্ড ডালহৌসী ২০এ ডিসেম্বর পেগু প্রদেশ ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করিয়া ব্রহ্মরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। পেগু এবং পূর্ব্ব অধিকৃত আরকান ও তেনাসরিম, এই তিনটী প্রদেশ একত্র হইয়া "ব্রিটীশ ব্রহ্ম" নামে পরিচিত হয়।

ভারতবর্ষীয় মিত্ররাজ্যের সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতি।—পুত্র হিন্দুদিগের অন্তিমে অনন্ত প্রীতি প্রাপ্তির একটী প্রধান অবলম্বন। জনক জননী লোকান্তরিত হইলে পুত্র তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা সম্প্রীত করিয়া পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করে। এজন্য হিন্দুগণ ঔরস পুত্রের অভাব হইলে যথানিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদের বংশ রক্ষা করিবার উপায় বিধান করেন। এই গৃহীত পুত্র শাস্ত্রানুসারে পিতার সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে।

কিন্তু এসম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসী এই রাজনীতি অবলম্বন করেন যে, যে সমস্ত রাজ্য সর্ব্বোপরিতন প্রভু-শক্তির আশ্রিত, তৎসমুদয়ের অধিপতিগণ যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রভু-শক্তির অনুমোদিত না হইলে তাঁহাদের রাজ্য উক্ত প্রভু-রাজ্যে সংযোজিত হইবে। এই সর্ব্বোপরিতন প্রভু-শক্তি ভারতের ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট; আর আশ্রিত রাজ্য সেতারা, নাগপুর প্রভৃতি। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির বলে এই সকল রাজ্য ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার ভুক্ত হয়।

আশ্রিত রাজ্য অধিকার।—প্রথমে সেতারায় উল্লিখিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য হয়। ১৮১৮ অব্দে পেশবা বাজীরাওর অধঃপতন হইলে লর্ড হেষ্টিংস শিবজীর বংশধরকে সেতারা রাজ্য সমর্পণ করে। ১৮৪৮ অব্দের ৫ই এপ্রেল সেতারা-রাজ আপা সাহেবের পরলোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে, তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু এই দত্তক লর্ড ডালহৌসীর অনুমোদিত না হওয়াতে ১৮৪৯ অব্দে উক্ত রাজ্য ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হয়। এই বৎসর রাজপুত রাজ্য কেরোলি ডিরেক্টরদিগের আদেশে, লর্ড ডেলহৌসীর রাজনীতির আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু সম্বলপুর কোম্পানীর অধিকৃত হয়। ১৮৫৩ অব্দে ঝাঁসি সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয়। ঝাঁসির লোকান্তরিত অধিপতি গঙ্গাধর রাওর বনিতা বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই বহুচেষ্টা করিয়াও প্রনষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ১৮৫৩ অব্দে নাগপুরের অধিপতি তৃতীয় রঘুজী ভোঁসলার মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামহী বঙ্কবাই দত্তক গ্রহণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরল

সম্মত হইলেন না। সুতরাং নাগপুর অধিকৃত ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল। রাজ-পরিবারের অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিসপত্র কলিকাতায় আনীত হইয়া নিলামে বিক্রীত হইয়া গেল। ১৮৫৫ অব্দে আর্কটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজা অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহাদের বংশের রাজ-সম্মান ও রাজ-উপাধির উচ্ছেদ হয়। লর্ড ওয়েলেস্‌লি ১৮০০ অব্দে নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আপনাদের কতকগুলি সৈন্য নিজামের সৈন্যের সহিত একত্র করেন। যুদ্ধাদির সময় নিজাম এই সমস্ত সৈন্যের ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হন। এজন্য ক্রমে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নিজামের অনেক ঋণ হয়। নিজাম এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডালহৌসী আপনাদের টাকা আদায়ের জন্য নিজামের নিকট হইতে একপ্রকার বলপূর্ব্বক বেরার প্রদেশ গ্রহণ করেন।

১৮৫১ অব্দে বিঠোর-প্রবাসী বাজীরাও লোকান্তরিত হন। তিনি বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র নানা সাহেব তদীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। লর্ড ডালহৌসী নানা সাহেবকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করেন।

অযোধ্যা অধিকার, ১৮৫৬।—লর্ড ক্লাইবের সময় হইতে অযোধ্যায় নবাবের সহিত ব্রিটীশ কোম্পানীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব সুজা উদ্দৌলা আপনার রাজ্যস্থিত কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অবধি কোম্পানী অযোধ্যার নবাবগণের

সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে থাকেন। প্রতি সন্ধিতেই ব্রিটীশ কোম্পানীর লাভ এবং অযোধ্যা-রাজ্যের এক একটী অঙ্গ স্খলিত হয়। বর্ষশেষে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা-রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া, উহা আপনাদের হস্তগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট জেনেরল আউট্রামকে আদেশ দিলেন। আউট্রাম ১৮৫৬ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নবাব ওয়াজিদ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জানাইলেন। নবাব গভীর শোকের সহিত স্বীয় উষ্ণীষ রেসিডেণ্টের হাতে দিয়া কহিলেন, "ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্ভ্রম নষ্ট করিলেন, রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করা বিড়ম্বনা মাত্র"। কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোন ফল হইল না। অবিলম্বে রেসিডেণ্ট ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। ৫০ লক্ষ অধিবাসীর সহিত উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে গোরক্ষপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ এবং পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুর ফরক্কাবাদ ও শাহজহাঁপুর সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ২৪ হাজার বর্গ মাইল-পরিমিত বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হইল। আর এই বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া, কলিকাতার নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে একটী বিস্তৃত রাজ্য অধিকৃত হইল। কিন্তু শেষে এই রাজ্যাধিকার হইতে গরলময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। অযোধ্যা-অধিকার লর্ড ডালহৌসীর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। কিন্তু এই কার্য্যে তিনি ইতিহাসে সুনাম লাভ করিতে পারেন নাই। ডাল-

হৌসী অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারের উল্লেখ করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়ের ইঙ্গরেজ-শাসিত দেশের সহিত তুলনা করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, অযোধ্যায় এরূপ অরাজকতা ঘটে নাই এবং এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারও হয় নাই।

লর্ড ডালহৌসীর অন্যান্য কার্য্য।—লর্ড ডালহৌসীর সময়ে অনেকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। বহুদিন হইতে নর-বলি ও ডাকাইতি নিবারণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা তাদৃশ ফলবতী হয় নাই। লর্ড ডালহৌসীর চেষ্টায় নরবলি-প্রথা অনেকাংশে নিবারিত হয়। ১৮৫২ অব্দে ওয়াকোপ সাহেব বাঙ্গালার ডাকাইতি কমিশনর হন। তাঁহার চেষ্টায় ডাকাইতের দল উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৮৫১ অব্দে রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর প্রসিদ্ধ ডাক্তার ওসাখ্‌নসি সাহেব টেলিগ্রাফ্‌ খোলেন। এই রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ্‌ দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। পূর্ব্বে ডাকে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে অনেক গোলযোগ ঘটিত। ডালহৌসীর সময়ে ডাকের জন্য স্বতন্ত্র কার্য্য-বিভাগ স্থাপিত হয়। ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ ওজন বুঝিয়া মাশুল গ্রহণপূর্ব্বক পত্রাদি চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত ডালহৌসী কর্ত্তৃক পূর্ত্তকার্য্যের অনেক উন্নতি সংসাধিত হয়। এই সময়ে সাধারণের গমনাগমনের জন্য প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হইতে থাকে। গঙ্গার খাল এবং ইরাবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী বারি দোয়াব খাল খনিত হয়। এই সকল রাস্তা ও খাল দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইয়াছে।

লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা বিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন উত্তর

পশ্চিমাঞ্চলে "তহসিলি" ও "হলকাবন্দি" স্কুল এবং বাঙ্গালায় মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাত্মা বীটন সাহেব কলিকাতায় একটী বালিকা স্কুল (বীটন স্কুল) স্থাপন করেন। কলিকাতার হিন্দু-কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে প্রসিদ্ধ হয়। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের অধ্যক্ষ স্যর চার্লস্ উড্ (ইনি পরে লর্ড হালিফাক্স নামে প্রসিদ্ধ হন) আপনার ১৮৫৪ অব্দের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-বিষয়িণী অনুমতি-লিপিতে প্রকাশ করেন যে, দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়-সমূহে "গ্রাণ্ট ইন্ এড্" অর্থাৎ অর্থসাহায্য-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। লর্ড ডালহৌসী এই অনুমতি-লিপি অনুসারে একটী বিশেষ সমিতির উপর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভার দেন এবং পূর্ব্বতন শিক্ষাবিষয়ক সমিতি উঠাইয়া শিক্ষা-বিভাগে "ডিরেক্টর", "ইন্স্পেক্টর" প্রভৃতি নিয়োজিত করেন। ইহাঁদের উপর অভিনব প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপনের ভার সমর্পিত হয়। এইরূপে দেশের সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যা-শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

১৮৫৬ অব্দে প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের যত্নে বিধবা-বিবাহ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

ইণ্ডিয়া বিল, ১৮৫৩।—১৮৫৩ অব্দে কোম্পানী পুনর্ব্বার সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দ অনুসারে স্থির হয় যে, (১) বঙ্গদেশে এক জন লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়োজিত হইবেন; (২)

ইংলণ্ডে একটী বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে লোকে সিবিলিয়ান হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয়েরা বিলাতে যাইয়া এই সিবিল সর্ব্বিস্ পরীক্ষা দিতে পারিবেন* ; (৩) ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ছয় জন সদস্যের স্থলে বার জন সদস্য থাকিবেন।

লর্ড ডালহৌসীর পদত্যাগ।—১৮৫৬ অব্দে লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ ত্যাগ করেন। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে গবর্ণর জেনেরল হইয়া আইসেন। এত অল্প বয়সে এরূপ কার্য্য-তৎপরতার সহিত আর কেহ ভারতবর্ষ শাসন করেন নাই। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে দেশের অনেক উন্নতি সংসাধিত হয়। কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্রিটীশ শাসন বদ্ধমূল না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। এজন্য তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ-বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ব্রিটীশ অধিকার সম্প্রসারিত করেন। লর্ড ডালহৌসীর এই দূষিত রাজনীতিতে পরিশেষে ভারতবর্ষে প্রলয় কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়।

লর্ড ক্যানিঙ্, ১৮৫৬–১৮৬২।

লর্ড ডালহৌসীর পর সদাশয় লর্ড ক্যানিঙ্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হন। ইংলণ্ড হইতে যাত্রাকালে তিনি ডিরেক্টর-

---

* পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, ইংলণ্ডের হেলিবরি কলেজে অধ্যয়ন না করিলে এবং ডিরেক্টর সভাকর্ত্তৃক নিয়োজিত না হইলে কেহ ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। এখন এ নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে হেলিবরি কলেজ উঠিয়া যায়।

দিগের সম্বন্ধে কহেন, "আমি ভারতবর্ষে শান্তির আশা করি। কিন্তু ভারতবর্ষের নির্ম্মল আকাশে মনুষ্যের হস্ত-পরিমিত এক খণ্ড মেঘের উদয় হইতে পারে, এবং সেই মেঘ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে।" লর্ড ক্যানিঙের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হয়। পর বৎসর (১৮৫৭) সিপাহিরা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডের উৎপত্তি করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সিপাহি-যুদ্ধ, ১৮৫৭।

সিপাহি-যুদ্ধের কারণ।—কি কারণে সিপাহিরা ইঙ্গরেজদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে যত্ন করিল, যাহারা রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া সম্মান করে, কি কারণে তাহারা সেই রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে সিপাহি-যুদ্ধের কারণ সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দুরূহ। প্রধানতঃ লর্ড ডালহৌসীর পর-রাজ্য-সংহারিণী নীতি হইতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার সূত্রপাত হয়। ডালহৌসী অনেক প্রাচীন রাজ-বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন; যাঁহারা এক সময়ে বহুসংখ্য প্রজার অধিস্বামী হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন, তাঁহারা সামান্য লোকের অবস্থায় পাতিত হন। সিপাহিরা আপনাদের শ্রদ্ধাস্পদ রাজ-বংশের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া কোম্পানীর সাধুতার উপর সন্দিহান হয়। তাহারা সেতারা ও ঝাঁসির দুরবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করে, নাগপুরের বর্গী-

য়নী মহিষীর অপমানে অধীর হয় এবং শেষে অযোধ্যায় ব্রিটীশ পতাকা উড্ডীন দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। সিপাহিদের অধিকাংশ অযোধ্যা-নিবাসী হিন্দু। তাহারা আপনাদের ধর্ম্মের এবং আপনাদের চিরাগত প্রথার একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ভাবিত, তাহাদের বাহুবলে পঞ্জাব অধিকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা হইতেছে। যত দিন অযোধ্যা নবাবের রাজ্য ছিল, তত দিন অযোধ্যার লোকে, কোম্পানীর কর্ম্মচারী বলিয়া, সিপাহিদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইত। কিন্তু শেষে অযোধ্যা কোম্পানীর রাজ্য হইলে সিপাহিদের সে সম্মান নষ্ট হয়। এই সময়ে ইঙ্গরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইতে থাকে। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতির কার্য্য আরম্ভ হয়; ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভারতীয় সভ্যতার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী সভ্যতার ফল প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। ইহাতে সিপাহিরা আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয় সভ্যতার বিলোপ আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এদিকে রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজবংশীয়েরা তাহাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করেন। সিপাহিরা ইহাঁদের নিয়োজিত লোকের মুখে ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে থাকে। সিপাহিরা সুশিক্ষিত বা পরিণামদর্শী নহে, তাহারা কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। সুতরাং কৌতূহল ও সন্দেহ প্রযুক্ত তাহারা ক্রমেই ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের উপর অধিকতর বিরক্ত হইতে থাকে।

টোটা।—সিপাহিদিগের হৃদয় যখন এইরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন প্রাচীন ব্রাউনবেস্ বন্দুকের পরিবর্ত্তে রাইফল্ নামক বন্দুক ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচারিত হয়, এবং এই বন্দুকের জন্য বসা-মিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইতে

থাকে। টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। এই সময়ে জনরব উঠিল, অভিনব টোটা গোরু ও শূকরের চর্ব্বি-মিশ্রিত; সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য। ইঙ্গরেজেরা হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধর্ম্ম-নাশের জন্য টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। সিপাহিরা ইহাতে আর স্থির থাকিতে পারিল না; আপনাদের জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

সিপাহি-যুদ্ধের প্রারম্ভ, মে ১৮৫৭।—১৮৫৭ অব্দের ১০ই মে মিরাটের সিপাহিরা দলবদ্ধ হইয়া ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করে। ইউরোপীয়দিগের কেহই সে সময়ে ইহাদের এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। মিরাট হইতে সিপাহিরা দিল্লীতে সমবেত হয়। দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল সম্রাট্ পুনর্ব্বার আপনার সাম্রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় ইহাদের উৎসাহদাতা হন। ক্রমে দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীরা ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ইঙ্গরেজেরা ইহা দেখিয়া, তত্রত্য বারুদাগার উড়াইয়া দেন।

সিপাহি-যুদ্ধের বিস্তার, জুন, ১৮৫৭।—ক্রমে সমস্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, বাঙ্গালা এবং মধ্যভারতবর্ষে সিপাহি-যুদ্ধের গতি প্রসারিত হয়। উত্তেজনার তরঙ্গে অধীর হইয়া সিপাহিরা ইউরোপীয় মহিলা এবং ইউরোপীয় বালকবালিকার প্রাণসংহার করিতে থাকে। ক্রমে ইঙ্গরেজ সৈন্যেরাও সিপাহিদিগের এই অত্যাচারের অনুকরণ করে। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে স্যর জন লরেন্সের চেষ্টায় পঞ্জাব রক্ষা পায়, এবং পঞ্জাবের অধিবাসীরা ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত থাকে।

কাণপুর।—কাণপুর, লক্ষ্ণৌ এবং অযোধ্যা, এই তিন স্থানে সিপাহিরা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠে। কাণপুরের সেনানিবাসে বহুসংখ্য সিপাহিসৈন্য বাস করিয়া থাকে। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী বিঠোরে নানা সাহেব বাস করিতেন। পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অসন্তোষ প্রযুক্ত এক্ষণে তিনি ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন। নানা সাহেব সিপাহিদিগের অধিনেতা হইয়া আপনাকে মহারাষ্ট্রের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করেন। ২৭এ জুন কাণপুরের ইউরোপীয়েরা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইবার আশ্বাস পাইয়া, নানা সাহেবের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়; শেষে ইহাদের অনেকেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করে। ১২৫টী ইউরোপীয় মহিলা এবং বালকবালিকা নানা সাহেবের বন্দী হয়। নানা সাহেব ইহাদের প্রাণ দণ্ড করেন। ১৫ই জুলাই ইঙ্গরেজ সেনানী হ্যাবলক সসৈন্যে কাণপুর উদ্ধারার্থ সমাগত হন। নগর অধিকৃত হয়। নানা সাহেব অযোধ্যা অঞ্চলে পলায়ন করেন।

লক্ষ্ণৌ।—অযোধ্যার সুযোগ্য প্রধান কমিশনর স্যর হেন্‌রী লরেন্স এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্সী রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ২রা জুলাই যাবতীয় ইউরোপীয় এই রেসিডেন্সীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সিপাহিরা রেসিডেন্সী অবরোধ করিয়া গোলা বর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। ৪ঠা জুলাই স্যর হেন্‌রী লরেন্স গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ২৫এ সেপ্টেম্বর ইঙ্গরেজ সেনাপতি হ্যাবলক্ এবং আউট্রাম লক্ষ্ণৌস্থিত ইঙ্গরেজ সৈন্যের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। ইঁহারা সিপাহিদিগকে

নিরস্ত করিতে সম্যক্ কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে ১৬ই নবেম্বর স্যর কোলিন ক্যাম্বেল (ইনি পরে লর্ড ক্লাইড নামে প্রসিদ্ধ হন) বিপক্ষদিগকে পরাভূত করেন। অবরুদ্ধ ইঙ্গরেজেরা মুক্তি লাভ করে। ইহার পর ১৮৫৮ অব্দের মার্চ মাসে লক্ষ্ণৌ সর্ব্বাংশে ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হয়।

দিল্লী।—দিল্লী সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল। প্রায় ৩০,০০০ সিপাহি এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। ৮ই জুন ইঙ্গরেজ সৈন্য দিল্লী অবরোধ করে। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে ইঙ্গরেজ সেনানী নিকল্‌সন সাহেব পঞ্জাব হইতে দিল্লীতে উপনীত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৬ দিন যুদ্ধের পর, ইঙ্গরেজ সৈন্য দিল্লী অধিকার করে। নিকল্‌সন্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। বৃদ্ধ মোগল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ বন্দীভূত হইয়া রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হন।

অযোধ্যায় শান্তিস্থাপন।—দিল্লী অধিকারের পরেও ১৮ মাস ব্যাপিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ ঘটে। রাজ্যভ্রষ্ট নবাব ওয়াজিদ আলীর পদচ্যুত বেগম হজরতমহল এবং নানা সাহেবের উত্তেজনায় অযোধ্যার অধিবাসিগণ সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। লর্ড ক্লাইভ অযোধ্যায় যুদ্ধ করিয়া, শান্তি স্থাপন করেন। হজরতমহল এবং নানা সাহেব নেপালের অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময়ে নেপালের রাজমন্ত্রী স্যর জঙ্গ বাহাদুর ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

কুমার সিংহ।—কুমার সিংহ আরা জেলার অন্তঃপাতী জগদীশপুরের জমীদার। ইহাঁর অসাধারণ বাহুবল ছিল। ইনি প্রায়ই মল্লযুদ্ধে এবং মৃগয়ার আমোদে কালাতিপাত করি-

তেন। সিপাহি-যুদ্ধের সময় কুমারসিংহ প্রায় অশীতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষ এই অশীতিপর বৃদ্ধ জমীদারের রাজ-ভক্তির উপর সন্দিহান হন। কুমার সিংহ এজন্য দানাপুরের সিপাহিদিগের অধিনেতা হইয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা অমরসিংহ আরাস্থিত ইঙ্গরেজদিগকে সমূহ ক্লেশ দিতে ক্রটী করেন নাই। শেষে আগষ্ট মাসে ইঙ্গরেজ সৈন্য আসিয়া আরা উদ্ধার করে।

লক্ষ্মীবাই।—লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসি অধিকার করাতে ঝাঁসির লোকান্তরিত অধিপতি গঙ্গাধর রাওর বিধবা মহিষী লক্ষ্মীবাই সাতিশয় বিরক্ত হন। সিপাহি-যুদ্ধের সময় লক্ষ্মীবাই এবং তাঁতিয়াতোপী মধ্যভারতবর্ষে বিলক্ষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার বীরত্বে ইঙ্গরেজ সেনানী স্যর হিউ রোজের (অতঃপর লর্ড ষ্ট্রথনেয়রণ্) পরাক্রমও পর্য্যুদস্ত হয়। শেষে লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ অব্দের জুন মাসে গোয়ালিয়রের নিকটে অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া, রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময় একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার গলদেশ-বিলম্বিত বহুমূল্য হার লোভে অসির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করে। পর বৎসর তাঁতিয়াতোপী ধরা পড়িয়া নিহত হন। লক্ষ্মীবাই প্রকৃত বীররমণী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় বীররমণীর আবির্ভাব হয় নাই। এই বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনার বীরত্ব-কাহিনী শুনিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

সিপাহি-যুদ্ধের অবসান।—মধ্য ভারতবর্ষের যুদ্ধের সহিত সিপাহি-যুদ্ধের অবসান হয়। ১৮৫৯ অব্দের জুলাই

মাসে দূরদর্শী গবর্ণর জেনেরল লর্ড ক্যানিঙ্ রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, ঘোষণা-পত্র প্রচার করেন।

সিপাহি-যুদ্ধ-প্রযুক্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকার্য্য না হওয়াতে তথায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। এই দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করে।

মহারাণী বিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার-গ্রহণ, ১৮৫৮।—ভারতে ইঙ্গরেজ কোম্পানীর অধিকার-বিলোপ সিপাহি-যুদ্ধের চরম ফল। ইঙ্গরেজেরা প্রথমে বণিক্‌বেশে আসিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহাদের অধিকার সম্প্রসারিত হয়, ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইয়া উঠেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি বণিক কোম্পানী ইঙ্গলণ্ডে মহারাণী বিক্টোরিয়ার সামান্য প্রজার শ্রেণীতে গণ্য ছিলেন। আপনাদের অর্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার জন্য ইহাঁদিগকে ১৭৭৩ অব্দ হইতে ১৮৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বার সনন্দ লইতে হয়। প্রজার অর্জ্জিত রাজ্যের উপর রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এখন মহারাণী বিক্টোরিয়া আপনার প্রজার অর্জ্জিত ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। এসম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্ট্ মহাসভায় বাদানুবাদ হইতে লাগিল। ডিরেক্টরেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের আপত্তি গ্রাহ্য হইল না। ১৮৫৮ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টে স্থির হইল যে, অতঃপর ইঙ্গলণ্ডের অধিশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিবেন। ভারতবর্ষের শাসন জন্য "বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল" এবং "ডিরেক্টর" সভার পরিবর্ত্তে পনর জন সদস্য লইয়া একটী

সমিতি সংগঠিত হইবে। মহারাণীর একজন প্রধান অমাত্য এই সমিতির অধ্যক্ষ হইবেন। ইহাঁর রাজকীয় উপাধি "ভারত-বর্ষের জন্য সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটস্" হইবে। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল আপনার প্রাচীন উপাধি ব্যতীত "বাইসরয়" অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধি এই নূতন উপাধি গ্রহণ করিবেন। গবর্ণর জেনেরল এবং বাইসরয়কে ভারতবর্ষের সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট্-সের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজত্বের পরিসমাপ্তি হইল। কোম্পানী ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য হইতে অপসারিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সাধারণে ভারতবর্ষকে "কোম্পানীর মুলুক" বলিয়াই মনে করিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রিটীশ রাজ-শাসনাধীন ভারতবর্ষ।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্র, ১লা নবেম্বর ১৮৫৮।— সিপাহি-যুদ্ধের সময় বিচক্ষণ লর্ড ক্যানিঙ্ সাতিশয় ধীরভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধীরতা ও সদ্বিবেচনা প্রযুক্তই সিপাহি-যুদ্ধের অবসান এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ ভারতীয় প্রজাদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিঙের ন্যায় দূরদর্শী ব্যক্তি এই সময় গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, বোধ হয়, নিরীহ জনসাধারণের শোণিতে ভারতবর্ষ রঞ্জিত

হইত। এই সকল ইঙ্গরেজ তখন মহাত্মা লর্ড ক্যানিঙ্‌কে "দয়ার সাগর ক্যানিঙ্‌" বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উক্ত বিদ্রূপ-বাক্য লর্ড ক্যানিঙের সম্মানসূচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দয়ার সাগর ক্যানিঙ্‌ এখন রাজ-প্রতিনিধি হইয়া মহারাণীর ঘোষণা-পত্র প্রকাশে উদ্যত হইলেন। ১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বর এলাহাবাদে মহাসমারোহে একটী দরবার হইল। লর্ড ক্যানিঙ্‌ এই সমৃদ্ধ দরবারে প্রকাশ করিলেন, মহারাণী ইঙ্গলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার রাজ্যে সকল উপযুক্ত লোকেই জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রধান প্রধান কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে। সকলেই আপনাদের ধর্ম্ম ও চিরাগত আচার ব্যবহার অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবে। কেহই তাহাদের এই ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিতে পারিবে না। যাহারা সিপাহি-যুদ্ধের সময় হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হয় নাই, তাহারা মহারাণীর রাজ্যে নিষ্কণ্টকে বাস করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের উপরাজগণ নিরাপদে আপনাদের রাজ্য শাসন এবং ঔরস পুত্রের অভাবে যথানিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবিষয়ে তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হইবে না। এই ঘোষণা-পত্র সকলেরই অনুমোদিত হইল। সকলেই মহারাণীর রাজ্যে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারিবে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিঙ্‌ ১৮৫৯ অব্দের ৮ই জুলাই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন, এবং পরবর্ত্তী শীতকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া, মিত্র রাজগণকে যথোচিত আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে

"ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধির সৃষ্টি হয় এবং মহারাণীর মিত্র-রাজগণ এই অভিনব উপাধিতে ভূষিত হন।

আইন প্রভৃতির সংস্করণ।—লর্ড ক্যানিঙের সময়ে পূর্ব্বতন আইন সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৩৭ অব্দে মেকলে সাহেব যে দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন, তাহা ১৮৬০ অব্দে বিধিবদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্য-বিধি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত ১০ আইন প্রচারিত হয়। লর্ড ক্যানিঙের শাসন-কালে উইলসন সাহেব রাজস্ব-সচিব হইয়া এ দেশে আইসেন। সিপাহি-যুদ্ধ প্রযুক্ত অনেক ব্যয় হইয়াছিল। প্রায় ৪ কোটী টাকা ঋণ হয়। উইল্‌সন্ সাহেব এজন্য "ইন্‌কম্ ট্যাক্স্" অর্থাৎ আয়কর স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন লর্ড ক্যানিঙের সময়ে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্‌সিলে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইর গবর্ণরের কৌন্‌সিলে ইউরোপীয় কিংবা ভারতবর্ষীয় বেসরকারী সদস্য নিয়োগ করিবার নিয়ম হয়।

লর্ড এলগিন্, ১৮৬২-১৮৬৩।

১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড ক্যানিঙ্ স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং লর্ড এলগিন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও রাজ-প্রতিনিধি হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ শাসন করিতে পারেন নাই। ১৮৬৩ অব্দের হৈমবত প্রদেশের ধর্ম্মশালায় তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে কলিকাতা বোম্বাই এবং মান্দ্রাজে এক একটী সদর আদালত এবং এক একটী সুপ্রীম কোর্ট ছিল। সদর আদালতে কোম্পানীর প্রজাদের আপীল এবং সুপ্রীম

কোর্টে মহারাণীর ইঙ্গরেজ প্রজাদের বিচার হইত। যখন মহারাণী স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন সকলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাণীর প্রজা হওয়াতে ১৮৬২ অব্দে উক্ত উভয় আদালত একত্র করিবার জন্য একটী আইন বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড ক্যানিঙ এবিষয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যান। লর্ড এলগিনের সময়ে অর্থাৎ ১৮৬১ অব্দের জুলাই মাসে উক্ত তিন প্রধান নগরের সদর আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট নামে প্রসিদ্ধ হয়। লর্ড এলগিনের সময়ে সিন্ধু নদের পশ্চিম তটে সিতানা নামক স্থানে একটী যুদ্ধ ঘটে।

লর্ড লরেন্স, ১৮৬৪-১৮৬৯।

লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পর, মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যর উইলিয়ম ডেনিসন কিছু দিন গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। তৎপরে পঞ্জাবের পূর্ব্বতন প্রধান কমিশনর স্যর হেন্‌রী লরেন্সের সহোদর স্যর জন লরেন্স ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও রাজ-প্রতিনিধি হন। ইঁহার সময়ে ভুটানে যুদ্ধ ঘটে, এবং দুয়ার প্রদেশ ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকার-ভুক্ত হয় (১৮৬৪)। ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করে। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেব এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হন নাই। এই সময়ে মহীসূরের অধিপতি পার্লিয়ামেণ্ট সভা হইতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কাবুলের সিংহাসন লইয়া দোস্ত মহম্মদের সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটে। অব-

শেষে সের আলী কাবুলের আমীর হন। ১৮৬৯ অব্দে স্যর জন লরেন্স স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং সেখানে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

লর্ড মেয়ো, ১৮৬৯-১৮৭২

স্যর জন লরেন্সের উত্তরাধিকারী লর্ড মেয়ো। ১৮৬৯ অব্দে লর্ড মেয়ো অম্বালার দরবারে কাবুলের আমীর সের আলীর সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং তাঁহাকে বার্ষিক ন্বাব লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন। রুষীয়েরা আমীরের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য গবর্ণর জেনেরলকে উক্ত দরবারে আমীরের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে (১৮৬৯-১৮৭০) মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আইসেন। লর্ড মেয়ো কর্ত্তৃক কৃষি বিভাগ স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি ষ্টেট রেলওয়ের সূত্রপাত করেন, এবং স্থানে স্থানে রাস্তা ও খালের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। তিনি উচ্চতর ইঙ্গরেজী শিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচ করিবার ইচ্ছা করাতে অনেকে তাঁহার প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন করেন। ইহাতে মেয়ো আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ১৮৭২ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দামান দ্বীপের পোর্ট ব্লেয়ার নগরে সের আলী নামক একজন মুসলমান লর্ড মেয়োকে হত্যা করে।

লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২-১৮৭৬।

লর্ড মেয়োর হত্যার সংবাদ কলিকাতায় পহুঁছিলে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর জন ষ্ট্রেচী ৯ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৪এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এবং তৎপরে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। অনন্তর লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড সমর্পিত হয়। লর্ড নর্থব্রুক উচ্চতর ইঙ্গরেজী শিক্ষার পরিপোষক হন, এবং প্রজাদের কর-ভারের লাঘব করেন। ১৮৭৪ অব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয়। লর্ড নর্থব্রুক এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে বিশেষ যত্নবান্ হন। ১৮৭৫ অব্দে বরদার গাইকবাড় মহ্লার রাও তাঁহার দরবারের ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট্‌কে বিষ-প্রয়োগে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করার অপরাধে পদচ্যুত হইলে লর্ড নর্থব্রুক ভূতপূর্ব্ব গাইকবাড় খন্দরাওর বিধবা পত্নী যমুনা বাইকে পোষ্য পুত্র লইবার অনুমতি দেন। তদনুসারে যমুনাবাইর পোষ্য পুত্র শিবজীরাও বরদার গদির অধিকারী হন। আসাম প্রদেশে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একজন প্রধান কমিশনরের হস্তে সমর্পিত হয়। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে (১৮৭৫-১৮৭৬) মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগর সমূহ দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হন। এই সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদের রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিল।

লর্ড লীটন, ১৮৭৬-১৮৮০।

লর্ড নর্থব্রুকের পর লর্ড লীটন ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি উদার রাজনীতির পরিপোষক ছিলেন না। এজন্য তাঁহার সময়ে (১৮৭৮, ১৪ই মার্চ) কেবল এতদ্দেশীয় ভাষার পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে ৯ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে প্রকারান্তরে এতদ্দেশীয় ভাষায় যে মুদ্রণ-স্বাধীনতা ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইয়া যায়। ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারি লর্ড লীটন মোগল সম্রাটের রাজধানী দিল্লীতে একটী সমৃদ্ধ দরবার করিয়া ভারতবর্ষের উপরাজগণের সমক্ষে ঘোষণা করেন যে, মহারাণী বিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবধি ইঙ্গলণ্ডের মহারাণী ভারতবর্ষের অধীশ্বরী হন এবং ভারতবর্ষে তাঁহার একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ হয়। যখন দিল্লীতে এই রূপ আড়ম্বর হইতে থাকে, তখন দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। অবিলম্বে মান্দ্রাজ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূ-খণ্ডে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি বিকাশ পায়। প্রতিদিন বহুসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে থাকে। লর্ড লীটন শেষে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের অনেক চেষ্টা করেন। অনেক অর্থ ব্যয় হয়। তথাপি সে সময় মৃত্যু-সংখ্যা ন্যূন হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আক্রমণে ৫০ লক্ষেরও অধিক লোক প্রাণত্যাগ করে।

আফগানিস্থানের ঘটনা, ১৮৭৮-১৮৮০।—১৮৬৯ অব্দে অম্বালার দরবারে লর্ড মেয়ো আমীর সের আলীর

সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্দে লর্ড লীটন সের আলীর প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তিনি রুষীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। রুষীয দূত তাঁহার দরবারে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ব্রিটীশ দূতকে প্রত্যাখ্যান করা হইযাছে। এজন্য গবর্ণর জেনেরল সের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য খাইবার, কুরম এবং বোলান, এই তিনটী গিরিবর্ত্ম দিয়া আফগানিস্তানে অগ্রসর হয। সের আলী তুর্কিস্তানে পলায়ন করেন। সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহার পুত্র যাকুব খাঁর সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধি অনুসারে যাকুব খাঁ স্বীয় রাজধানী কাবুলে একজন ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। কিন্তু সন্ধি স্থাপনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই নগরবাসিগণ কর্ত্তৃক কাবুলের ব্রিটীশ রেসিডেণ্ট স্যর লুই কাবাগ্নরি সহযোগিদিগের সহিত নৃশংসরূপে নিহত হন। সুতরাং দ্বিতীয় বার যুদ্ধের আয়োজন হয়। এবার যাকুব খাঁ কাবুলের সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হন এবং ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন। কাবুল এবং কন্দাহার ইঙ্গরেজ সৈন্যের অধিকারে থাকে। আফগানেরা ইহাতে নিরস্ত হয় নাই। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া কাবুলের ইঙ্গরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষ ইঙ্গরেজ সেনানী স্যর ফ্রেডরিক রবার্টস্ কর্ত্তৃক তাড়িত হয়।

মার্কুইস্ অব্ রিপন্, ১৮৮০-১৮৮২।

আফগানিস্তানের এইরূপ গোলযোগের সময় ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রি-সমাজের পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লর্ড লীটনও পদত্যাগ করেন, এবং ১৮৮০ অব্দের এপ্রেল মাসে মার্কুইস্ অব্ রিপন্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ও রাজ-প্রতিনিধি হন। ইহার মধ্যে যাকুব খাঁর ভ্রাতা যায়ুব খাঁ কর্ত্তৃক ইঙ্গরেজ সৈন্য পরাজিত হয়। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্যর ফ্রেডরিক রবার্টস কাবুল হইতে কন্দাহারে যাত্রা করেন। ১৮৮০ অব্দের ১ লা সেপ্টেম্বর যায়ুব খাঁর সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়ে। লর্ড রিপন্ আব্দুল রহমন খাঁকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করিয়াছেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য কাবুল হইতে প্রত্যাগত হইয়াছে। কন্দাহারে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারাও ১৮৮১ অব্দের মার্চ্চ মাসে কন্দাহার পরিত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন উদার নীতির পরি-পোষক। লর্ড লীটন এতদ্দেশীয় ভাষার মুদ্রণ স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে ৯ আইন বিধিবদ্ধ করেন, ইহাঁর সময়ে সে আইনের উচ্ছেদ হইয়াছে। ইনি অনেকগুলি দেশ-হিতকর কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহাঁর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলে দেশের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইবে।

সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press.